NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ আঙুলে চোট, দ্বিতীয় টেস্টে অনিশ্চিত শাকিব

জয়াসুরিয়ার ঘূর্ণিতে ১৬ মিনিটেই শেষ নিউজিল্যান্ড ৭

কলকাতা ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ৭ আশ্বিন ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ১০৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.09.2024, Vol.18, Issue No. 106, 8 Pages, Price 3.00

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সবরকম সাহায্যে পাশে রয়েছে রাজ্য

১১ লক্ষ মানুষকে পাকা বাড়ি, আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গত কয়েক দিনের ভারী বৃষ্টি জেরে জলমগ্ন দামোদর নদের তীরবর্তী এলাকাগুলি। সেই এলাকা পরিদর্শন করতে জেলা সফরে বেরিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হুগলি ও মেদিনীপুর জেলার বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করার পর সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পূর্ব বর্ধমান জেলার একাধিক গ্রাম। এই বিষয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার সমস্ত বিধানসভার বিধায়কেরা, রাজ্যের কয়েকজন মন্ত্রী-সহ প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক। বৈঠক করে বেরোনোর পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সরকার তাদেরকে সমস্ত রকমভাবে সাহায্য করা থেকে শুরু করে সমস্ত রকম সহযোগিতা করবে। যে সমস্ত এলাকায় এখনো পর্যন্ত বানভাসি হয়ে রয়েছে এবং যে সমস্ত এলাকায় দামোদরের জল ঢুকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই সমস্ত এলাকায় প্রশাসনিক আধিকারিকরা গিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখে তার একটা তালিকা তৈরি করে সেই তালিকা অনুযায়ী দ্রুত সকলকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে। এদিন তিনি বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ডিভিসির বিরুদ্ধে একরাশ খুব উপড়ে দেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার বৈঠক শেষে তিনি সড়কপথে দুর্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এদিন তিনি দুর্গাপুর ব্যারেজ পরিদর্শন করার পাশাপাশি দুর্গাপুর ব্যারেজ সংলগ্ন সীতারামপুর মানা এলাকায় এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে দুর্গাপুরের যুব আবাসে তাদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এরপর তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, বানভাসি এলাকায় মৃত্যু হলে কোনও খোঁজ রাখেনা কেন্দ্র। শুধু ভোটের সময় ভোট চাইতে আসে তারা। এই রাজনীতি মানুষ বুঝতে পাড়ে। সোমবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে এসে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজ্যের প্রতি বঞ্চনার কারণে ক্ষোভ উগড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি তিনি বলেন, বাংলার মানুষকে জলে ডুবিয়ে ডিভিসিকে বেসরকারিকরণ করে দেওয়ার একটা চেষ্টা চালানো হচ্ছে। বর্ধমানের পাশাপাশি দুর্গাপুরেও তিনি বলেন, প্রশাসনিক দল সার্ভে করতে যাবে এবং চিন্তা করার কিছু নেই। ১১ লক্ষ মানুষকে পাকা বাড়ি দেবে সরকার। যাদের তালিকায় নাম নেই তারাও পাকা বাড়ি পাবে। তাই কারোর চিন্তা করার দরকার নেই। বন্যা পরিস্থিতি আবারও জোরালো হতে পারে এমনটাই আশঙ্কা করছেন তিনি। তাই প্রশাসনিক আধিকারিকদের তিনি নির্দেশ দেন, বানভাসি মানুষদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে যাতে ত্রাণ শিবিরে আনা যায়। যে সমস্ত এলাকায় রাস্তাঘাট বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই সমস্ত এলাকায় রাঙ্খ স্তা-সহ পানীয় জল সবকিছুই দ্রুত ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে এদিন তিনি ডিভিসির বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উপড়ে দিয়ে বলেন, দামোদরের ড্রেসিং-এর কাজ না হওয়ার ফলে সমস্যা বাড়ছে। তিনি বাঁকুড়া এবং দুর্গাপুরের প্রশাসনিক আধিকারিক-সহ বিধায়ক সাংসদ মন্ত্রীদের নির্দেশ দেন বানভাসি এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে রাস্তাঘাটের নির্মাণ এবং পানীয় জল-সহ ত্রাণের কাজ যাতে দ্রুততার সাথে হয় সেই নির্দেশ দেন।। এরপর তিনি সেখান থেকে দুর্গাপুর সার্কিট হাউসের দিকে পৌঁছন। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার তিনি সড়কপথে বীরভূমে যাবেন এবং সেখানে তার একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরাও পাবেন শস্যবিমার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত বাংলার একাধিক জেলা। ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ফসলের। স্বাভাবিকভাবেই মাথায় হাত কৃষকদের। এই পরিস্থিতিতে সোমবার পূর্ব বর্ধমানের বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শনের পর ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম-সহ বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত সব জেলার কৃষকরা শস্যবিমার টাকা পাবেন। যাদের মাটির বাড়ি ধসে গিয়েছে, সেগুলো সার্ভে করে পদক্ষেপ করা হবে বলে জানালেন মমতা। বন্যা পরিস্থিতিতে সরকারি আধিকারিকদের সক্রিয়ভাবে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সোমবার পূর্ব বর্ধমানের বন্যা কবলিত এলাকায় যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এলাকা পরিদর্শনের পাশাপাশি কথা বলেন এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে। এর পরই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা শস্যবিমার টাকা পাবেন। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'অনেকগুলো জেলার একাধিক এলাকা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত। প্রচুর ফসল নষ্ট হয়েছে। যত বিঘা জমির ফসল নষ্ট হয়েছে সেই অনুযায়ী শস্যবিমার টাকা পাবেন সমস্ত কৃষকরা।'

কেষ্ট গড়ে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রায় দু-বছর পরে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে বীরভূমে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ,আর দু'বছর ন'দিন জেলবন্দি থাকার পর অবশেষে মুক্তি পেয়েছেন অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্ট । বীরভূমের 'বাঘ' আজ ফিরতে পারেন তাঁর ঘরে, আর বোলপুরে এদিনই উপস্থিত থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। বিগত দিনগুলিতে দেখা গিয়েছে অনুব্রত মণ্ডলকে পাশে বসিয়েই প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুই বছর ধরে তিহাড়ে জেলবন্দি ছিলেন কেষ্ট। তাই মমতাও প্রশাসনিক বৈঠকে হাজির হননি এমনটাই সূত্রের খবর। অবশেষে দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশে জামিনে মুক্ত হয়েছেন কেষ্ট আর মঙ্গলবারই প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেবেন মমতা। যদিও সেই বৈঠকে আদৌ অনুব্রত মণ্ডল উপস্থিত থাকবেন কিনা সেই নিয়ে রাজনৈতিক মহলে এবং দলীয় স্তরে কানাঘুষা চলছে।

-বিস্তারিত জেলার পাতায়

আরও ১৪ দিনের জেল হেপাজত সন্দীপদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ-সহ চার জনের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। আগামী ৭ অক্টোবর পর্যন্ত জেলেই থাকবেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের আরও দাবি, মোবাইল, ল্যাপটপ, হার্ড ডিস্ক, মেমরি কার্ড-সহ অন্তত ১৮টি ডিজিটাল ডিভাইসের 'ক্লোনিং' করা হয়েছে। সেগুলি খতিয়ে দেখছে সিবিআই। ওই যন্ত্রগুলিতে থাকা নথি থেকে তদন্তে সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে বলেও মনে করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল।

সোমবার সন্দীপ-সহ আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ধৃত চার জনের শুনানি হয় আলিপুরে সিবিআই বিশেষ আদালতে। সেখানেই চার জনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক সুজিতকুমার ঝা। আদালতে সিবিআইয়ের দাবি ছিল, আরজি করে দুর্নীতিতে অভিযুক্তেরা 'অত্যন্ত প্রভাবশালী'। ফলে তাঁরা অন্য সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন। সিবিআইয়ের এই যুক্তি শুনেই শেষমেশ অভিযুক্তদের আগামী ৭ অক্টোবর পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারক। সন্দীপ ছাড়াও জেল হেপাজত হল সুমন হাজরা, বিপ্লব সিংহ এবং সন্দীপের নিরাপত্তারক্ষী আফসর আলির।

প্রসঙ্গত, আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় গত ১৯ অগস্ট গ্রেপ্তার হন প্রাক্তন অধ্যক্ষ। এ ছাড়াও গ্রেপ্তার হন আফসর, বিপ্লব এবং সুমন। আর্থিক দুর্নীতিতে সন্দীপের পাশাপাশি নাম জড়িয়েছিল তাঁদেরও। অভিযোগ ছিল, সন্দীপ ধৃত তিন জনকে বেআইনিভাবে হাসপাতালে নানা সুবিধা পাইয়ে দিয়েছিলেন। এর পর গত ১৪ সেপ্টেম্বর চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের মামলাতেও গ্রেপ্তার হন সন্দীপ। ইতিমধ্যেই মক্কেলের জামিনের আবেদন করেছেন বিপ্লবের আইনজীবী। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর সেই মামলার শুনানি রয়েছে।

ফেলা দেওয়া স্যালাইনের বোতল ও সিরিঞ্জের ব্যবহার!

আরজি কর-নির্যাতিতা ধর্ষণ ও খুনে নতুন তথ্য সিবিআইয়ের হাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: একবার ব্যবহার হয়ে যাওয়ার পর ইঞ্জেকশনের সেই সিরিঞ্জ ও স্যালাইনের বোতল বেআইনিভাবে ফের চলে আসছে হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে। অবাধে ব্যবহৃত হচ্ছে রোগী পরিষেবায়! আর নতুন সিরিঞ্জ, স্যালাইনের বোতল কেনার টাকা হস্তগত করছেন সন্দীপ ঘোষ। ডিউটি করতে গিয়ে এই তথ্য জানার পর প্রতিবাদ করেছিলেন আরজি কর হাসপাতালে নির্যাতিতা। আর তার জেরেই তিনি টার্গেট হয়ে পড়েন সন্দীপ ঘোষ ও তাঁর চক্রের সদস্যদের। তরুণী ওই চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুন তারই পরিণতি কিনা তা জানতে তদন্ত করছে সিবিআই।

ইতিমধ্যেই সন্দীপ ঘোষ ও তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠর মোবাইল ঘেঁটে কিছু অডিও ক্লিপের হদিশ পেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ওই ক্লিপগুলিতে তাদের কথোপকথনের কিছু প্রমাণও পেয়েছেন সিবিআই আধিকারিকরা। সেই সূত্রেই সিবিআই জেনেছে, সন্দীপ ঘোষকে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ মন্তব্য করছেন যে, 'মেয়েটা বড্ড বাড়াবাড়ি করছে।' এখন কিছু না করলেই নয়। যদিও সেই মেয়েটির পরিচয় সম্পর্কে অডিও ক্লিপে কিছু বলা হয়নি। তবে সিবিআই আধিকারিকরা অনেকটাই নিশ্চিত যে,সেই কারণেই তাঁর মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করেন সন্দীপ ঘোষ ও তাঁর ঘনিষ্ঠরা। চাঞ্চল্যকর এই তথ্যের নিরিখে নির্যাতিতা ঠিক কেমন ও কত হুমকির মুখে পড়েছিলেন, তা জানতে কয়েকজনকে জেরা করা হচ্ছে।

নির্মল ঘোষকে সাত ঘণ্টা জেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রায় সাত ঘণ্টা পর সোমবার সন্ধ্যায় সিজিও কমপ্লেক্সের সিবিআই দপ্তর থেকে বেরোলেন পানিহাটির তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ। সেখান থেকে বেরিয়ে আরজি কর-কাণ্ডে দোষীদের শাস্তির দাবি তুলে নির্মল জানান, এ রকম অপরাধ তিনি জীবনে প্রথম বার দেখছেন। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ধর্ষিতা ও নিহত চিকিৎসক-পড়ুয়া যে এলাকার বাসিন্দা ছিলেন, নির্মল সেখানকারই তৃণমূল বিধায়ক। সিবিআই সূত্রের দাবি, সোমবার তাঁকে কেন্দ্রীয়

তদন্তকারী সংস্থাই সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে পাঠিয়েছিল। যদিও নির্মলের দাবি, 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট' করে তিনি সিবিআই দপ্তরে এসেছিলেন। সোমবার সিবিআই দপ্তর থেকে বেরিয়ে তিনি বলেন, 'নির্যাতিতা আমার বিধানসভা এলাকার বাসিন্দা। নৈতিক দায়িত্ব থেকে ৯ অগস্ট দুপুর সাড়ে ৩টে নাগাদ আরজি কর হাসপাতালে গিয়েছিলাম।' তিনি বলেন, 'সে দিন সন্দীপের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তবে কোনও আলোচনা হয়নি।' তাঁর কথায়, 'আইন আইনের পথ ধরে চলবে। রাজ্য সরকার যে নতুন করে আইন তৈরি করেছে, তা বলবৎ হবেই। যাঁরা এই নারকীয় ঘটনা ঘটালেন, শাস্তি হবেই তাঁদের।'

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

এবার জামিন এনামুলেরও

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর: গোরু পাচার মামলায় এবার সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেলেন এনামুল হক। ইডির করা মামলায় সোমবার জামিন পেলেন মুর্শিদাবাদের এই ব্যবসায়ী। বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ ও বিচারপতি অরবিন্দ কুমারের বেঞ্চে জামিন পান তিনি। অর্থাৎ অনুব্রত মণ্ডল, সুকন্যা মণ্ডলের পর এবার তিহাড় থেকে বেরোবেন এনামুলও। দীর্ঘদিন জেলে থাকা সত্ত্বেও এখনও বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়নি, এই সওয়ালের ভিত্তিতেই এদিন জামিন পেলেন এনামুল। এনামুল হক গোরুপাচার মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত। তাঁর বাড়ি থেকে নগদ ৪৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছিল।

ইজরায়েলি বোমায় মৃত্যুপুরী লেবানন

নিহত শতাধিক, ধূলিস্যাৎ ৩০০ হেজবোল্লা ঘাঁটি

বেইরুট, ২৩ সেপ্টেম্বর: গাজার পাশাপাশি এবার হামলা পাল্টা হামলায় উত্তপ্ত লেবানন-ইজরায়েল। ইরানের মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন হেজবোল্লাকে টার্গেট করে লেবাননে ভয়ংকর আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। সোমবার অন্তত ৩০০টি ঘাঁটিতে আঘাত হেনেছে তেল আভিভ। মৃত্যু হয়েছে শতাধিক মানুষের। চুপ বসে নেই হেজবোল্লাও। পাল্টা আক্রমণে ইজরায়েলে ১০০টির উপর রকেট ছুড়েছে শিয়া জঙ্গি গোষ্ঠীটি। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে দুদিনের জন্য সমস্ত স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে লেবাননের প্রশাসন।

গাজায় হামাস নিধনে ইজরায়েলের অভিযানে উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য। এর মাঝে বিশ্বের উদ্বেগ বাড়িয়েছে লেবাননে হেজবোল্লার বিরুদ্ধে তেল আভিভের লড়াই। কয়েকদিন আগেই হেজবোল্লাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়ভ গ্যালান্ট জানিয়েছিলেন, 'যুদ্ধ নয়া মোড় নিয়েছে। হেজবোল্লাকে বড় মূল্য চোকাতে হবে।' এছাড়া সেদেশের সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হার্জি হালেভির হুঁশিয়ারি, 'আমাদের নাগরিকদের বাঁচাতে, যে কাউকে নিশানা করা হবে।' এর পরই সোমবার ভোরে হেজবোল্লার ঘাঁটি টার্গেট করে উত্তর ও দক্ষিণ লেবাননের ৩০০টি জায়াগায় আছড়ে পড়ে একের পর এক ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র। লেবাননের প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এই হামলায় অন্তত ১০০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এনিয়ে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস বিবৃতি দিয়ে জানায়, 'আজ ভোর সাড়ে ৬টা নাগাদ লেবাননে হেজবোল্লার ৩০০টি ঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়েছে।'

এই পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তেনিও গুতেরেস। আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বলেছেন, 'আর একটি গাজা হওয়ার পথে এগোচ্ছে লেবানন।' একদিকে, হামাস নিধনে গাজায় হত্যাযজ্ঞ জারি রেখেছে ইজরায়েল। এবার হেজবোল্লাকে খতম করতে তাদের রক্তচক্ষুর নজরে পড়েছে লেবাননও।

পিছল আরজি কর মামলার সুপ্রিম-শুনানি

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর: সুপ্রিম কোর্টে পিছিয়ে গেল আরজি কর মামলার শুনানি। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাজ্যের আইনজীবীর আবেদনের ভিত্তিতে সমস্ত পক্ষের মতামত নিয়ে তা পিছোতে রাজি শীর্ষ আদালত। ২৭ তারিখের বদলে ১ অক্টোবর, মঙ্গলবার হবে আরজি কর মামলার শুনানি। ওই দিন ফের সিবিআইয়ের স্টেটাস রিপোর্ট পেশ করতে হবে। এছাড়া হাসপাতালের নিরাপত্তায় রাজ্য আর কী কী করল, তাও জানাতে হবে।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর শীর্ষ আদালতে শেষবারের মতো আর জি করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুন সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়। সেদিন অবশ্য পরবর্তী শুনানির দিন জানায়নি প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। পরে জানানো হয়, ২৭ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার ফের শুনানি হবে এই মামলার। কিন্তু রাজ্যের তরফে আইনজীবী আস্থা শর্মা আবেদন জানিয়েছিলেন, ২৭ তারিখের বদলে শুনানি হোক ১ অক্টোবর। তাতে প্রধান বিচারপতির বক্তব্য ছিল, শুনানি পিছনোর ব্যাপারে সবপক্ষের মতামত জানা জরুরি। এখনই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

বুধবার উচ্চ প্রাথমিকের প্যানেল প্রকাশ করবে এসএসসি

শুরু করতে হবে নিয়োগও, দাবি চাকরিপ্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: উচ্চ প্রাথমিকের ২০১৬ সালের মেধাতালিকা প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি দিল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। সোমবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, আগামী বুধবার, ২৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করা হবে মেধাতালিকা। ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখা হবে অস্থায়ী শিক্ষকের জন্য। বাকি পদে নিয়োগের মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে। যদিও চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, শুধু মেধাতালিকা প্রকাশ করলে হবে না, নিয়োগ প্রক্রিয়াও শীঘ্র শুরু করতে হবে।

কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ গত ২৮ অগস্ট এসএসসিকে জানিয়েছিল, এক মাসের মধ্যে ১৪ হাজারের বেশি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য নতুন করে মেধাতালিকা প্রকাশ করতে হবে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু তখন জানিয়েছিলেন, পুজোর আগেই নিয়োগ শুরু করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সোমবার মেধাতালিকা প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি জারি করে এসএসসি। সেই আবহে সোমবার সকালে সল্টলেকের আচার্য ভবন ঘেরাও করেন চাকরিপ্রার্থীরা। যদিও প্রার্থীরা অনড়। তাঁদের দাবি, নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে দ্রুত।

২০১৫ সাল থেকে উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়া ঝুলে রয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশে বার বার এই নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে গিয়েছে। ২০২০ সালে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি বাতিল করে দিয়েছিল উচ্চ আদালত। তার পর ২০২৩ সালে প্যানেল প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছিল হাইকোর্ট। তখন ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছিল, প্যানেল প্রকাশ করা যেতে পারে, তবে কাউকে নিয়োগের সুপারিশ করতে পারবে না এসএসসি। এর পরে মামলাটি যায় নতুন ডিভিশন বেঞ্চে। গত ১৮ জুলাই বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে এই সংক্রান্ত শুনানি শেষ হয়। ২৮ অগস্ট রায় ঘোষণা করা হয়।

আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষে এক অভিনব প্রয়াস

একদিন

আগমনী

একমাস ব্যাপী বিশেষ আয়োজন

আগামী ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সেজে উঠবে দুর্গাপুজোর আঙ্গিকে রচিত কবিতা, ছোট গল্প, খাওয়া-দাওয়া, ফ্যাশন-সহ বিভিন্ন রচনায়।

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।

শীর্ষকে অবশ্যই "পুজোর লেখা" কথাটি উল্লেখ করবেন।

আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৯/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩১১০ নং এফিডেভিট বলে Sk Nasiruddin S/o. Daud Rahaman Sk ও Sekh Nasiruddin S/o. Sekh D. সাং কাঁকড়াকুলি, ধনিয়াখালী, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩২০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Biswajit Pal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nakul Pal ও N. Ch. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Kashinath Kabiraj S/o. Kartick Kabiraj ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্র Soumalya Kabiraj ও Soumalya Kaviraj সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে Abir Nath S/o. Gour Gopal Nath ও Abir Nath S/o. G. G. Nath সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৯/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০২৬২ নং এফিডেভিট বলে Tapas Kumar De S/o. Sankar Chandra De ও Tapas Kr De S/o. S De সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৮/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ১১৩৩ নং এফিডেভিট বলে Manasi Ghosh Sinha ও Manasi Sinha W/o. Dipankar Sinha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Asha Devi Yadav W/o. Jitu Yadav ভুলবশত আমার স্বামীর ই-এস-আই নম্বর (4108244779) কার্ডে আমার নাম Asha Devi Yadav এর পরিবর্তে Goura Devi লেখা আছে। গত ১৩/০৯/২০২৪ তারিখে L.D. জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 1st Class শ্রীরামপুর কোর্ট থেকে এফিডেভিট (নম্বর ৯৯৫৬) বলে প্রমান করিতেছি যে Asha Devi Yadav ও Goura Devi দুজনেই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা শ্রীমতি মায়া বিশ্বাস (ব্রহ্ম), স্বামী শ্রী দিলীপেশ্বর বিশ্বাস, শ্রী অসিত ব্রহ্ম, পিতা ˚জীতেন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্ম উভয়ের সাং নিউটাউন দুর্গাবাড়ী রোড, পোঃ ও থানা এবং জেলা আলিপুরদুয়ার বিগত ১৬.০৩. ২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর অলিপুরদুয়ার অফিসের ১ নং বহির ২০০২ নং সি.ডি. ভল্যুমের ১৮৫৮৭ নং পাতা হইতে ১৮৫৯৭ নং পাতায় নকলকৃত ১৩১২ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল বলে উক্ত দাতাদ্বয়ের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রী প্রশান্ত চৌধুরী, পিতা শ্রী প্রবীর চৌধুরী সাং শান্তিপুর, পোঃ- মদনপুর, থানা-কল্যাণী, জেলা-নদীয়া উক্ত আমমোক্তার বিগত ২০.০৩.২০২৩ তারিখে I-1414/2023 দলিল বলে ০৪ শতক আমমোক্তার প্রাপ্ত জমি বিক্রিত কয়া হয় কোবালা গ্রহিতা শ্রী তারাশঙ্কর দে, পিতা শ্রী অনন্ত দে সাং শান্তিপুর, পোঃ- মদনপুর, থানা-কল্যাণী, জেলা-নদীয়া মহাশয়কে। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কল্যাণী B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাইবেন। অন্যাথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৪ শে সেপ্টেম্বর। মঙ্গলবার, ৭ ই আশ্বিন। নবমী যুক্ত দশমী তিথি, জন্মে বৃষ রাশি, অষ্টোত্তরী রবি র বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : যা ভেবেছিলেন, সেই শুভ কাজটি হয়ে পড়বে। আত্মসন্তুষ্টি বৃদ্ধি হবে। প্রতিবেশী স্বজনের নিমন্ত্রন রক্ষা করার জন্যে, শুভদিন। যারা সমালোচনা করে এসেছে-তাদের কাছে আপনার এই জয় কাঁটা হয়ে বিধবে। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রেমে শুভ। মন্ত্রঃ শনিমন্ত্র।

বৃষ রাশি : সিদ্ধান্ত নিন, অতীব শুভযোগ। পরিবারের বাতাবরণ খুশীতে পূর্ণ হবে। উর্ধতন কর্মচারীর নির্দেশে সম্মানবৃদ্ধি যোগ। কিছু কেনা বেচার দ্বারা লাভবান হবেন। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা কাজ হাসিল হবে। লেখক-শিল্পী কলাকুশলীদের শুভ দিন। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা। কোনও ইলেকট্রিক্যাল বস্তু বাড়ীতে খারাপ হয়ে পড়বে। গ্যাসের আগুন থেকে সতর্কতা। সংসারে যে গুপ্ত শত্রু রয়েছে-আজ তার খুশীর দিন, কোনও ষড়যন্ত্র মন্ত্রঃ-দেবী দূর্গার প্রস্তচারিনি মন্ত্রঃ

কর্কট রাশি : বান্ধব দ্বারা, প্রতিবেশীর স্বজন দ্বারা, প্রেমিকদ্বারা কোনও শুভত্ব বৃদ্ধি। যানবাহন দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। পরিবারে দাম্পত্য সুখবৃদ্ধি। নৈরাশ্য সমস্যার সমাধান। মন্ত্রঃ শ্রী রামকৃষ্ণ মন্ত্র।

সিংহ রাশি : অর্থ প্রাপ্তির দুয়ার খুলছে। যারা হোটেল রেস্তোরা বাণিজ্যে করেন, অতীব শুভ সময়, চট জলদি সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন কিছু করুন, ভাল হবে। দাম্পত্যে শ্বশুর বাড়ির কোন সদস্যর দেওয়া সম্মান আজ পুনরায় আনন্দ বৃদ্ধি হবে। সন্তানের কর্মে শান্তি। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ সময়। বিদ্যাভাগ্য ও গবেষণাস্তরে শিক্ষা শুভ। মন্ত্রঃ আদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : দিনটি শুভ। ভ্রমণের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে সন্তানকে নিয়ে সামান্য দুঃশ্চিন্তা থাকলেও- তা ক্ষতিকর নয়। পিতা-পিতৃব্য সম্পর্ক থেকে লাভ প্রাপ্তি। টাকা আসছে গোপন করুন। সংকল্প বিশেষত কাছের মানুষের নিকটে। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

তুলা রাশি : রূঢ় বাক্য দ্বারা সম্পর্ক নষ্ট হবে। জানতে চান কি হয়েছিল? তারপর তর্কে যান ক্রোধ যদি সম্বরন না করতে পারেন তবে ক্ষতি। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা। বিদ্যার্থীদের অশুভ। প্রেমে কাঁটা। সতর্ক থাকা উচিত প্রতিবেশী সম্পর্কে। বিতর্ক বাড়তে পারে। মন্ত্রঃ দেবী গৌরী মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ডিভোর্স বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তবে তৃতীয় ব্যক্তির আচরনে ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। কৃষিজমি বিষয়ে, পুরাতন বাড়ীর বিষয়ে শুভত্ব বৃদ্ধি পাবে। পরিবারে যে নারী তার কল্পনা বিস্তার করছে-লাগাম দিন। মন্ত্রঃ শনিমন্ত্রঃ।

ধনু রাশি : আনন্দপ্রাপ্তি। ব্যবসায়ে বড় লাভের সম্ভাবনা। বিশেষতঃ যারা ইমারতি দ্রব্য সরবরাহ করেন তারা। আজ এক নতুন বিষয়ে দৃকপাত হবে। যার থেকে ভবিষ্যতে লাভ প্রাপ্তি নিশ্চয়। মন্ত্রঃ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ দিন। গ্রহ পরিস্থিতি হঠাৎ করে আর্থিক স্থিতি শুভ করবে। ব্যাবসায়িক বড় চুক্তি স্বাষরিত হবে, তা কথা হবে। সন্তানের কোন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : বাণিজ্যে অস্থিরতা সতর্ক থাকা উচিত, কোন অশুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। প্রতিবেশীর নাক গলানোতে বিবাদ-চরমে পৌঁছবে? সামান্য ব্যাপার অথচ আকার হবে বিরাট। কৃষিজমি বিষয়ে অস্থিরতা। সন্তানের সহযোগিতা না পাওয়া মনকষ্ট বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

মীন রাশি : বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। কথা দিয়ে সে কথা রাখছে। শত্রু রূপী বান্ধব আজ আপনার পাশে ঘুরঘুর করবে। কর্ম প্রার্থীদের কর্মের নতুন পথ। বিদ্যার্থীদের শুভ সকল প্রকার বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ দেব মহাদেব।

**(যোগিরাজ শ্যামা চরন লাহিড়ী মহাশয় র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।
প্রথম মহিলা শহীদ প্রীতি লতা ওয়াদেকরের শহীদ দিবস।)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আমমোক্তারনামা

ক্রেতা ঃ বিশ্বনাথ খোটেল, পিতা- ˚পশুপতি খোটেল, সাং-নবাসন, পোঃ- মুন্সিরহাট, পিন-৭১১৪১০, থানা- জগৎবল্লভপুর, জেলা-হাওড়া।

বিক্রেতা ঃ ১) শ্রী সব্যসাচী পাল, ২) কুমারী সঙ্গীতা পাল, উভয়ের পিতা- শ্রী স্বপন কুমার পাল (মাতা- ˚শিবানী পাল), সাং-৬৯বি পদ্মপুকুর রোড, থানা-ভবানীপুর, কোলকাতা-২০, জাতী ভারতীয় হিন্দু, পেশা-চাকুরী ও গৃহকার্য্য, অত্র বিক্রেতাদ্বয়ের পক্ষে আমমোক্তার (বুক নং-০৪, সিডি ভল্যুম নং-৩, দলিল নং ১৬০৫, তারিখ ইং ১০/ ১১/ ২০০৯, হাওড়া সদর সাব রেজিষ্ট্রী অফিস) ও স্বয়ং ৩) শ্রীমতি আরতী ঘোষ, স্বামী- ˚রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, সাং-নবাসন, পোষ্ট- মুন্সিরহাট, থানা-জগৎবল্লভপুর, কস্য ওয়ারীশন সূত্রে প্রাপ্ত ও রায়ত দখলী স্বত্ব সম্পত্তি যাহার দলিল নং. 1273/2010-30/APR/2010 তারিখে বিশ্বনাথ খোটেলকে বিক্রয় করেন। মৌজা-নবাসন, জে.এল. নং-১৯, এল.আর. খতিয়ান নং-২৬২। যাহা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ নামীত এল.আর. দাগ নং-৩৬১, ৫০০০ অংশে ২৫.৫০ শতক বিক্রিত। যদি কোন ব্যক্তির কোনরূপ আপত্তি থাকে তাহলে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ (এক) মাসের মধ্যে উপযুক্ত প্রমানের সহিত জগৎবল্লভপুর মুন্সীরহাট বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কাজ হইবে।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১) শ্রী চন্দ্র শেখর সরকার, পিতা স্বর্গীয় বিভূতি ভূষন সরকার, **২) শ্রীমত্যা হিমানী সরকার,** স্বামী স্বর্গীয় অরবিন্দু শেখর সরকার ওরফে অরবিন্দু সরকার, উভয়ের সাং বেজপাড়া, পোঃ মহানাদ, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৯, **৩) শ্রীমতী কাকলী নাগ,** স্বামী শ্রী বিশ্বনাথ নাগ, সাকিম ও পোঃ আকনা, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮, **৪) শ্রীমতী ঝুমুর সেন,** স্বামী শ্রী দিব্যেন্দু সেন, সাকিম ধর্মতলা লেন, পোঃ শিবপুর, থানা শিবপুর, জেলা হাওড়া, পিন ৭১১১০২ **৫) শ্রীমতী নূপুর বসু মল্লিক,** স্বামী শ্রী আশীষ বসু মল্লিক, সাকিম ৬/৩ কৈপুকুর লেন, পোঃ শিবপুর, থানা শিবপুর, জেলা হাওড়া, পিন ৭১১১০২ মহাশয়গণ বিগত ইংরাজী ১৩/০৮/২০২১ তারিখে হুগলী ডি.এস.আর.-২ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I- ৪৪৯৬ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী কেশব দত্ত,** পিতা গিরিধারি দত্ত, সাকিম শীতলা, পোঃ মহানাদ, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার হিসাবে নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল বিগত ইংরাজী ০২/০৬/২০২৩ তারিখে হুগলী এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-৪৯৯৪/২০২৩ নং দলিল মূলে **শ্রী উৎপল মন্ডল,** পিতা শিশির কুমার মন্ডল মহাশয়কে নিম্ন তপশীল বর্ণিত ৩২ শতক সম্পত্তি কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করেন।

তপশীল সম্পত্তি : জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা হাড়মালা, জে. এল নং ১০, হাল এল.আর. ৫,১৩,৬৩/১,২২৫/১,২৩৭/৩ নং খতিয়ানে, সাবেক ও হাল **৭২৬** নং দাগে শালি জমি ৩২ শতক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী উৎপল মন্ডল,** পিতা শিশির কুমার মন্ডল উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. পোলবা দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা হুগলী মোকাম চন্দননগরস্থিত মহামান্য সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশন, প্রথম আদালত
টাইটেল স্যুট নং ১৭৭/২০২০
বাদী- শ্রী দেবকান্তি পাল দীং
বিবাদী -'সন্তান সঙ্ঘ' এবং দীং

জেলা হুগলী, থানা ও পোষ্ট অফিস চন্দননগর এর এক্তিয়ারভুক্ত চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ২ নং ওয়ার্ডভুক্ত বিবিরহাট মহল্লাস্থিত সকল খেলাধূলা মনস্ক ব্যক্তিগণকে এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে আপনাদের অনিবন্ধিত সংস্থা **'সন্তান সঙ্ঘ'** যাহার সাকিম চরকতলা, বিবিরহাট, পোষ্ট ও থানা চন্দননগর, জেলা - হুগলী, পিন ৭১২১৩৬ এর বিরুদ্ধে জেলা হুগলী থানা চন্দননগর ১ নং জে. এল. ভুক্ত চন্দননগর মৌজাস্থিত ৩ নং সীটের আর. এস. ৩২০ নং খতিয়ানের আর. এস. ৫৫২ নং দাগের ১৲ ষোল আনায় ২.৫৭১ একরের মধ্যে ০.৪৫ একর পরিমাণ যাহা এল. আর. ৭৪৫ নং দাগে ১৲ ষোল আনা খেলার মাঠ রূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং যাহা চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১ নং (সাবেক) ২ নং (বর্তমান) ওয়ার্ডভুক্ত বিবিরহাট মহল্লায় ৩২ নং (সাবেক) ৪৩ নং (বর্তমান) হোল্ডিংভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে, উহার বিষয়ে মালিকিস্বত্ত্ব ও অনুমতি দখলদার উচ্ছেদান্তে খাস দখলের দাবী করিয়া বাদী **(১) শ্রী দেবকান্তি পাল,** পিতা- মৃত রঞ্জিত পাল **(২) শ্রীমতী রেশমি কুন্ডু,** স্বামী - কাজল কুন্ডু, **(৩) শ্রীমতী মৌসুমী চক্রবর্ত্তী,** স্বামী বিমল চক্রবর্ত্তী, (৪) **(ক) শ্রীমতি চিত্রা পাল,** স্বামী – মৃত অলোক কুমার পাল, **(খ) শ্রী বিভাষ পাল,** পিতা - মৃত অলোক কুমার পাল, **(গ) শ্রীমতি মিতালী দে,** স্বামী - শ্রী অভিজিৎ দে ; **(ঘ) শ্রীমতি মধুছন্দা পাল,** স্বামী - অভিজিৎ পাল ; (গ) এবং (ঘ) উভয়ের পিতা স্বর্গীয় অলোক কুমার পাল ; **(৫) শ্রী অশোক কুমার পাল, (৬) শ্রী গোলোক বিহারী পাল, (৭) শ্রী ত্রিলোক পাল, (৮) শ্রী অনিল পাল, (৯) শ্রীমতী বনানী কুন্ডু,** স্বামী - মৃত রামেশ্বর কুন্ডু ; ৫ নং হইতে ৯ নং সকলের পিতা মৃত মণিময় পাল ; **(১০) শ্রী উজ্জ্বল কুন্ডু, (১১) শ্রী নির্মাল্য কুন্ডু** ১০ নং ও ১১ নং এর পিতা - চিত্তরঞ্জন কুন্ডু ; **(১২) শ্রীমতী সোনালী শেঠ,** স্বামী - শ্রী নিমাই চন্দ্র শেঠ, পিতা মৃত মণিময় পাল ৯ ও ১২ এর পিতা উভয়ের পিতা মৃত মণিময় পাল ; **(১৩) শ্রী পার্থ সারথী পাল, (১৪) শ্রী সব্যসাচী পাল,** ১৩ নং ও ১৪ নং এর পিতা মৃত শান্তিময় পাল, **(১৫) শ্রী অপূর্ব পাল,** পিতা মৃত জ্যোতিময় পাল । ১ নং ও ৩ নং এর সাকিম বি, ১৩৬ জি এফ কালকাজী নিউ দিল্লী ১১০০১৯ ; ২ নং এর সাকিম জে ৭ ক্লাষ্টার VIII, পূর্বাচল, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৫৩ । ৪ (ক) ও (খ) নং এর সাকিম বক্সিগলি, যদুনাথ পালিত রোড, পোষ্ট ও থানা চন্দননগর, জেলা - হুগলী, পিন ৭১২১৩৬ । ৪ (গ) এর সাকিম ১/এ ডঃ পি. এন. মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট, পোঃ - চাতরা, থানা – শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী, ৭১২২০৪। ৪ (ঘ) নং এর সাকিম ১৬ তারক দাস পাল সরনী, পোঃ - বাঁশবেড়িয়া, থানা - মগরা, জেলা হুগলী, পিন - ৭১২৫০২ । ৫ নং ও ৯ নং এর সাকিম পাল পাড়া (পশ্চিম), পোষ্ট ও থানা চন্দননগর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১৩৬ । ৬ নং, ৭ নং, ৮ নং ও ১৩ নং -এর সাকিম বক্সি বেড় যদুনাথ পালিত রাস্তা, পোষ্ট ও থানা চন্দননগর, জেলা - হুগলী পিন ৭১২১৩৬। ১০ নং ও ১১ নং এর সাকিম ১ নং কানাই দেওয়ান তলা রোড, বৈদ্যবাটী (এম), পোঃ শেওড়াফুলি, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী, পিন- ৭১২২২৩ । ১২ নং এর সাকিম আর্শিবাদ, মানকুন্ডু স্টেশন রোড, পিরতলা, পোষ্ট ও থানা চন্দননগর, জেলা - হুগলী, পিন ৭১২১৩৬ । ১৪ নং এর সাকিম বিবিরহাট, পোষ্ট ও থানা চন্দননগর, জেলা - হুগলী, পিন ৭১২১৩৬ । ১৫ নং এর সাকিম বক্সি বেড়, যদুনাথ পালিত রোড, পোষ্ট ও থানা চন্দননগর, জেলা - হুগলী, পিন ৭১২১৩৬ । উক্ত ১ নং হইতে ১৫ নং সকলে উপোরোক্ত মোকর্দ্দমা 'আনয়ন করিয়াছেন । উক্ত মোকর্দ্দমার বিচার্য্য বিষয় সম্পর্কে আপনার কোনোরূপ বক্তব্য থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনি নিজে বা আপনার তরফে ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে মোকর্দ্দমায় হাজির হইয়া আপনার বক্তব্য জানাইবেন অন্যথায় বিষয়টি আপনার বিরুদ্ধে একতরফা শুনানি হইবে ।

বাদীর তরফের উকিলবাবু
শ্রী শুভাশিষ চন্দ

আদালতের নির্দেশানুসারে
সৌমেন ঘোষল (সেরেস্তাদার)
চন্দননগর মহকুমা আদালত

০৪.০৯.২০২৪

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সাং-৩৪৪, হাসনপুর (মাদুরদহ), থানা-ভূতপূর্ব তিলজলা অধুনা আনন্দপুর, কলিকাতা-৭০০১০৭ নিবাসী শ্রী ভোলা পাইক, পিতা-স্বর্গীয় বিমল পাইক, বিগত ইংরাজী ১৩/১০/২০১৯ তারিখে সোনারপুর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২০১৯ সালের ০৬৩৭ নম্বর আমমোক্তারনামা মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার হিসাবে মৌজা-হোগল কুড়িয়া, জে.এল. নং-৬৭, অন্তর্গত এল. আর.-১৭৭২, ১৭৭৩ নং খতিয়ান ভুক্ত, আর. এস. ও এল. আর.-১৫৮ নং দাগের ০.১৬ শতক জমি আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিষ্ট্রী-৪ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২০২২ সালের ০১৩২৯ নম্বর কোবালা মূলে **"Yoshi Realty Private Limited"** কে বিক্রয় করেন, যাহা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর, সোনারপুর অফিসে **MN/2024/1615/23991** মূলে শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তির বিজ্ঞপ্তি জারি হইল।

Sd/-
Asgar Ali Mallick
Advocate
Alipore Judges'& Police Court
Enrollment No. -WB-490/2010

TENDER NOTICE

Tender is invited within 14 days from the date of advertisement from registered contractors for the complete construction including finishing work of our (G+4 storied) HIG residential building (8 no. of Flats) at Plot. no. AA-IIB/ 3409, Prem. no. 128-0568, New Town, Kolkata, alongwith standard specification of material work for Gananik Co-operative Housing Society Ltd. to our email id:
debasispahari @gmail.com, M: 9433403105

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

পানীয় জলের পাইপ বসানোয় পঞ্চায়েত দপ্তরের আগাম অনুমতি বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জলের পাইপ বসানো বা অন্য কোনও কাজের জন্য পঞ্চায়েত দফতরের আগাম অনুমতি নিতে হবে। এই মর্মে দফতরের তরফে এক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরকে, পঞ্চায়েত দফতরকে জানিয়ে তবেই এই ধরণের কাজে হাত দিতে হবে বলে ওই নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, পানীয় জলের লাইন বসানোর অন্তত দু'সপ্তাহ আগে রাস্তা নির্মাণকারী সংস্থাকে সে সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। এরপর পঞ্চায়েত এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের থেকে সংশ্লিষ্ট রাস্তা পরিদর্শন করা হবে। কিভাবে কাজ শেষ করে রাস্তার পুনর্নির্মাণ করা হবে সে ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পানীয় জলের পাইপ বসানোর কাজ শেষ হলে, দ্রুততার সঙ্গে রাস্তা মেরামত করে চলাচলের উপযোগী করে তোলা বাধ্যতামূলক।

স্থায়ী এবং অস্থায়ীভাবে মেরামতির কাজ করার জন্য সময় বেঁধে দিয়ে ওই কাজ সম্পন্ন করতে হবে বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের কাজ নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করেছিলেন। বহু গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জলের পাইপলাইন বসানোর সময় রাস্তা খোঁড়াখুড়ি করা হলেও, পরে তা সারাই করে দেওয়া হয় না বলে জানান তিনি। এবার থেকে এরকম অভিযোগ পেলে ওই প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। এরপরেই জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর ও পঞ্চায়েত দফতর যৌথ নির্দেশিকা তৈরি করেছে। তা মেনেই রাস্তা কাটা ও তারপর মেরামতির কাজ করতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলার প্রশাসনকে ইতিমধ্যে বিষয়টি জানিয়ে চিঠিও পাঠানো হয়েছে। পঞ্চায়েত দফতরের একটি সূত্র জানাচ্ছে, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের কাজ নিয়ে পঞ্চায়েত দফতরে অভিযোগও জমা পড়েছিল। কিন্তু প্রশাসনিক কারণে পদক্ষেপ করা যাচ্ছিল না। নবান্নের পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে উষ্মাপ্রকাশ করতেই পদক্ষেপ নিয়েছে পঞ্চায়েত দফতর।

'মোদির দল করি বলে ত্রাণ পাইনি', খোলা আকাশের নিচে দিনযাপন

রাজীব মুখোপাধ্যায় ● হাওড়া

বন্যার জলে ডুবেছে মাটির ঘর। এক গলা সমান জল দাঁড়িয়ে মাটির বাড়িতে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাতে পাকা বাড়িও পাননি। তাই বন্যার থেকে প্রাণ বাঁচাতে অগত্যা এখন খোলা আকাশের নিচে বাঁধই শেষ ভরসা। এমনই পরিস্থিতি আমতা ২ নম্বর ব্লকের দুর্গত মানুষজনের। বন্যা পরিস্থিতির জন্য গবাদি পশুদের সঙ্গেই একপ্রকার বাস করতে হচ্ছে বন্যা পীড়িত মানুষদেরকে। মাথা গোঁজার কোনও ঠাঁই জোটেনি বলে নদী বাঁধই এখন শেষ ভরসা আশ্রয় নেওয়ার। তাই বাঁধের উপরেই অস্থায়ী প্লাস্টিক দিয়ে ঘর বানিয়ে আছে গ্রামীণ হাওড়ার আমতা-২ নম্বর ব্লকের বানভাসি দুর্গত মানুষজনেরা। ঘরবাড়ি ছেড়ে উঁচু বাঁধের উপর ত্রিপলের তাঁবুতে আশ্রয় নিতে হয়েছে এলাকার মানুষকে। অবস্থা কবে ঠিক হবে তার উত্তর জানা নেই কারও।

এই পরিস্থিতিতেও রাজনৈতিক রং দেখে ত্রাণ বিলির অভিযোগ উঠল বন্যার্তদের গলাতে। শাসক দল না করে বিজেপি করার জন্য ত্রাণ-খাবার কিছুই মেলে নি। বাঁধে আশ্রিতা জ্যোৎস্না কর অভিযোগ করে বলেন, 'আগে তৃণমূল করতাম তখনও কিছু পাই নি। পরে ছেড়ে দিয়ে পরিস্থিতি দেখে মোদি জিতলে যদি কিছু দেয়, সেই আশাতে বিজেপি করছি। আর বিজেপি করার জন্য আমাদের ত্রিপল, খাবার কিছুই দেয় নি। আজকে একটা ত্রিপল পাওয়ার আশ্বাস পেয়েছি, না দিলে কিছুই করার নেই। বাড়িতে এক গলা জল। মাটির বাড়ি, তাই না শুকলে এক মাসের আগে ঢোকা যাবে না।'

একই অভিযোগ অপর এক বন্যার্ত গ্রামবাসী অনুপবাবু বলেন, 'বাড়িতে এক মানুষ জল জমে। প্রাণ বাঁচাতে ভাইয়ের পাকা বাড়ির ছাদে আশ্রয় নিয়েছি। খাবার কিছু পাইনি, শুধু একটা ত্রিপল দেওয়া হয়েছে। বিধায়ক এই নদী বাঁধ এলাকাতে এসেছিলেন, তাই আশায় এসেছি যদি খাবার পাওয়া যায়। তৃণমূল না করে বিজেপি করার জন্য কোনও সুযোগ সুবিধা পাইনি। একটু জল নামলে তারপর বাড়িতে ঢুকবো।'

কয়েকদিনের টানা বৃষ্টি তার উপরে ডিভিসি জল ছাড়ায় ভাসছে গতকাল রাত থেকে উদয়নারায়ণপুর ও আমতা-২ নম্বর ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা, যার মধ্যে আমতা-২ নম্বর ব্লকের ভাটোরা গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকার অবস্থা সবচেয়ে ভয়াবহ। সোমবারে এলাকা থেকে জল কিছুটা কমলেও এখনও পরিস্থিতি ভয়াবহ উত্তর ভাটোরার গায়েন পাড়া এলাকা। একতলা বাড়ি পুরো জলের তলায়। কাঁচা বাড়িগুলির অবস্থা আরও ভয়ানক হয়ে রয়েছে। তাই প্রাণ বাঁচাতে ঘরবাড়ি ছেড়ে উঁচু বাঁধের উপর ত্রিপলের তাঁবুতে কোনওরকমে দিন কাটছে ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে। অঞ্চল থেকে সামান্য ত্রিপলের সাহায্য মিললেও সরকারি সাহায্য ঠিকভাবে মিলছে না বলে অভিযোগ দুর্গত মানুষদের। আর তারই মধ্যে ত্রাণ নিয়েও রাজনীতি চলছে বলেই অভিযোগ বন্যার্তদের। অগত্যা নিজের প্রাণ বাঁচানোর দাগিদে তাই নদী বাঁধের উপর সারি সারি ত্রিপলের তাঁবু খাটিয়ে তার তলায় গবাদি পশুকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে মানুষকেও। কবে এলাকা ও বাড়ি থেকে জল নামবে জানা নেই কারোর দুর্গতদের উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে। আর এই পরিস্থিতিতেও বঞ্চনার অভিযোগ উঠল দুর্গত মানুষদের থেকেই।

ধানের সহায়ক মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার ধানের সহায়ক মূল্য বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত মরশুমে রাজ্য সরকার কৃষকদের কাছ থেকে কুইন্ট্যাল পিছু ২১৮৩ টাকা দাম দিয়েছিল এবার তা ১১৭টাকা বাড়িয়ে ২৩০০ টাকা করা হয়েছে। ধান চাষিদের সুবিধার জন্য প্রতিটি জেলাতেই ক্রয়কেন্দ্র বাড়ানো হচ্ছে। এছাড়া প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ধান সংগ্রহ করার জন্য মোবাইল ভ্যানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রামে গিয়ে চাষিদের থেকে খাদ্য দফতর সরাসরি ধান কিনবে। আগামী মরশুমে ধান কেনার জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আরও সক্রিয়ভাবে নামানো হচ্ছে। এছাড়া বেনফেড, নাফেড, কনফেড-এর মতো সংস্থাগুলিও ধান কিনবে। ধান ভেঙে চাল করার জন্য রাইসমিলগুলির কাছ থেকেও আবেদনপত্র নেওয়া হচ্ছে। অনলাইনে আবেদন করতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, আগে খোলা বাজারে ধানের দাম বেশি থাকত। চাষিরা ক্রয়কেন্দ্রে না গিয়ে ফঁড়েদের ধান বিক্রি করত। অধিকাংশ জেলা ধান কেনার টার্গেট পূরণ করতে পারত না। কিন্তু, গত বছরও ধানের দাম সরকার বেশি দেওয়ায় অধিকাংশ জেলা ধান কেনার টার্গেট ছুঁয়ে ফেলেছে। ধান কেনার ক্ষেত্রে পূর্ব বর্ধমান জেলা এক নম্বরে রয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে হুগলি রয়েছে। সামনের মরশুমে প্রতিটি জেলাতেই ধান কেনার টার্গেট বাড়ানো হয়েছে। অনেক সময় ফঁড়েরা অন্যের নথি দিয়ে ক্রয়কেন্দ্রে ধান বিক্রি করে। তারা সেটা যাতে করতে না পারে তার জন্য বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা চালু করেছে রাজ্য সরকার। নাম নথিভুক্ত হওয়ার পর চাষিদের আঙুলের ছাপ দিতে হবে। তবে এবার থেকে বর্গাদাররাও ক্রয়কেন্দ্রে ধান বিক্রি করতে পারবেন। তবে তাঁদের জমি সংক্রান্ত স্ব-ঘোষণাপত্র দিতে হবে।

সরকার ধানের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় খুশি চাষিরা। কৃষিক্ষেত্রে সব জিনিসের দাম বেড়ে গিয়েছে। সারের দাম আকাশ ছোঁয়া। এবছর অনেক জমিতে দু'বার ধান রোপন করতে হয়েছে। ধানের দাম না বাড়ানো হলে চাষিরা সমস্যায় পড়তেন। মূল্যবৃদ্ধির জন্য চাষিদের নাভিঃশ্বাস উঠেছে। সরকার দাম বাড়িয়ে সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে সব চাষি যাতে ক্রয়কেন্দ্রে ধান বিক্রি করতে পারে সেটা দেখা দরকার। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে চাষিদের ক্রয়কেন্দ্র থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া ধানে ধুলো রয়েছে বলে চাষিদের বিপাকে ফেলার প্রবণতা রয়েছে। এমনটাই দাবি ধান চাষিদের।

পশ্চিম মেদিনীপুরে ৪টি নতুন শিল্পতালুক গড়ার পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার পশ্চিম মেদিনীপুরে ৪টি নতুন শিল্পতালুক গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গড়বেতা-১, চন্দ্রকোণা-২, মেদিনীপুর সদর ও কেশপুর ব্লকে এই ৪টি শিল্পতালুক হবে। এগুলি গড়ার জন্য ইতিমধ্যেই জমি চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে। জমিগুলি থেকে যাতে শিল্পপতিরা বিশেষ সুযোগ সুবিধা পান সেই দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। নতুন ওই ৪ শিল্পতালুক তৈরি হলে কয়েক হাজার যুবক-যবতীর কর্মসংস্থান হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, গড়বেতা-১ ব্লকের শিল্পতালুকটি হবে গনগনি এলাকায়। ওই এলাকা থেকে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক ও রেল যোগাযোগের সুবিধা রয়েছে। চন্দ্রকোণা-২ ব্লকের লালগড়ে শিল্পতালুক হবে। এই এলাকা থেকে চন্দ্রকোণা ও ঘাটাল রোড খুব সহজেই ব্যবহার করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি মেদিনীপুর সদর ব্লকের মুড়াকাটা এলাকায় শিল্পতালুক তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া কেশপুর ব্লকের চাঁদমুড়া এলাকায় তালুক তৈরি হবে। প্রতিটি শিল্পতালুকে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ও জলের ব্যবস্থা থাকবে। উৎপাদন, লজিস্টিকস, কোল্ড স্টোরেজ, পোল্ট্রি, মাছের উৎপাদন করা যাবে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, রাজ্যে বিনিয়োগে গতি আনতে ১০০টি শিল্পতালুক গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফে।

মেট্রো রেলওয়ের তরফে ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত 'স্বচ্ছতা হি সেবা' ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়েছে। সোমবার ছিল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। 'ক্লিন অ্যাণ্ড গ্রিন ইন্ডিয়া' শীর্ষক বিষয়ে এই প্রতিযোগিতা হয়।

পরিমাণ কমলেও, জল ছাড়া অব্যাহত ডিভিসি'র

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরিমাণ কমালেও ডিভিসি তাদের বিভিন্ন জলাধার থেকে জল ছাড়া অব্যাহত রেখেছে। গতকাল রাতে মাইথন জলাধার থেকে ৩০ হাজার এবং পাঞ্চেত জলাধার থেকে ১২ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। এর জেরে পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া এবং হুগলিতে বন্যা পরিস্থিতি আরও অবনতি হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। গতকাল রাতে ডিভিসির ছাড়া ৪২ হাজার কিউসেক জল দুর্গাপুর ব্যারেজে পৌঁছায়। ফলে ওই জলাধার থেকেও ৪৯ হাজার ৫০ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। এই জল ছাড়ার ফলে পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া এবং হুগলির নিচু এলাকাগুলিকে নতুন করে প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার, হাওড়ায় ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর আগে হাওড়া সিটি পুলিশের বড়সড় সাফল্য। রবিবার রাতে পুলিশের বিশেষ অভিযানে উদ্ধার হয় ১০১ কেজি ৭০০ গ্রাম গাঁজা। নির্দিষ্ট সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী রবিবার রাতে ওড়িশা থেকে সাঁতরাগাছি পর্যন্ত ট্রেনে করে এসে, সেখান থেকে হেঁটে বাস পথে বিপুল পরিমানে গাঁজা পাচার করার কথা ছিল। সেই খবরের উপর ভিত্তি করেই রবিবার রাতে সাঁতরাগাছি স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করতে থাকে পুলিশ আধিকারিকরা। এরপর স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের হাতে পাকড়াও হয় চার যুবক। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, চেন্নাই-হাওড়া মেল ট্রেনে সাঁতরাগাছি এসে তারা হাওড়ার উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। সাঁতরাগাছি স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে পায়ে হেঁটে যাওয়ার পথে ওই চার যুবককে দাঁড় করায় পুলিশ আধিকারিকরা। তাদের সঙ্গে থাকা ব্যাগের তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে তাদের ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় ১০১ কেজি গাঁজা। এছাড়াও ৫টি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়। তারা ব্যাগে করে গাঁজা নিয়ে যাচ্ছিলেন। পুলিশের কাছে আগাম খবরের ভিত্তিতেই তারা আটক করে চার যুবককে। তাদের কাছ থেকে ১০১ কেজি ৭০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়। এই গাঁজা কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এছাড়াও এর সঙ্গে আরও কারা জড়িত রয়েছে, ওই যুবকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা চেষ্টা করছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনাতে গ্রেফতার করা হয় উত্তরপাড়া হিন্দমটর এলাকার বাসিন্দা কমল নাথ ঝাঁ,

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ৭ আশ্বিন ১৪৩১ মঙ্গলবার

চাকুরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভে অশান্ত করুণাময়ী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের চাকুরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভে অশান্ত হয়ে উঠল সল্টলেক করুণাময়ী চত্বর। সোমবার আপার প্রাইমারির চাকরি প্রার্থীরা বিক্ষোভ দেখান করুণাময়ীতে। সূত্রে খবর, এদিন এসএসসি ভবন ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিলেন তাঁরা। এর আগেও করুণাময়ী-সহ কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ-মিছিল করেন।

তবে এদিন করুণাময়ী মেট্রো স্টেশন থেকে কাতারে কাতারে চাকরিপ্রার্থী রাস্তায় নেমে আসেন। এরপরই গার্ডরেল পার করে চাকরিপ্রার্থীরা এসএসসি ভবনের দিকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। বাধা দিতেই পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ান চাকরিপ্রার্থীরা। তবে এরই মাঝে চাকরি প্রার্থীদের একটা বড় অংশ

এপিসি ভবনের কাছাকাছি চলে যান। যে ব্যারিকেড ছিল, তা কার্যত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যান চাকরিপ্রার্থীরা। চাকরিপ্রার্থীদের সংখ্যা বেশি থাকায় পুলিশ তাঁদের সামাল দিতে কিছুটা হিমশিমই খায়। কারণ, বিভিন্ন দিক থেকে এসএসসি ভবনের দিকে ছুটে যান চাকরি প্রার্থীরা।

এদিকে হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরিতে বাধা নেই আপার প্রাইমারির প্রার্থীদের। ১০ বছর ধরে তাঁরা লড়াই করছেন চাকরির জন্য। তাই এবার তাঁরাও মরিয়া হকের দাবি ছিনিয়ে নিতে। আর এরই প্রেক্ষিতে এক চাকরিপ্রার্থী বলেন, 'আমরা আজকেই কাউন্সেলিং চাই, নিয়োগ চাই। ১০ বছর ধরে আন্দোলন করছি আমরা। কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে। চার সপ্তাহের মধ্যে প্যানেল প্রকাশের কথা ছিল। কোনও প্যানেল এখনও ঘোষণা হল না।'

চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ আছে ২৮ অক্টোবরের মধ্যে অর্থাৎ লক্ষ্মীপুজো-কালীপুজোর মাঝে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাউন্সেলিং শেষ করতে হবে। ১৪ হাজার ৫২ জন চাকরিপ্রার্থীর কাউন্সেলিং সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু কমিশন গড়িমসি করে চলেছে বলে তাঁদের অভিযোগ।

কেন তড়িঘড়ি দাহ, উত্তর জানতে নির্মল ঘোষকে টানা জেরা করল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডে এবার পানিহাটির তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষকে তলব করল সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তলব পেয়ে সোমবারই সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেন তিনি। সূত্রে খবর, এদিন সকাল সাড়ে দশটার কিছু সময় পরে তিনি সিবিআই দফতরে ঢোকেন। এদিকে চিকিৎসক তরুণীর পরিবারের তরফ থেকে প্রথম থেকেই দাবি করা হচ্ছে, তাঁদের মেয়ের দেহ দাহ করার সময়ে তিনি পানিহাটি শ্মশানে ছিলেন।

সিবিআই সূত্রে খবর, তিলোত্তমাকাণ্ডের তদন্তে নেমে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর বিধায়কের কাছ থেকে জানতে চান তদন্তকারীরা।

সেই তথ্য জানতে সিবিআই-এর তরফ থেকে বিধায়কের কাছে ফোন যায়। সেই সূত্রেই তিনি এদিন হাজিরা দেন। এই মামলায় প্রথম থেকে সিবিআই-এর তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে, গোটা ঘটনার পিছনে বড় ষড়যন্ত্র কাজ করেছে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকেও গ্রেফতারও করেছে সিবিআই। সিবিআইয়ের তরফ থেকে এও দাবি করা হচ্ছে যে, তাঁর কাছ থেকে মিলেছে বেশ কিছু তথ্য।

এদিকে নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, ঘটনার রাতে প্রথমবার ময়নাতদন্তের পর দেহ যখন আরজি কর থেকে বার করে নিয়ে আসা হয়, তখন সঠিক তদন্তের জন্য দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত চেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু অভিযোগ, দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের আগেই দেহ দ্রুত আরজি কর থেকে বাড়িতে আনা হয়। বাবা-মা পৌঁছানোর আগেই সেই রাতে বাড়িতে পৌঁছে যায় চিকিৎসক তরুণীর নিথর দেহ। আর সেই সময় বাড়ির সামনে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নির্মল ঘোষও। সঙ্গে এও অভিযোগ জানানো হয়েছে যে, বিধায়কের তত্ত্বাবধানেই দ্রুত দেহ পানিহাটি শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করে দেওয়া হয়। অথচ, খবর পাওয়ার পর আরজি কর হাসপাতালে পৌঁছে গিয়েছিলেন বিধায়ক নির্মল ঘোষ। তিনি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের সামনে বলেছিলেন, 'ব্রুটালি মার্ডারড'। এরপর কেন এত তাড়াতাড়ি দেহ দাহ করা হল, কোন চাপ তৈরি হয়েছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে রাজ্যকে কটাক্ষ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর অনুদান বন্ধের নির্দেশ না দিলেও রাজ্য সরকারকে কার্যত কটাক্ষ করল কলকাতা হাইকোর্ট। এবছর দুর্গা পুজোর অনুদান বাড়িয়ে ৮৫ হাজার টাকা করার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী বছর তা বাড়িয়ে এক লক্ষ টাকা করা হবে বলেও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও দুর্গাপুজোর বিপুল খরচের নিরিখে ৮৫ হাজার টাকা কিছুই নয় বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম।

দুর্গাপুজোর এই অনুদান নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে হাইকোর্টে। সোমবার সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি বলেন, 'রাজ্যের পুজো কমিটিগুলোকে কম করে ১০ লক্ষ টাকা দিন, ৮৫ হাজার টাকায় কী হয়?'

প্রসঙ্গত, প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের ডিভিশন বেঞ্চে ছিল মামলার শুনানি। পুজোর অনুদানের ৮৫, ০০০ টাকা কোথা থেকে আসছে, এই প্রশ্ন তুলেই জনস্বার্থ মামলা হয়েছিল হাইকোর্টে। সৌরভ দত্ত নামে এক ব্যক্তি আগেও এই অনুদান নিয়ে মামলা করেন বলে আদালত সূত্রে খবর। জনস্বার্থ মামলায় প্রশ্ন

তোলা হয়েছে, এই টাকার উৎস কী তা নিয়েও। সঙ্গে জানতে চাওয়া হয়, ক্লাবগুলি এই টাকা গাইডলাইন মেনে খরচ করছে কি না।

এই মামলার শুনানিতে সোমবার প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম রাজ্যের অনুদান প্রসঙ্গে বলেন, '৮৫ হাজার টাকায় প্যান্ডেল বা পুজোর কোনও কাজ হওয়া সম্ভব নয়। এই টাকায় খুব বেশি হলে একটা তাঁবু বানানো যেতে পারে। আর না হলে কার্যকরি কমিটির সদস্যদের কাজে লাগতে পারে। আমি দু'বছর পুজোয় ঘুরে দেখেছি যে এই টাকায় কিছু হয় না। অনুদানের টাকা কমপক্ষে ১০ গুণ বাড়ানো হলে সেটা পুজোর কাজে লাগতে পারে।' একইসঙ্গে তিনি এদিন এও বলেন, 'দুর্গাপুজো রাজ্যের ঐতিহ্য। সেই কারণে পুজোকমিটি গুলিকে উৎসাহিত করার জন্য হয়ত এই টাকা দেওয়া হয়, কিন্তু সেটা পর্যাপ্ত নয়। প্রত্যন্ত এলাকায় হয়ত এই টাকায় কিছু হতে পারে, কিন্তু এখানে নয়।'

এদিকে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে একটি মামলা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। অভিযোগ উঠেছিল, কার্ড রয়েছে, অথচ টাকা দেওয়া হচ্ছে না। এদিনের শুনানিতে সেই প্রসঙ্গ উঠে আসে আদালতে। প্রধান বিচারপতি বলেন, 'দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত শিশুদের জন্য সরকার ১,০০০ টাকা দেয়। তাদের আরও বেশি প্রয়োজন। সেটা সরকার বিবেচনা করে দেখলে ভাল হয়।'

একইসঙ্গে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এদিন উল্লেখ করেন, আদালত থেকে চুক্তিভিত্তিক কর্মী অপসারণের ফলে আদালত অসুবিধায় পড়েছে। তিনি জানিয়েছেন, ২৩ বছর কাজ করার পর ২৩ হাজার কর্মী সর্বোচ্চ ২৩ হাজার টাকা নিয়ে অবসর নিচ্ছেন। পিডব্লুডি-র কয়েকজন কর্মী দাবিপত্রও জমা দিয়েছিল। ২৫ জন সেইরকম কর্মীকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন প্রধান বিচারপতি।

স্কুলের গার্লস হস্টেলে ছাত্রীদের 'শ্লীলতাহানি'

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুলের গার্লস হস্টেলে চার ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ। সূত্রে খবর, কলকাতার হরিদেবপুরের ক্যাওড়া পুকুরে সেন্ট স্টিফেন স্কুলের গার্লস হস্টেলে ঘটেছে এইকাণ্ড। ঘটনায় ইতিমধ্যেই গ্রেফতার তিন অভিযুক্ত। হস্টেলের সমস্ত কর্মীই মহিলা, তাহলে কীভাবে ঘটল ছাত্রীদের সঙ্গে এই শ্লীলতাহানির ঘটনা তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে স্বাভাবিকভাবেই।

সূত্রের খবর, হোস্টেলের মহিলা ওয়ার্ডেন কয়েকদিন আগে বিয়ে করেন। অভিযোগ তাঁর স্বামী মিশনকে না জানিয়েই ওয়ার্ডেনের সঙ্গে হস্টেলে থাকতে শুরু করেন। কিছুদিন আগেই ওয়ার্ডেনের স্বামী প্রথমে এক ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহ করে বলে অভিযোগ। পরে আরও তিন ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহ করেন। এদিকে প্রতি রবিবার অভিভাবকরা ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। গত রবিবার যখন অভিভাবকরা ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তখন ওই ছাত্রীরা তাদের অভিভাবকদের পুরো বিষয়টি জানায়। বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সন্ধ্যে নাগাদ একে একে সমস্ত অভিভাবকরা হস্টেলে এসে নিজেদের মেয়েদের বাড়ি নিয়ে চলে যেতে চান। পরবর্তীকালে অভিভাবকরা হরিদেবপুর থানায় গিয়ে পুরো বিষয়টি জানায়। ঘটনায় ইতিমধ্যে মহিলা ওয়ার্ডেন, তার স্বামী এবং এক শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। দুই অভিযোগকারী ছাত্রী-সহ আরও দুই ছাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

বন্ধ হওয়ার পথে কলকাতার ঐতিহ্যময়ী ট্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন: বন্ধ হওয়ার পথে কলকাতার ঐতিহ্য ট্রাম। বেশ কয়েক বছর ধরে শোনা যাচ্ছিল যে কোনও সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে 'কল্লোলিনী তিলোত্তমার' এই নস্ট্যালজিয়া। এদিকে আবার আগের চেয়ে অনেকাংশে কমে গিয়েছে ট্রাম চলার রাস্তা। সমানুপাতে ধীরে ধীরে কমেছে শহরে ট্রামের সংখ্যাও।

এবার একেবারে বন্ধের পথে ট্রাম। তবে হেরিটেজ হিসেবে ধর্মতলা থেকে ময়দান পর্যন্ত ট্রাম চালাতে চাইছে রাজ্য পরিবহন দফতর। শুধু সাড়ে ৩ কিলোমিটার রাস্তায় ট্রাম চলবে বলেই জানা গিয়েছে। রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানান, 'ট্রাম চালাতে বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিশেষ করে এই ট্রামের কারণে যানজট তৈরি হচ্ছে। দ্রুত গতির যুগে ধীরে চলা ট্রামের কারণে রাস্তায় সমস্যা বাড়ছে।' ইতিমধ্যে জনস্বার্থ মামলা হয়েছে, সেখানে কোর্টের পক্ষ

থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে ট্রাম চালানো নিয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থা। সূত্রে খবর, সরকার জানাতে চলেছে তাদের অবস্থান।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ১৮৮৩ সালে কলকাতা-সহ ভারতের ১৫টি শহরে যাত্রায় শুরু করেছিল ট্রাম। তবে কালের নিয়মে গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পেরে অনেক পিছিয়ে পড়ছে ট্রাম যাত্রা। ট্রাম যখন চালু হয়েছিল তখন গরুর গাড়ি চলত, টানা রিকশা ছিল এখন অত্যাধুনিক ক্যাব, মেট্রো চালু হয়ে গেছে। কিন্তু রাস্তা আগে যা ছিল তাই রয়েছে, নতুন করে রাস্তা হয়নি। একসময় গোটা শহর জুড়ে যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম ছিল এই যান। তবে বর্তমানে ট্রাম লাইনের সংখ্যা অনেকটাই কমে গিয়েছে। এখন ট্রামগুলি কলকাতায় মাত্র তিনটে রুটে চলাচল করে। ধর্মতলা থেকে শ্যামবাজার। ধর্মতলা থেকে গড়িয়া হাট। টালিগঞ্জ থেকে বালিগঞ্জ। যদিও রাস্তা সমস্যার কারণে টালিগঞ্জ থেকে বালিগঞ্জ রুটের ট্রাম বন্ধ রয়েছে।

দুর্ঘটনা ঠেকাতে সম্প্রীতি উড়ালপুলে বসল স্পিডবার

নিজস্ব প্রতিবেদন: গতির জেরে পথ দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে সম্প্রীতি উড়ালপুলে। গত কয়েক বছরে একাধিক পথ দুর্ঘটনা হয়েছে এখানে। উপর থেকে নিচে গাড়ি পড়া থেকে শুরু করে বাইক ও অন্য গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ-সহ একাধিক ঘটনা ঘটেছে এখানে। এখনও পর্যন্ত এই সেতুতে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৫০ জনের। এইবার সেই গতিতেই রাশ টানতে সম্প্রীতি উড়ালপুলে বসল স্পিড বার। এটি অটোমেটিক সিস্টেমে কাজ করবে। খেয়ালখুশি মতো গাড়ি চালালেই হবে জরিমানা। সঙ্গে হতে পারে শাস্তিও।

স্থানীয় সূত্রে খবর, আপাতত এমন বার বসানো হয়েছে উড়ালপুলের ঠিক মাঝখানে। পরবর্তী সময় সাত কিলোমিটার দীর্ঘ এই উড়ালপুলে পর্যায়ক্রমে আরও কয়েকটি স্পিড লিমিট বার বসানো হবে। অটোমেটিক স্পিড লিমিট বারে ধরা পড়বে গাড়ি কত কিলোমিটার স্পিডে ছুটছিল, কোথায় এবং কোন সময় কত গতি বাড়ানো হয়েছে ইত্যাদি। পাশাপাশি গাড়ির ছবিও উঠে যাবে ক্যামেরায়। এরপর জরিমানার মেসেজ সরাসরি চলে যাবে চালক বা মালিকের মোবাইলে। হারবার পুলিশ জেলার জেলা কার্যালয় পৈলান থেকে।

পরবর্তীকালে এটি মহেশতলা ট্রাফিক পুলিশের অধীনে আসবে। এই কারণে মহেশতলায় ট্রাফিক পুলিশের একটি স্থায়ী অফিসও তৈরি করা হবে। তবে এতেও আমজনতার হুঁশ ফেরে কি না সেটাই এখন দেখার বিষয়।

অপহৃত ব্যবসায়ীকে উদ্ধার কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে মুক্তিপণ চাওয়ার অভিযোগ। ২০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হয়। তবে পুলিশ দুষ্কৃতীদের সেই প্রচেষ্টা ভেস্তে দেয় শুধু তাই নয়, মালদা থেকে উদ্ধার করা হয় ব্যবসায়ীকেও। অপহরণে ঘটনা জানার পরই কলকাতা পুলিশের এআরএস, ডিডি এবং গড়ফা থানার টিম মাঠে নামে। তাদের সহযোগিতা করে মালদা জেলা পুলিশও। শেষ পর্যন্ত পুলিশি অভিযানেই উদ্ধার ওই ব্যবসায়ী। গ্রেফতার হয় ৭ অপহরণকারী। শনিবারই পুলিশকে অপহরণের কথা জানানো হয় অনির্বাণ হাজরা নামে ওই ব্যবসায়ীর পরিবারের তরফে। সূত্রের খবর, কসবা থেকেই তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ওই ব্যবসায়ীকে। ঘটনার পরেই সোজা থানায় গিয়ে অভিযোগ জানান তাঁর স্ত্রী। পুলিশের তরফে এই ঘটনা সম্পর্কে জানানো হয়, শুক্রবারই পুলিশের কাছে এই কিডন্যাপের অভিযোগ আসে। জানানো হয় অনির্বাণ হাজরা নামে এক ব্যবসায়ীকে কিডন্যাপ করা হয় কসবা এলাকা থেকে। তার স্ত্রী এই অভিযোগ করেন। তদন্ত করে আমরা দেখতে পাই মালদার মোথাবাড়ি গ্রামে ওনাকে রাখা হয়েছিল। এরপর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ওখান থেকে ওনাকে উদ্ধার করা হয়। ব্যবসায়ী বর্তমানে সুস্থ আছেন। কী উদ্দেশে তাঁকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল তা এখনও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে।

সূত্রের খবর, রবিবার সকাল সাড়ে ৭ টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরোন ওই ব্যবসায়ী। কিন্তু আর বাড়ি ফেরেননি। স্ত্রী জানাচ্ছেন, ব্যাবসায়িক ক্ষেত্রে কারও সঙ্গে দেখা করার জন্যই তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। সাড়ে ১২টা নাগাদ স্ত্রীর সঙ্গে শেষ কথা হয়। এরপর আড়াইটে নাগাদ আসে ফোন। তাতেই বলা হয় তাঁর স্বামীকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। ২০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণও দাবি করা হয়।

বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে ঘূর্ণাবর্ত, নিম্নচাপের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে ঘূর্ণাবর্ত। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কিছুটা ঝুঁকে আছে বলেই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সঙ্গে এও আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপরে নিম্নচাপ তৈরি করার সম্ভাবনা রয়েছে। এরফলে আগামী কয়েকদিন বাংলার বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিপাত বাড়তে পারে। সেই কারণে বেশ কিছু জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। একই সঙ্গে আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝড় বইতে পারে। একই সঙ্গে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান ও ঝাড়গ্রামে মাঝারি থেকে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। এই সমস্ত জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। মঙ্গলবারও কলকাতা, হাওড়া, হুগলি,

পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, বীরভূমে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছেই। এরপর বুধবারে পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমানের বেশ কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে, সর্বাধিক ১১০ মিলি বৃষ্টিপাত হতে পারে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব বর্ধমান ও নদিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি থেকে হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে। বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদের বেশ কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব বর্ধমান ও নদিয়ায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, মালদা, উত্তর দিনাজপুরে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। তাই উত্তরবঙ্গেও হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। মঙ্গলে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা-সহ কয়েকটি এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকবে।

ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বুধবারে। বৃহস্পতিবারে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে দার্জিলিং, কোচবিহার, মালদা, কালিম্পং, জলপাইগুড়িতে। সঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ২০০ মিলি সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হতে পারে। শুক্রবারে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পংয়ে আলিপুরদুয়ারের কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে।

ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের সদর দপ্তর পরিদর্শন রাজ্য পুলিশের ডিজির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সোমবার বেলায় ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের সদর দপ্তর পরিদর্শন করলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। সঙ্গে ছিলেন এডিজি (ট্রাফিক) রাজেশ কুমার সিং, এডিজি (আই বি) জ্ঞানবন্ত সিং, এডিজি (সিআইডি) রাজ শেখরন, এডিজি (ল'এন্ড অর্ডার) জাভেদ সামিম-সহ রাজ্য পুলিশের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। এদিন ডিজির সঙ্গে ছিলেন ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট অধীনস্থ এলাকার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়ার সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠকও করেন রাজ্য পুলিশের ডিজি। বৈঠক শেষে এদিন ব্যারাকপুর নগরপালকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি সোজা চলে আসেন পুলিশ লাইনে। সেখানে তিনি মহিলা উইনার্স বাহিনী সদস্যদের সঙ্গে আলাপচারিতা সারেন। নির্মীয়মাণ প্রশাসনিক ভবনটিও পরিদর্শন করেন রাজ্য পুলিশের ডিজি। প্রসঙ্গত, কিছুদিনের মধ্যেই এই প্রশাসনিক ভবনের উদ্বোধন করা হবে। নয়া এই প্রশাসনিক ভবন থেকেই আগামীদিনে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালিত হবে।

নফরচাঁদ জুটমিলে অচলাবস্থা, কর্মহীন তিন হাজার শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্রমিক অসন্তোষের জেরে শনিবার বেলার দিকে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল কাঁকিনাড়ার নফরচাঁদ জুটমিলে। অভিযোগ, শ্রমিকদের পুরাতন বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। তা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত। একজন শ্রমিককে গালিগালাজ করার অভিযোগও উঠেছে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে। পাল্টা ম্যানেজারকে হেনস্থা করার অভিযোগ উঠেছে শ্রমিকদের একাংশের বিরুদ্ধে। মিলের প্রধান অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একাধিক গড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে। সেদিন ভাটপাড়া থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতির সামাল দিয়েছিল। ওইদিন বিকেল থেকে মিলে ফের উৎপাদন শুরু হয়। কিন্তু সোমবার আচমকা মিলের গেটে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে দেয় মালিক পক্ষ। পুজোর মুখে কাজ হারালেন তিন হাজার জন শ্রমিক। উত্তেজনা থাকায় মিলের ভেতরে পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। সাময়িক বন্ধের নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, বিকাশ সাউ, বিকাশ কুমার সিং, গৌতম মাহাতো, মুন্না মিশ্র, শঙ্কর দাস ও মহম্মদ ইরফান এই ছয়জন শ্রমিক এস-ফোর বিভাগের সিনিয়ার ম্যানেজারের সঙ্গে

খারাপ ব্যবহার করেছে এবং তাঁকে ধাক্কাধাক্কিও করেছে। সিনিয়ার ম্যানেজারকে রীতিমতো হেনস্থা করা হয়েছে। এমনকি কোনও কারণ ছাড়াই ব্যাচিং থেকে তাঁত বিভাগ জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নোটিশে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, রবিবার সরু তাঁত বিভাগেও জোর করে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া শ্রমিকদের একাংশ মিলের নিয়ম কানুন কিছুই মানছে না। মিল বন্ধ নিয়ে তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা অরুন সাউ বলেন, 'যারা মিলে ঠিকমতো কাজ করে না। তাঁরাই শনিবার মিলে গন্ডগোল পাকিয়েছে। মজদুররা মিল বন্ধের বিপক্ষে।' তিনি আরও বলেন, 'বিকাশ সাউ, বিকাশ কুমার সিং, গৌতম মাহাতোরা পরিকল্পনা মাফিক মিলে অশান্তি পাকিয়েছে।'

তৃণমূল শ্রমিক নেতার কথায়, 'যারা অন্যায় করেছে মিল কর্তৃপক্ষ, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক। কিন্তু পুজোর মরসুমে ছয়জন শ্রমিকের জন্য তিন হাজার শ্রমিকের পেটে লাথি মারা যাবে না। অবিলম্বে মিল চালু করতে হবে।' জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সেন্ট্রাল কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুরজ কুমার সিং বলেন, 'বয়স্ক শ্রমিকদের মোটা তাঁত থেকে চায়না তাঁতে পাঠানো হচ্ছে। শ্রমিকরা এই স্থানান্তরের প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু মালিকপক্ষ পুজোর মুখে বন্ধের নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছে।' অবিলম্বে মিল চালুর তাঁরা দাবি করছেন। অন্যথায় তাঁরা শ্রমিকদের স্বার্থে আন্দোলনে সামিল হবেন।

সাম্প্রতিক বন্যায় খাদ্য সামগ্রীর বাজার দর নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন উৎসবের মরশুম এবং সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতিকে সামনে রেখে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর বাজার দর নিয়ন্ত্রণে রাখতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। একদিকে চাষিদের কাছ থেকে সরাসরি সবজি কিনে তা সুফল বাংলা স্টলের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। অন্যদিকে ফঁড়েদের দাপট কমাতে বাজারে নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে। বাজার দর পর্যালোচনা করতে সোমবার নবান্নে বৈঠকে বসেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সেই বৈঠকে তিনি এই দুই পদক্ষেপকে আরও জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানে কৃষি বিপণন দফতর নানা এলাকায় ১০৯টি অস্থায়ী কাউন্টার চালু করেছে। এই অস্থায়ী কাউন্টারের জন্য স্থানীয় কৃষকদের বাড়ি থেকে সরাসরি ফসল কিনছে রাজ্য সরকার। তাতে অন্যান্য খরচ ছাড়াই উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে পারছেন কৃষকরা। এই কাউন্টারের সংখ্যা আরও বাড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ এবং মালদার কৃষকদের বাড়ি থেকে আলু, সহ সবজি তুলে আনা হচ্ছে। রাজ্য সরকার গাড়ি ও শ্রমিক পাঠিয়ে কৃষকদের বাড়ি থেকে আলু সংগ্রহ করেছে। এক্ষেত্রে কৃষকরা বিনা খরচে তাঁদের ফসল বিক্রি করতে পারছেন। আর তা সুলভে পাচ্ছেন

সাধারণ নাগরিকরা। এই ব্যবস্থা জেলাগুলিতে চলছে।

অন্যদিকে সুফল বাংলা স্টলের সংখ্যাও আরও বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। কলকাতা ও জেলা মিলিয়ে বর্তমানে রাজ্যে ৬২৬টি সুফল বাংলা স্টল রয়েছে। পুজোর আগে আরও ২০০টি স্টল খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে বাজার কমিটি গুলি জানায় আনাজ পাতির দাম এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তা স্বত্বেও পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে যাতে বাজারে কৃত্রিম ভাবে যাতে দাম না বাড়িয়ে দেওয়া হয় সেজন্য নিয়মিত অভিযান চালাতে টাস্ক ফোর্সকে নির্দেশ দেন মুখ্যসচিব।

একদিকে বৃষ্টির দাপট অপরদিকে ডিভিসির জল ছেড়ে দেওয়ায় গ্রামবাংলায় এখন বানভাসী পরিস্থিতি। তার জেরে ফসল নষ্ট হচ্ছে। তাই আলু, পেঁয়াজ সহ কাঁচা আনাজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। মানুষকে তার জন্য দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এই অবস্থা যাতে কাটিয়ে ওঠা যায় তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব।

সম্পাদকীয়

জনগণ যখন আড়ষ্টতা কাটিয়ে এগিয়েছে, তখন সে শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে

আমরা অনেক দুর্নীতি দেখেও পাশ কাটিয়েছি। শিক্ষক নিয়োগে, রেশন ব্যবস্থায়, গরু, কয়লা, বালি, মাটি পাচারে, মিউনিসিপ্যালিটির নিয়োগে দুর্নীতির সাক্ষী ও ভুক্তভোগী তো আমরাই, অর্থাৎ রাজ্যবাসী। কিন্তু আমরা কি ততখানি উদ্বিগ্ন হয়েছি? আমাদের চোখের সামনেই তো রাজপথে দিনের পর দিন অবস্থান করেছেন আমাদের সন্তান, ভাই বা বোনেরা। রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র সংগঠনের নির্বাচন না করা, মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচন না করে প্রশাসক নিয়োগ, এ সবই তো গণতন্ত্রের পরিপন্থী। আমাদের সীমাহীন উদাসীনতায় শাসক প্রশ্রয় পেয়েছেন। এখনই এর বিহিত প্রয়োজন, প্রয়োজন জোরালো প্রতিবাদের। তাই তাঁরা প্রাণপণ লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছেন সবাই। নারী-নিরাপত্তার প্রশ্নটিতে নতুনত্ব কিছু না থাকলেও তাকে আর গা-সওয়া গোছের করে রাখতে রাজি নয় কেউ। নিজের কন্যাসন্তানের মতোই, প্রতিবেশীর ঘরের কন্যাটিও অনাগত নির্যাতনের আতঙ্কে নিদ্রাবিহীন। সরকারি স্তরে এক দিকে যেমন অভয়ার নির্যাতন ও মৃত্যুর ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে, অন্য দিকে সামাজিক হুমকির দৃষ্টান্তও কম কিছু নয়। গণতান্ত্রিকতার খোলসটিকে অস্বীকার করার দুঃসাহস না দেখিয়েও যে চাপা সন্ত্রাসের পরিবেশ অব্যাহত রাখা যায়, বর্তমান সময় তার সাক্ষী। এই প্রচেষ্টা জারি থাকবে। নেওয়া হবে নানা কৌশল। সুতরাং, জনসাধারণ যখন এক বার আড়ষ্টতা ঝেড়ে ফেলে সোৎসাহে এগিয়ে এসেছেন, তখন সেই সংহত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

শব্দবাণ-৫৪

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. বেআইনি ৩. সবজি, কাঁচা তরকারি ৫. সোনা ৬. সমস্ত, সম্পূর্ণ ৭. চূড়ান্ত ৯. দুধে সিদ্ধ করা শর্করামিশ্রিত অন্ন, পরমান্ন ১১. উপবাস ১২. পানের খেত।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. কুবের পুরী ২. পদ্ধতি, ভঙ্গি ৩. লাক্ষারস ৪. আঘাত, চোট ৭. গাম্ভীর্যহীন ৮. উলটে চোর — গায় ৯. দক্ষতা ১০. পদ্ম, কমল।

সমাধান: শব্দবাণ-৫৩

পাশাপাশি: ২. মাতৃসদন ৩. গুলবদন ৬. হাস্যরসিক ৭. সমীকরণ।

উপর-নীচ: ১. অকৃতোদ্বাহ ২. মালগুজার ৪. বশীকরণ ৫. নদেরচাঁদ।

জন্মদিন

আজকের দিন

মহিন্দর অমরনাথ

১৯৪০ *বিশিষ্ট সাঁতারু আরতি সাহার জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মহিন্দর অমরনাথের জন্মদিন।*
১৯৫৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মহুয়া রায়চৌধুরীর জন্মদিন।*

মা দুর্গার আরাধনায় নেতাজি

প্রদীপ মারিক

১৯২৫ সালে স্বরাজের দাবিতে উত্তাল বঙ্গদেশ। বাংলার ব্রিটিশ সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামের একাধিক নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিত্বকে গ্রেফতার করছে। তাদের মধ্যে সুভাষচন্দ্রও ছিলেন। তাকে পাঠানো হল বর্মার মান্দালয় জেলে। মান্দালয় জেলে মূলত রাজনৈতিক বন্দি অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রাখা হত। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই বাঙালি। সুভাষচন্দ্র যখন মান্দালয় জেলে এলেন বন্দি হিসেবে, সেখানে তখন বিপ্লবী ত্রৈলোক্য, সত্যেন্দ্র মিত্র, বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ প্রমুখ বন্দি ছিলেন। মান্দালয় জেল থেকে বাংলা সরকারের চিফ সেক্রেটারি কে ১৯২৫ সালে পুজোর আগেই চিঠি লিখে জানালেন, কিছুদিন পরেই দুর্গাপুজো শুরু হবে। এই উৎসব হিন্দুরা বিশেষ করে বাঙালিরা হিন্দুদের সারা বছর পুজো অনুষ্ঠানের মধ্যে এটাই সব চাইতে বড় অনুষ্ঠান। বন্দিদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। ঠিক হল, জেলে দুর্গা আরাধনা হবে। খরচের হিসেব দাঁড়ালো ৮০০ টাকা। বন্দিরা নিজেদের মধ্যে ১৪০ টাকা সংগ্রহ করলেন, বাকি অর্থের জন্য জেল প্রশাসনের কাছে আপিল করা হল। জেল সুপার ফিন্ডলে সাহেব সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন, তিনি সেই আপিল ঊর্ধ্বতন কতৃপক্ষের কাছে পাঠালেন সুপারিশ করে। ব্রিটিশ সরকার সেই প্রস্তাব প্রথমে নাচক করলো। সুভাষ কিন্তু হার মানলেন না। তিনি খোঁজ নিয়ে জানলেন, জেলে বড়দিন উদ্‌যাপনের জন্য ইউরোপীয় বা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদেরকে ১০০০ টাকা দেয় বর্মা সরকার। তিনি পাল্টা যুক্তি দিলেন যে, যদি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদেরকে টাকা দেওয়া হয়, তবে হিন্দু উৎসবের জন্যেও দিতে হবে। কিন্তু সরকার বাহাদুর মানল না। তারা ফিন্ডলে সাহেবকে বলল যে, টাকা বন্দিদের আয় থেকে কেটে নিতে হবে। সুভাষচন্দ্র এর প্রতিবাদ করে বর্মা সরকারের প্রধান সচিবকে একটি মেমোরান্ডাম পাঠালেন। যখন বৃটিশ সরকারের প্ররোচনায় বার্মা জেল কতৃপক্ষ কিছুতেই কোন রকম ভাবেই দুর্গা পূজার সাহায্য করতে প্রস্তুত নয় তখন সুভাষ শুরু করলেন অনশন। তার নেতৃত্বে বন্দিরাও অনশন শুরু করলো। কয়েক দিন পরে কলকাতার সংবাদপত্রে এই অনশনের খবর প্রকাশ হল। বঙ্গসমাজে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল মুহূর্তেই। দুর্গাপুজো বলে কথা! শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হল বর্মা সরকার। টাকা মঞ্জুর হল। সাজ সাজ রব লেগে গেল মান্দালয় জেলে। ধুমধাম করে, নিষ্ঠাভরে মায়ের পুজো সম্পন্ন হল। শেষ পর্যন্ত সুভাষের ইচ্ছায় মন্দালয় জেলে মা দুর্গা আসে। আনন্দ সাগরে ভাসছে ভাসতে মায়ের বীরভক্ত সন্তান সুভাষ আর এক মা দেশবন্ধু জায়া বাসন্তী দেবীকে লিখলেন, ‘ আজ মহাষ্টমী বাংলার ঘরে ঘরে এসে মা দুর্গা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সৌভাগ্য ক্রমে এই জেলের মধ্যেও তিনি এসে দেখা দিয়েছেন। আমরা জেলে এসেও দুর্গা পূজা করছি। মা মনে হয় আমাদের কথা ভোলেন নি তাই এখানে এসেও তার পূজা অর্চনা সম্ভব হয়েছে। পরশুদিন আবার আমাদের কাঁদিয়ে মা চলে যাবেন। জেলখানার অন্ধকারের মধ্যে নির্জীবতার মধ্যে পুজোর আলো পুজোর আনন্দ বিলীন হয়ে যাবে। জানি না এই রূপে কত বছর কাটবে, তবে মা যদি বাৎসরান্তে একবার দেখা দিয়ে যান তবে কারাবাসের দুর্বিসহ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।’ মান্দালয় জেল ভারতীয় বন্দিদের জন্য ছিল নরকসমান। সুভাষের শরীর ভেঙে পড়ে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯২৭ সালে তাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। নেতাজির সঙ্গে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ শাসকের সেটিই ছিল প্রথম সম্মুখসমর। আর সেই সংঘাতেই তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, সুভাষচন্দ্র বসু হেরে যাওয়ার জন্য জন্মাননি। স্বাধীনতা সংগ্রামী হেমন্তকুমার সরকার ছিলেন নেতাজির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর আত্মজীবনী ‘ভারত পথিক’ গ্রন্থে তিনি বললেন, হেমন্ত কুমারের সান্নিধ্যে এসেই তার মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। তার রাজনৈতিক জীবনে বহুবার ব্রিটিশ সরকারের বিরাগভাজন হয়ে জেলে যেতে হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সভা করার জন্য বহরমপুর জেলেও বন্দি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ‘সমকালীন ভারতে সুভাষচন্দ্র’ বই থেকে জানা যায় যে, যে সময় জেলের ভেতর সরস্বতী পুজো করার জন্য জেদ ধরেন সুভাষচন্দ্র বসু। জেল কর্তৃপক্ষ চাপে পড়ে অবশেষে তার দাবি মেনে নেয় এবং পুজোর ব্যবস্থা করে দেয়। জেলের পুজো দেখতে যাওয়ার বাহানায় অনেকেই জেলের ভিতরে নেতাজির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সে সময়। শোনা যায়, সরস্বতী পুজো দেখার ভিড় যা হয়েছিল, তা সে সময়ের দুর্গাপুজোর ভিড়ের সমান। ১৯৪০ সালে যখন প্রেসিডেন্সি জেলে নেতাজী অবরুদ্ধ ছিলেন তখন তিনি দুর্গা পুজো করেছিলেন। এক সময়ে মুর্শিদাবাদে সুভাষচন্দ্র বসু এসেছেন বেশ কয়েক বার। সভা করতে এসেছিলেন আবার জেলেও থাকতে হয়েছিল তাকে। ১৯২৩ সালে নেতাজীকে আবার বন্দি করে ব্রিটিশ পুলিশ। পরের বছর তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বহরমপুর জেলের সাত নম্বর ঘরে। এখন সেটি হয়েছে মানসিক হাসপাতাল। জেলের ভিতরে সরস্বতী পুজো করার জন্য সুভাষ জেদ ধরেন, জেল কর্তৃপক্ষ অবশেষে তা মেনে পুজোর ব্যবস্থা করেন। শোনা যায়, পুজো দেখতে যাওয়ার অছিলায় অনেকেই জেলের ভিতরে সুভাষের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ সুদে-আসলে মিটিয়েছিলেন। পুজো দেখার জন্য জেদ ধরে সে সময়ে বহরমপুরের নামী চিকিৎসক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বছর বারোর মেয়ে ঊষাও। ডাক্তারবাবু আর কী করেন, মেয়েকে নিয়ে যান জেলখানায়। এই ঊষাই পরবর্তী কালে হন আইনজীবী তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী। একসময় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর উদ্যোগে বাংলায় দুর্গাপুজো ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিবাদ প্রচারের জন্য স্বদেশীর প্রতীক হয়ে ওঠে। সিমলা ব্যায়াম সমিতি, বাগবাজার সার্বজনীন এবং আরও কয়েকটি অনুশীলন সমিতি বিপ্লবীদের আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। যারা একসময় সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে দুর্গাপুজোকে, লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে দেশপ্রেমের শিখা জ্বালানোর মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করেছিল। দেশের একাধিক জেলে থাকার সময় সেখানেই দুর্গাপুজো করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু। দীর্ঘদিন ধরে পুজোর ছত্রছায়ায় বিপ্লবীদের জড়ো করার পরিকল্পনার জাল বুনেছিলেন তিনি। উদ্দেশ্য ছিল, দেশপ্রেমী তরুণদের ট্রেনিং দেওয়া এবং দলবদ্ধ করা। তরুণদের লাঠিখেলা, কুস্তি, ছুরিখেলার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে অন্তরালে হয়েছে সশস্ত্র বাহিনী গড়ার কাজ তিনি করে গিয়েছেন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু কলকাতার কয়েকটি বিখ্যাত সার্বজনীন দুর্গা পূজার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম আদি লেকপল্লী, সিমলা ব্যায়াম সমিতি, বাগবাজার সার্বজনীন এবং কুমারটুলি সার্বজনীন। বাগবাজার সর্বজনীনের পুজো কলকাতার সবচেয়ে পুরনো সর্বজনীন দুর্গাপুজোগুলির মধ্যে একটি। ১৯১৯ সালে বাগবাজারের বাসিন্দারা প্রথম এই পুজোর আয়োজন করেছিলেন। প্রথম বার পুজো হয়েছিল নেবুবাগান লেন ও বাগবাজার স্ট্রিটের সংযোগস্থলে সরকার হাউসে। সেই সময় এই পুজোর নাম ছিল অনেবুবাগান বারোয়ারি দুর্গাপূজাদ। তারপর তিন বছর সরকার হাউসেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল পুজো। ১৯২৪ সালে পুজো সরে আসে বাগবাজার স্ট্রিট ও পশুপতি বসু লেনের সংযোগস্থলে। তার পরের বছর পুজো হয় কাঁটাপুকুরে। ১৯২৬ সালে সমাজকর্মী নগেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও আরও কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভার নেন এই পুজোর। তাদের প্রচেষ্টায় সুষ্ঠভাবে পুজো করার জন্য গড়ে ওঠে একটি সংগঠন। মাতৃ আরাধনায় ব্রতী হয়ে তিনি আপামর বাঙালিদের মধ্যে কেবল বাঙালি আবেগ তুলে ধরেন নি, মাতৃ আরাধনা করে যে জীবনী শক্তি পেয়েছিলেন সেই শক্তিবলে বলীয়ান হয়ে দেশ মাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে দেশবাসীকে স্বাধীনতার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হতে বলেছিলেন।

সিভিক ভলিন্টিয়ার, প্যারা টিচার এবং প্যারা চিকিৎসকদের কারসাজিতে পশ্চিমবঙ্গ দ্রুত পঙ্গুত্বের দিকে এগিয়ে চলেছে

সত্যব্রত কবিরাজ

প্যারা মেডিকেল, প্যারাটিচার, সিভিক ভলিন্টিয়ার এই সকল শব্দবন্ধ কেবল এরাজ্যেই শোনা যায়। কেন না রাজ্যে নেই কোনও শিল্প, নেই নতুন হাসপাতাল, শুধু বেকারি ও কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দেওয়ার রাজনীতি। এগুলিকে হাতিয়ার করে এখন চলছে রমরমা ব্যবসা। নেই নিয়ে রাজনীতি ও ব্যবসার কথা কেউ শোনেনি এপর্যন্ত। কিন্তু এটাই সত্যি এখন পশ্চিমবঙ্গে। নতুন নিয়োগ নেই। পাশকরা যুবকরা চাকরি থেকে বঞ্চিত। কিছুদিন আগে এক ইংরেজি সংবাদপত্রে এক প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছিল এক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পদার্থ বিদ্যর প্যারা টিচার নাকি মাসে বেতন পান কুলে তিনহাজার টাকা। কিন্তু রাজ্যে বা দেশে একজন অদক্ষ শ্রমিকের দিনে মজুরি নিদেনপক্ষে পাঁচশো টাকা। একজন স্নাতকোত্তর পদার্থ বিদ্যার প্যারা টিচার পান তিন হাজার টাকা মাসে। সমানুপাতিক হারটা তবে কত? এপ্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে। তিন হাজার টাকা ফি নিয়ে পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক যে শিক্ষা দিচ্ছেন তার পাশাপাশি একজন পূর্ণ সময়ের শিক্ষক অন্য বিষয়ে যে শিক্ষা দিচ্ছেন তার বেতন কিন্তু মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা। এখানে আবার সমানুপাতিক হারের কথা এসে পড়ে। একই শিক্ষক- কমন রুমে দুজনেই বসে গল্প করছেন। কিন্তু প্যারা টিচার বাড়ি ফিরছেন একরাশ হতাসা নিয়ে। আর পূর্ণ সময়ের শিক্ষক ফিরছেন খাটনির কপচানি করতে করতে। প্যারা শব্দের আভিধানিক অর্থ অংশত। প্যারা টিচার কি তবে অংশত শিক্ষা দিচ্ছেন। প্যারা অলিম্পিকে যাঁরা অংশ নেন তাদের বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন হিসেবে গণ্য করা হয়।

বর্তমানে সিভিক কথাটি বহুল প্রচলিত। সিভিক ভলিন্টিয়াররা পুলিশের কাজে নিযুক্ত হচ্ছেন। যারা একটু ডাকাবুকো তাদেরকেই এই কাজে নিযুক্ত করা হচ্ছে। আর তারা যার দ্বারা নিযুক্ত হচ্ছেন তাদের অনুগত হবেন সেটা বলাই বাহুল্য। এদের মাথায় নিযুক্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগের অর্থাৎ পুলিশ প্রশাসনের অভয় হাতটি বিরাজিত। ফলে এদের কাজের পরিধি খুবই বিস্তৃত। তাদের ক্ষমতা পূর্ণ সময়ের পুলিশের চেয়েও কিঞ্চিত অধিক। এরা পূর্ণ সময়ের পুলিশের মতো কোনও নিয়মকানুনের তোয়াক্কা করেন না। কারণ তারা তো পূর্ণ সময়ের নন। তাদের দায়বদ্ধতাও পূর্ণ সময়ের নয়। কিন্তু হম্বিতম্বি করার ক্ষেত্রে এরা পূর্ণ সময়ের পুলিশের থেকে অনেকবেশি এগিয়ে। এদের কাজ কর্ম একজন পুলিশ সুপারের স্তরের। কারণ তাদের নিয়োগ করা হয়েছে হম্বিতম্বি করার জন্যই। এরা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শাসকদলের সক্রিয়কর্মী হিসেবে পরিচিত। ফলে পূর্ণ সময়ের পুলিশও এদের কাজকর্মের বিষয়ে একটু সমঝে কথা বলেন। আরজিকর হাসপাতাল, বর্ধমানের ভাতার স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কলকাতার রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে মদ্যপ সিভিক ভলিন্টিয়ারের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আরও অনেক কীর্তি সিভিক ভলিন্টিয়ারদের রয়েছে। এবং সময়টা খুব বেশি নয়। মাত্র পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে এমন সিভিক ভলিন্টিয়ারের কীর্তিগুলি উজ্জ্বল হয়েছে। সিভিক ভলিন্টিয়ারা জানে শাসক বদল হলেও তাদের কাজে ছেদ পড়বে না। সাময়িক ছেদ পড়লেও তারা আবার নতুন শাসকের নজরে পড়বেন তাদের ধমক দেওয়ার কৌশলের জন্যই। এ এক নতুন কর্ম সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যে। এরা সকল দমনমূলক কাজে অভ্যস্ত। শুধু শাসকদলের একটা ইঙ্গিতেই এরা সকল কাজ সমাধা করতে সক্ষম।

প্যারা মেডিকেল শব্দটি যদিও পুরানো। কিন্তু এর পিছনে যে অভিসন্ধি রয়েছে তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। শিক্ষা,স্বাস্থ্য এবং পুলিশ এই তিন দফতরই শাসক দলের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর দ্বারাই সমাজ এবং বিরোধীদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পূর্ণ সময়ের চিকিৎসকরাই চিকিৎসার কাজে হিমসিম খাচ্ছেন, তো প্যারা মেডিকেল স্টাফ তথা কোয়াক ডাক্তাররা কি করবেন। আর সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবের কথায় শাসক দলের যে উদ্যোগ তা যে সম্পূর্ণ কুমীরের কান্না সেটাও সাধারণ মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়া বাহুল্য। মানুষকে এই অসুবিধার মধ্যে দিয়েই বশে রাখার নিপূণ কৌশলটি তারা প্রয়োগ করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ নাচার। তাদের কোনও দিকেই কোনও গতি নেই। পূর্ণ সময়ের চিকিৎসক যদি শতমারী হন , তবে প্যারামেডিকেল ডাক্তার সহস্র মারীর কোটা ছোঁবেন তাতে আর সন্দেহ কি? আর এদের হম্বিতম্বিই কিন্তু পূর্ণ সময়ের চিকিৎসকের থেকে অনেক বেশি। তারা অসুস্থকে এমন ধমক দেবে যে রোগ কেন তার প্রাণ বায়ুই সে সময়ে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম। কারণ আবার সেই- তার দায়বদ্ধতা অনেক কম বা নেই। সে যে কোয়াক ডাক্তার , শুধু সরকারি একটা স্বীকৃতিপত্র রয়েছে মাত্র। অর্ধেক জ্ঞান নিয়ে তারা কাজটি করছেন, তাই বিচারের ক্ষেত্রেও তাদের খানিকটা মাপ হয়ে যায়। এদের দিয়ে শাসক দল নানান নানান কাজ করায়। এদের দায়বদ্ধতা কম কিন্তু ক্ষমতা বেশি। মানুষ চিকিৎসা পাক না পাক, ধমক পাবে অবশ্যই। এমনি করেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটা সিভিক, প্যারাদের দ্বারা চিরপঙ্গু হয়ে যাওয়ার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

আনন্দকথা

‘‘শান্ত — ঋষিদের ছিল। তাদের অন্য কিছু ভোগ করবার বাসনা ছিল না। যেমন স্ত্রীর স্বামীতে নিষ্ঠা, — সে জানে আমার পতি কন্দর্প।

‘‘দাস্য — যেমন হনুমানের। রামের কাজ করবার সময় সিংহতুল্য। স্ত্রীরও দাস্যভাব থাকে, — স্বামীকে প্রাণপণে সেবা করে। মার কিছু কিছু থাকে — যশোদারও ছিল।

‘‘সখ্য — বন্ধুর ভাব; এস, এস কাছে বস। শ্রীদামাদি কৃষ্ণকে কখন এঁটো ফল খাওয়াচ্ছে, কখন ঘাড়ে চড়ছে।

‘‘বাৎসল্য — যেমন যশোদার। স্ত্রীরও কতকটা থাকে, — স্বামীকে প্রাণ চিরে খাওয়ায়। ছেলেটি পেট ভরে খেলে তবেই মা সন্তুষ্ট। যশোদা কৃষ্ণ খাবে বলে ননী হাতে করে বেড়াতেন।

‘‘মধুর — যেমন শ্রীমতীর। স্ত্রীরও মধুরভাব। এ-ভাবের ভিতরে সকল ভাবই আছে — শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।’’

মণি — ঈশ্বরকে দর্শন কি এই চক্ষে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ফের সালিশি সভায় যুগলের মাথা ন্যাড়া করে দেওয়ার অভিযোগ, আটক এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: চোপড়া এলাকার তৃণমূল নেতা জেসিবির 'সালিশি সভার পর ফের সালিশি সভার নিদান। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ঘটিত কারণে এক যুগলের মাথার চুল কেটে ন্যাড়া করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল গ্রামের কিছু মানুষের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি মাথার চুল কেটে বেঁধে রাখার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই ভাইরাল। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার অন্তর্গত রুইয়া এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রুইয়া এলাকার আদিবাসী গ্রামের এক বিবাহিত মহিলা গ্রামেরই এক যুবকের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ওই মহিলার চার সন্তানও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কয়েকদিন আগে ওই যুবক ও ওই মহিলা দু'জনে বিয়ে করে করে বিহারে পালিয়ে যায়। এরপর তাদেরকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে তাদের পরিবারের সদস্যরা। বিহার থেকে তাদের পরিবারের সদস্যরা তাদেরকে ধরে গ্রামে নিয়ে আসে। গ্রাম্য সভায় তাদের চুল কেটে ন্যাড়া করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্তের পর ওই যুগলের মাথার চুল কেটে ন্যাড়া করে বেঁধে রাখা হয়। এই ঘটনার একটি ভিডিও ভাইরাল হতেই এলাকা জুড়ে নিন্দার ঝড় উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য মহঃ নবীন আলম জানিয়েছেন, গ্রাম এক যুবকের সঙ্গে ওই মহিলার অবৈধ সম্পর্কটি জানাজানি হয়। তবে তারা দু'জনকে বিহার থেকে গ্রামে নিয়ে আসে। তিনি যে খবর পেয়ে গ্রামে গিয়ে দেখেন যে তাদের দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। তার কথায় তারা কোনও গুরুত্ব না দিয়ে তাদের দু'জনের মাথার চুল কেটে দিয়ে ন্যাড়া করে দেয়।

অপরদিকে, আদিবাসী জমি রক্ষা কমিটির ইসলামপুর ব্লক সম্পাদক জাস্কেল হাঁসদা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। এ ঘটনায় ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার জবি থমাস বলেন, আমরা ঘটনার খবর পেয়েছি এবং লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই একজনকে চিহ্নিত করে আটক করা হয়েছে। ওই যুগলকে উদ্ধার করা হয়েছে। আরও কারা জড়িত আছে সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সভাপতি ও বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মন্ত্রী মলয় ঘটক, মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী।

নবঊষা নৃত্যম কলাকেন্দ্রের বার্ষিক উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: নবঊষা নৃত্যম কলাকেন্দ্রের বর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হল রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন আঙ্গিকের নৃত্যশৈলী উপস্থাপনা করা হয়। ১০০ জন শিক্ষার্থীর একসঙ্গে মঞ্চে গুরুবন্দনার মধ্যে দিয়ে সূচনা হয় অনুষ্ঠানের। তারপর সম্মাননা পর্বে উপস্থিত ছিলেন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বগণ, চিত্রকর তাপস মুখার্জি, সংগীতশিল্পী অনুপম চক্রবর্তী, নৃত্যশিল্পী শান্তা চক্রবর্তী, সমাজসেবী চন্দ্রিমা চ্যাটার্জী, সাহিত্যিক পার্থ প্রতিম দাস, নাট্যকার সৌমিত্র মুখার্জী, বিশিষ্ট শুভানুধ্যায়ী তপন চ্যাটার্জী। ৪টি নৃত্যআলেখ্য ও লোকনৃত্য পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নবঊষা নৃত্যম কলাকেন্দ্রের কর্ণধার দেবযানী দত্ত ঘোষ।

প্লাবিত এলাকার মেডিক্যাল ক্যাম্পগুলিতে চর্ম রোগের মলমের চাহিদা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: হাওড়ার বন্যা পরিস্থিতি বেশ কিছুটা উন্নতি হয়েছে। ধীরে ধীরে নামতে শুরু করেছে জল। ফলে জনজীবন ক্রমশ স্বাভাবিকের দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু উদয়নারায়ণপুর এবং আমতা দু'নম্বর ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় এখনো জল জমে থাকায় নতুন করে তৈরি হয়েছে সংক্রমণের আশঙ্কা। বিশেষত কয়েকদিন ধরে জমা জল ঘাটার ফলে ইতিমধ্যেই হাজা এবং চর্মরোগের শিকার হয়েছেন সাধারণ মানুষ। আর এ থেকে বাঁচতে অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে চর্ম রোগের ওষুধের জন্য লাইন পড়ছে মেডিক্যাল ক্যাম্পগুলিতে। যদিও চর্ম রোগের চাহিদা তুঙ্গে থাকলেও যোগান রয়েছে বলে দাবি স্বাস্থ্য কর্মীদের। উল্লেখ্য, ডিভিসির ছাড়া জলে গত কয়েকদিন আগে রাজ্যের অন্যান্য অংশের মতোই হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর এবং আমতা দু'নম্বর ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। বিপন্ন হয় কয়েক লক্ষ মানুষের জীবন। জল নামতে শুরু করেছে কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে। কিন্তু জমা জল এই মুহূর্তে প্রশাসনের মাথাব্যথা কারণ বলে জানা গিয়েছে। সোমবার কয়েকটি মেডিক্যাল ক্যাম্প ঘুরে দেখা গিয়েছে জ্বর, সর্দি, বমির ওষুধের চেয়ে চর্ম রোগের মলমের চাহিদা ব্যাপক। তবে এই মুহূর্তে যোগান স্বাভাবিক থাকায় স্বস্তিতে স্বাস্থ্যকর্মীরা।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

পৌরসভা পৌরপতির করন
বনগাঁ পৌরসভা
বনগাঁ উত্তর ২৪ পরগনা

ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার ও অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিনেক কেন্দ্র করে সমীক্ষাটির চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ

ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আদেশের সাথে সম্মতিতে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার এবং ইনস্যানিটারি ল্যাট্রিন গুলির উপর সমীক্ষাটি উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে ULBs এবং RLBs দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। সমীক্ষা ০২.০৯. ২০২৪ থেকে ১০.০৯. ২০২৪ পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছিল। ০৫.০৯.২০২৪ থেকে ১০.০৯.২০২৪ পর্যন্ত স্ব ঘোষণা শিবির পরিচালিত হয়েছিল এবং ০৫.০৯.২০২৪ থেকে ১২.০৯.২০২৪ পর্যন্ত মাঠ তদন্ত করা হয়েছিল। দাবি ও আপত্তি এবং সেই দাবি ও আপত্তি নিষ্পত্তির সময়কাল যথাক্রমে ১৩.০৯.২০২৪ এবং ২২.০৯.২০২৪ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জারস এবং ইন্স্যানিটারি ল্যাট্রিন সম্পর্কে সমীক্ষার পুরো প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করার সময় যেমন সমীক্ষা স্ব ঘোষণা শিবির, মাঠ অনুসন্ধান দাবি এবং আপত্তি জমা দেওয়া কোনও ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার (গুলি) এবং ইন্স্যানিটারি ল্যাট্রিন (গুলি) রিপোর্ট করা হয়নি, বনগাঁ পৌরসভা উপরোক্ত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বনগাঁ পৌরসভা জুড়ে একটি বিস্তারিত সমীক্ষা পরিচালনা করার পরে এটি এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে প্রকাশ করা হচ্ছে যে বনগাঁ পৌরসভায় ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জারস অনুশীলনের প্রচলন সম্পর্কে রিপোর্ট করা হয়নি এবং পাওয়া যায়নি এবং কোন ব্যক্তি সেই পেশায় নিয়োজিত নেই এবং কোন ইন্স্যানিটারি ল্যাট্রিন রিপোর্ট করা হয়নি।

২৩.০৯.২০২৪

স্বাঃ/- কার্যনির্বাহী আধিকারিক
বনগাঁ পৌরসভা

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে সম্পত্তি দখল সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত আধিকারিক **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক নিম্নোক্তদের কে আহব্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত এক্টএর সেকশন ১৩(৪) ধারা অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে উক্ত অর্থ ও তদুপরি সুদ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখল নোটিশের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী অরূপ রায় এবং শ্রীমতি রীনা রায় উভয়ের ঠিকানা** ফ্ল্যাট নং ২০২, ২য় তল, জি-৪ বিল্ডিং ''অনিতা এনক্লেভ'' ফুলেশ্বর, পো. এবং থানা - উলুবেড়িয়া, জেলা - হাওড়া-৭১১৩১৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট অবস্থিত ''অনিতা এনক্লেভ'' নামে ভবনে ফ্ল্যাট নং ২০২ (উত্তর- পূর্ব-পশ্চিম মুখী) দোতলায় পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৩৯ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া ফ্ল্যাটের ৮৬৫.৮৩ বর্গফুট, ৩ বেড রুং, ১ ড্রইং রুম, ১ কিচেন, ১ ব্যালকনি, ২ টয়লেট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা, ফিটিংস, ফিক্সচার ইত্যাদি ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত গ্যারেজ স্পেস ব্যতীত, অবস্থিত মৌজা : ফুলেশ্বর, থানা : উলুবেড়িয়া, জেএল নং ১০৮, আরএস খতিয়ান নং ১৩০৮, এলআর খতিয়ান নং ৪৪৪২ এবং ৪৪৪৩, (সমান অংশ), আরএস দাগ নং ১৮০৫, এলআর দাগ নং ১৭৭২,জেলা : হাওড়া, বর্তমানে উলুবেড়িয়া পুরসভা অধীন, সংশ্লিষ্ট পরিষেবা ইত্যাদি ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত আরও বিস্তারিত ও নির্দিষ্টভাবে বর্ণিত স্বত্ব দলিল নং ০৫০৫০২৫৩০-২০১৫ সালের, স্বত্বাধিকারীর নাম **শ্রী অরূপ রায় এবং শ্রীমতি রীনা রায়।**	ক. ২০.০৯.২০২৪ খ. ২৬.০৬.২০২৪ গ. ৩২,৭৯,০৯০.০০ টাকা (বত্রিশ লাখ উনআশি হাজার নব্বই টাকা) টাকা ২৬.০৬.২০২৪ অনুযায়ী পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ ২৭.০৬.২০২৪ থেকে পরবর্তী বকেয়া সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্ট/রেজিস্টার্ড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২০.০৯.২০২৪
স্থান - কলকাতা

চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই-এসএআরবি-সাউথ বেঙ্গল

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (Indian Bank)
জোনাল অফিস: চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২১০৩
ফোন নং: (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেইল: zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট-৪ (রুল-৮(১)) দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে রুল ৮-এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণ এবং সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / শাখার নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি ও দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	সম্পত্তির বিবরণ
১.	**ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা :** মৃত্যুঞ্জয় সাঁতরা, পিতা-মাথুর চন্দ্র সাঁতরা, গ্রাম- জামাইবাটি ও পোস্ট- ব্রাহ্মণপাড়া, থানা- হরিপাল, জেলা - হুগলী, ৭১২৪০৫, পঃবঃ, শ্রীমতী বন্দনা সাঁতরা (জামিনদার), স্বামী - মৃত্যুঞ্জয় সাঁতরা, গ্রাম- জামাইবাটি ও পোস্ট- ব্রাহ্মণপাড়া, থানা - হরিপাল, জেলা - হুগলী, ৭১২৪০৫, পঃবঃ, **জামিনদার:** জনাব জাহাঙ্গীর মন্ডল পিতা- জনাব সাহাজাহান মন্ডল, গ্রাম - ভুরকুল, পোস্ট - জগলগরি, থানা- জাঙ্গিপাড়া, জেলা - হুগলী, ৭১২৪০৩, পঃবঃ এবং শ্রী প্রদ্যুত সরকার (জামিনদার), পিতা-শ্রী জয়দেব সরকার, গ্রাম - রাধানগর, পোস্ট - দ্বারহাট্টা, থানা- জাঙ্গিপাড়া, জেলা - হুগলী, ৭১২৪০৩, পঃবঃ **শাখা: দ্বারহাট্টা**	৩০.০৫.২০২৪ এবং ১৯.০৯.২০২৪	৭,৮২,১৭৪/- টাকা (সাত লক্ষ বিরাশি হাজার একশো চুয়াত্তর টাকা) ৩০.০৫.২০২৪ অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ ৩১.০৫.২০২৪ থেকে আরও সুদ বহন করে সম্মত হারে	জমি এবং তথায় থাকা ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ ০.১২ শতক, মৌজা- জামাইবাটি, জেএল নং- ৭৬, এলআর খতিয়ান নং ১১৮৯, এলআর দাগ নং ২০১৯/২৬৬৬, ২০১৯/২৬৬৭ বান্দিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলী-তে অবস্থিত। ২০১০ সালের ২৫.০৬.২০১০ তারিখের দলিল নং ২৯৯৫, বই নং আই, ভলিউম নং ৯, পৃষ্ঠা ৪৮৯০ থেকে ৪৮৯৯ পর্যন্ত তে শ্রী মৃত্যুঞ্জয় সাঁতরা এর নামে হুগলীতে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর-** স্বপন কালীর সম্পত্তি দ্বারা, **দক্ষিণ-** নদী দ্বারা, **পূর্ব-** অর্জুন কালীর সম্পত্তি দ্বারা, **পশ্চিম-** ৪ ফুট রাস্তা দ্বারা।
২.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স প্রচেস্টা এন্টারপ্রাইজ, অংশীদার: ১) শ্রী সোমনাথ চ্যাটার্জি ২) প্রয়াত তরুণ কুমার খাঁরা (ঋণগ্রহীতা),** গ্রাম- গাজা, পোস্ট- দলপতিপুর, থানা - হরিপাল, জেলা- হুগলী, পঃবঃ - ৭১২৪০৩, **শ্রী সোমনাথ চ্যাটার্জি (অংশীদার),** গ্রাম- দলপতিপুর পূর্বপাড়া দ্বারহাট্টা, পোস্ট- দলপতিপুর, থানা- হানপাল, জেলা- হুগলী, পঃবঃ- ৭১২৪০৩। **শ্রীমতি রীতা খাঁরা (আইনি উত্তরাধিকারী এবং প্রয়াত তরুণ কুমার খাঁরা -এর স্ত্রী),** গ্রাম - দ্বারহাট্টা (কুঠি), পোস্ট- দ্বারহাট্টা, থানা- হরিপাল, জেলা - হুগলী, পঃবঃ - ৭১২৪০৩. **মিস অঙ্কিতা খাঁরা (আইনি উত্তরাধিকারী এবং প্রয়াত তরুণ কুমার খাঁরা -এর কন্যা)** গ্রাম - দ্বারহাট্টা (কুঠি), পোস্ট- দ্বারহাট্টা, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলী, পঃবঃ - ৭১২৪০৩ **জামিনদার: শ্রী বাপন জানা,** গ্রাম- দ্বারহাট্টা (কুঠি), পোস্ট- দ্বারহাট্টা, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলী, পঃবঃ- ৭১২৪০৩ এবং **শ্রী বিশ্বজিৎ জানা,** গ্রাম - দ্বারহাট্টা (কুঠি), পোস্ট- দ্বারহাট্টা, থানা-হরিপাল, জেলা-হুগলী, পঃবঃ-৭১২৪০ **শাখা: দ্বারহাট্টা**	০৪.০৭.২০২৪ এবং ১৯.০৯.২০২৪	৩০,৮৪,১০৪/- টাকা (ত্রিশ লক্ষ চুরাশি হাজার একশো চার টাকা মাত্র) ০৪.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ ০৫.০৭.২০২৪ থেকে আরও সুদ বহন করে সম্মত হারে	কমবেশি ২ কাঠা ৮ বর্গফুট পরিমাপের জমি তথায় থাকা ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা - চান্দুর, জেএল নং ৪২, এলআর দাগ নং ৭০৬, এলআর খতিয়ান নং ৫৬৫, দ্বারহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে জেলা- হুগলী, এডিএসআর হরিপালে নথিভুক্ত করা হয়েছে যার উপহারের দলিল নম্বর ৫২৬ সাল- ২০১৪ তারিখ- ১৮.০২.২০১৪, বই নং আই, সিডি ভলিউম নং ৫, পৃষ্ঠা ৯৮১ থেকে ১০০৪ তে শ্রী সোমনাথ চ্যাটার্জির নামে। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর-** প্লট নম্বর ৭০৪ দ্বারা, **দক্ষিণ-** প্লট নং ৭০৫ দ্বারা, **পূর্ব-** প্লট নং ৭০৪ এর পরে সাধারণ প্যাসেজ দ্বারা, **পশ্চিম-** প্লট নং ৭০৫ দ্বারা।
৩.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী অর্ঘ্য মুখার্জি,** পিতা- শ্রী চঞ্চল মুখার্জি, গ্রাম- রাজাগ্রাম, পোস্ট -রঘুবাটি, থানা- গোঘাট, জেলা- হুগলী, পঃবঃ - ৭১২৬১৪ এবং **জামিনদার: শ্রী চঞ্চল মুখার্জি,** পিতা- শ্রী সন্তোষ মুখার্জি, গ্রাম -রাজাগ্রাম, পোস্ট-রঘুবাটি, থানা- গোঘাট, জেলা- হুগলী, পঃবঃ - ৭১২৬১৪ **শাখা: বেঙ্গাই**	২৫.০৬.২০২৪ এবং ১৯.০৯.২০২৪	৪,৭৫,৪৪৪/- টাকা (চার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশো চুয়াল্লিশ টাকা মাত্র) ২৫.০৬.২০২৪ অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ ২৬.০৬.২০২৪ থেকে আরও সুদ বহন করে সম্মত হারে	জমি এবং তথায় থাকা ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ০৪ শতক যার মৌজা - রাজাগ্রাম, জেএল নং ৫৫, এলআর খতিয়ান নং ১১৮১, এলআর দাগ নং ১০০৭, রঘুবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে জেলা-হুগলীতে অবস্থিত। ২০১৮ সালের ২৪.০৮.২০১৮ তারিখের দলিল নং ৫০৯১ যা এডিএসআর গোঘাট এ নিবন্ধিত, বই নং আই, ভলিউম নং ০৬০৯-২০১৮, পৃষ্ঠা ৯৯০৭৮ থেকে ৯৯০৯৫ পর্যন্ততে অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়ের নামে। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর-** শ্যামাপদ জানার সম্পত্তি, **দক্ষিণ-** আবিরউদ্দিন মল্লিকের সম্পত্তি, **পূর্ব-** পঞ্চায়েত রোড, **পশ্চিম-** আবিরউদ্দিন মল্লিকের সম্পত্তি দ্বারা।

তারিখ: ১৯.০৯.২০২৪, স্থান: ১) জামাইবাটি, ২) চান্দুর, ৩) বেঙ্গাই

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

দমদম পৌরসভা
৪৪, শৈলেন দাস সরণী, কলকাতা-৭০০০২৮

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, ২৩-০৯-২৪ তারিখে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষার চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

কার্যনির্বাহী আধিকারিক
দমদম পৌরসভা

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
দূরভাষ: (+৯১ ৩৩) ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩, ফ্যাক্স: (+৯১ ৩৩) ২৬৪১ ২২১৪/৫৮৪৬/৫২১৮
আমাদের দেখুন : myhmc.in

বিজ্ঞপ্তি

বিষয় : ম্যানুয়েল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত তালিকা

ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশানুযায়ী বিগত ০২.০৯.২০২৪ **থেকে** ০৫.০৯.২০২৪ পর্যন্ত হাওড়া পৌর নিগমের প্রতিটি ওয়ার্ডে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সহ ইনস্যানিটারি ল্যাট্রিন সমীক্ষার যে কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল, তার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সমীক্ষায় কোনো ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার এবং ইনস্যানিটারি ল্যাট্রিন পাওয়া না যাওয়ায় খসড়া তালিকাটি শূন্য (Nil) বলে ঘোষণার মাধ্যমে এই সমীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আপত্তি আহ্বান করে বিগত ১২/০৯/২০২৪ তারিখে যে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয়েছিল, তার নির্দ্ধারিত সময়সীমার (২০/০৯/২০২৪) মধ্যে কোনো লিখিত আপত্তি জমা না পড়ায় হাওড়া পৌর নিগম এলাকায় ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জারের চূড়ান্ত তালিকাটি শূন্য (NIL) বলে ঘোষণা করা হচ্ছে।

৬৮(১)/২৪-২৫, ২৩/৯/২৪

কমিশনার, হাওড়া পৌর নিগম

খড়দহ পুরসভা
খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ২৩/০৯/২০২৪ তারিখে খড়দহ পুর এলাকায় ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হল।
চূড়ান্ত তালিকার একটি প্রতিলিপি সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে খড়দহ পৌরসভায় নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত করা হল।
খড়দহ পুর এলাকায় সমীক্ষা ও অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে তৈরী চূড়ান্ত তালিকায় কোনো ইনসানিটারি ল্যাট্রিন ও ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার পাওয়া যায় নি।
চূড়ান্ত তালিকার একটি প্রতিলিপি সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্যও সংশ্লিষ্ট অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত করা হল।

স্বাঃ/- কার্যনির্বাহী আধিকারিক
খড়দহ পুরসভা

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক (Union Bank of India)
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬

যেহেতু,
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে **দাবি নোটিশের তারিখ ০২.০৭.২০২৪ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) - অর্পিতা ইন্টারন্যাশনাল, শ্রীমতি অর্পিতা গাঙ্গুলি দে, শ্রী সুরজিৎ বিসুই এবং শ্রী শুভজিৎ গাঙ্গুল** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩,১৩,৯৬,৮৭১.৭৯ টাকা (তিন কোটি তেরো লাখ ছিয়ানব্বই হাজার আটশ একাত্তর টাকা এবং উনআশি পয়সা) ২৯.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** উল্লিখিত সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২০.০৯.২০২৪** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, দুর্গাপুর ইউএমএফবি শাখার** নিকট বকেয়া **৩,১৩,৯৬,৮৭১.৭৯ টাকা (তিন কোটি তেরো লাখ ছিয়ানব্বই হাজার আটশ একাত্তর টাকা এবং উনআশি পয়সা) ২৯.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** উল্লিখিত পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
জামিনত্ত সম্পদের বিবরণ- সম্পত্তি নং ১ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ফ্যাক্টরি অবস্থিত দহলা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা : ডাকাই,জেএল নং ২৬৮, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৯৮, এলআর খতিয়ান নং ৬৪৮, অবস্থিত গ্রাম : ডাকাই, পো : দহলা, থানা : খাত্রা, জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১৬০, পরিমাণ মোট জমির এরিয়া : ৪১/১০০ ডেসিমেল, **স্বত্বাধিকারী : অর্পিতা গাঙ্গুলি দে,** উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-০১০৪০১৯৩৪/২০২২, তারিখ ০২.০৫.২০২২। চৌহদ্দি : উত্তরে : প্লট নং ১৯৮, দক্ষিণে : প্লট নং ১৭৮/২৩৭, পূর্বে : প্লট নং ১৯৮, পশ্চিমে : সড়ক ১২ ফুট।
সম্পত্তি নং ২ : সমপরিমাণ বন্ধকদ্দ দোতলা বসবাসের ভবন নং ৬৬৮, ৮ নং গয়েশপুর, কিশলয় কেজি স্কুল রোড, কল্যাণী, পো : গয়েশপুর, থানা : কল্যাণী, জেলা : নদিয়া পশ্চিমবঙ্গ, গয়েশপুর পুরসভা অধীন। **স্বত্বাধিকারী : অর্পিতা গাঙ্গুলি দে** এবং শুভজিৎ গাঙ্গুলি, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-২৫৮৩/১৯ তারিখ ২৫.০৬.২০১৯ উল্লেখ্য দাগ নং ২৮, খতিয়ান নং ২৭৩, প্লট এরিয়া ৯.২৮১৩ ডেসিমেল।
চৌহদ্দি : উত্তরে : কিশলয় কেজি স্কুল এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : ১২ ফুট সড়ক, পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : ছবি দে এর সম্পত্তি।

তারিখ - ২০.০৯.২০২৪
স্থান - দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (Indian Bank) — আলিপুর শাখা
১এ, রোনাল্ডশে রোড, আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭
ফোন - (০৩৩) ২৪৩৯৮৬৭২, ২২৭৯৬২৬৭

দখল নোটিশ
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) অধীন]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আলিপুর শাখা অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৬.০৪.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা ক) শ্রীমতী সীমা গুপ্তা স্বামী শ্রী ব্রজেশ গুপ্তা খ) শ্রী দিব্যম গুপ্তা পিতা শ্রী ব্রজেশ গুপ্তা এবং গ) শ্রী ব্রজেশ গুপ্তা ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং ৬বি, ৭ম তল, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭, ডায়মন্ড হারবার রোড, পো. এবং থানা - একবালপুর, কলকাতা - ৭০০০২৩** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১,১০,৪৬,০১১.০০ টাকা (এক কোটি দশ লাখ ছেচল্লিশ হাজার এগার টাকা)** ০৯.০৫.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর নিকট বকেয়া ১,১৪,২৬,১৫৯.০০ টাকা (এক কোটি চোদ্দ লাখ ছাব্বিশ হাজার একশ উনষাট টাকা) এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
''ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।''

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ২বি, ব্লক সি, ৩য়তল, ঢাকা এরিয়া ১২১৮ বর্গফুট এবং স্টোর রুম নং ১, পরিমাণ আনুমানিক ১০৬ বর্গফুট কমবেশি এবং ১ ঢাকা স্পেস ১ মাঝারি মাপের মোটর কার পার্কিং এর জন্য নং ৯৭, একতলায়, ব্লক সি, জি-১২ তলা আইডিয়াল টাওয়ার নামে ভবনে অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৫৭, ডায়মন্ড হারবার রোড, পো এবং থানা : একবালপুর, জেলা : ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০২৩। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** আংশিক খোলা এবং আংশিক প্রবেশ পথ, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা, **পূর্বে :** ফ্ল্যাট নং ২এ, **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।

তারিখ :১৮.০৯.২০২৪, স্থান : কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI — এসবিআই, আরএসিপিসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পোঃ- ব্যারাকপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১২০, কলকাতা, ইমেল আইডি: sbi.64076@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এ/সি. নং. -৪০০৩৯৮৮০৪৮১ (হাউজিং টার্ম লোন), ৪০০৩৯৮৮২২৪১ (সুরক্ষা লোন)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি ব্যারাকপুর** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, ০৯.০৭.২০২৪ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতা **১) শ্রীমতী দীপা বিশ্বাস স্বামী-প্রয়াত সুদেব বিশ্বাস (২) রতন কুমার বিশ্বাস, পুত্র-প্রয়াত সুদেব বিশ্বাস, প্রয়াত সুদেব বিশ্বাসের (মৃত) আইনি উত্তরাধিকারী, উত্তর ঘোষ পাড়া, পোস্ট ও থানা- চাকদহ, গোধুলি লজ, চাকদহ, নদীয়া, পিন- ৭৪১২২২ এবং (৩) মিনতি বিশ্বাস, প্রয়াত সুদেব বিশ্বাস এর মাতা , প্রয়াত সুদেব বিশ্বাসের(মৃত) আইনী উত্তরাধিকারী, উত্তর ঘোষ পাড়া, পোস্ট ও থানা- চাকদহ, গোধুলি লজ, চাকদহ, নদিয়া, পিন-৭৪১২২২** -কে নোটিশে উল্লিখিত **৮,৯১,১২৫.০০ টাকা (আট লক্ষ একানব্বই হাজার একশো পঁচিশ টাকা মাত্র) ১৪.০৭.২০২২ অনুযায়ী** সেইসঙ্গে আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **২১ সেপ্টেম্বর,২০২৪** তারিখে, উক্ত এক্টের রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **৮,৯১,১২৫.০০ টাকা (আট লক্ষ একানব্বই হাজার একশো পঁচিশ টাকা মাত্র) ১৪.০৭.২০২২ অনুযায়ী** সেইসঙ্গে আরও হাল নাগাদ সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ :

মৌজা- গারুলিয়া, জেএল নং.০১-এ অবস্থিত প্রায় ০২ কাঠা ০৮ ছটাক পরিমাপের জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার তৌজি নং ২৪৬০-২৪৬১, আরএস দাগ নং ১৭৭৩, এলআর দাগ নং ৫০২৯ এর সাথে সম্পর্কিত, আরএস খতিয়ান নং.১০০৩-এর অধীনে, সংশ্লিষ্ট এলআর খতিয়ান নং ২৮৫৫, গারুলিয়া পৌরসভার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে, হোল্ডিং নং ১০৯ এর অধীনে, ওয়ার্ড নং ১৪, থানা- নোয়াপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর ব্যারাকপুর এ নিবন্ধিত ২০১৯ সালের বিক্রয় দলিল নং ০২৬০৯ যা বই নং আই, ভলিউম নং ১৫০৫- ২০১৯ পৃষ্ঠা ৭৩৮৯০ থেকে ৭৩৯১১এ রেকর্ড করা হয়েছে, তারিখ ০৪.০৬.২০১৯।
চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- অঞ্জন ভট্টাচার্যের সম্পত্তি, **দক্ষিণ-** প্রয়াত সুবোধ দাসের সম্পত্তি, **পূর্বে-** ৬ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ এবং পরিতোষ ভট্টাচার্যের সম্পত্তি, **পশ্চিমে-** অনীল ভট্টাচার্যের সম্পত্তি দ্বারা।

তারিখ: ২১.০৯.২০২৪
স্থান: ব্যারাকপুর

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS OF TITAGARH MUNICIPALITY
1, B.T. Road, Titagarh, North 24-Parganas, Kolkata-700119
No. 522/TM/24 Date: 23.09.2024.

NOTICE

Notified for information of general public that since no claims and objections with respect to the publication of Notice for draft of survey of Manual Scavengers under Titagarh Municipality has been received, the Final List of the Manual Scavengers under Titagarh Municipality is furnished below.

Ward No.	No. of Manual Scavenger found	No. of Claims and Objections received
1 to 23	Nil	Nil

Sd/- **Executive Officer,**
Titagarh Municipality

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড (AXIS FINANCE)
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

পরিশিষ্ট IV
[দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
প্রতীকী দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) এর সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড (এএফএল),** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৫ জুন ২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) **(১) মেসার্স এন ডি মার্বেল (২) শ্রী নরেন্দ্র নাথ দাস (৩) আদিত্য দাস (৪) তনুশ্রী দাস,** ২৬৬জি, মহারানী ইন্দ্রিরা দেবী রোড, পর্ণশ্রী পল্লী,বেহালা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৬০ যারা স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছিল নিম্নে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **আইএনআর ২,৩৩,৫২,৩৫৭ টাকা (দুই কোটি তেত্রিশ লাখ বাহান্ন হাজার তিনশ সাতান্ন টাকা) ০৫.০৬.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে। ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/ বন্ধকদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমেটেড-এর নিকট বকেয়া **২,৩৩,৫২,৩৫৭ টাকা (দুই কোটি তেত্রিশ লাখ বাহান্ন হাজার তিনশ সাতান্ন টাকা) ০৫.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, মূল্য, ব্যয় ইত্যাদি সহ অ্যাক্সিস ফিনান্স লি নিকট সম্পূর্ণ পরিশোধ বা উশুল হওয়া পর্যন্ত।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির বিস্তারিত :
১. জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ০৩ ছটাক এবং ১২ বর্গফুট তদস্থিত টালির শেড পরিমাণ আনুমানিক ১০০ বর্গফুট , আরএস দাগ নং ৯৫০ এবং ৯৫১, আরএস খতিয়ান নং ৩৯৮,জেএল নং ২, মৌজা : বেহালা, থানা : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত প্রেমিসেস নং ২৬৮ এইচ,মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, পৌর ওয়ার্ড নং ১২৯, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন।
২. জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা এবং তদস্থিত টালির শেড নির্মাণ পরিমাণ ১১২ বর্গফুট এবং খ) জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ২ ছটাক এবং ২৩ বর্গফুট এবং তদস্থিত টালির শেড নির্মাণ পরিমাণ আনুমানিক ১০০ বর্গফুট , এলআর দাগ নং ৮৮৮, এলআর খতিয়ান নং ৮৩৪, জেএল নং ২, আরএস নং ৮৩, তৌজি নং ৩৪৬, মৌজা এবং থানা : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪২৮ এবং ১৯৩এ/২, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড (কর বিল অনুযায়ী) , কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৩১ অধীন।
৩. জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ৮ ছটাক , ১১ বর্গফুট এবং তদস্থিত নির্মাণ সহ, দাগ নং ৯৫০, ৯৫১, ৯৫২, ৮৬৯ (অংশ) এবং ৯৯৭ খতিয়ান নং ৩৯৮ এবং ৩৯৭, জেএল নং ২ বৌজা বেহালা, থানা : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুর প্রেমিসেস নং ২৬৬জি, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, (কর রসিদ অনুযায়ী) কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৩১ অধীন।

তারিখ : ১৬.০৯.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লি

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (Bank of India — BOI, Relationship Beyond Banking)
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

ফরম্যাট অধ্যায় - ১০
সারফেসি আইন
পরিশিষ্ট এ

(যে ঋণগ্রহীতা(গণ) তার/তাদের/তাহাদের সম্পদ/সম্পত্তি জামিন রেখেছেন। এই নোটিশের অনুলিপি সেই জামিনদাতা(গণ) কে অনুমোদন করার জন্য যারা তার/তাদের/তাহাদের সম্পদ/সম্পত্তির উপর কোন জামিন দেননি।)

কুরিয়ার/রেজিস্টার্ড পোস্ট এ/ডি

প্রতি :
শ্রী সায়ন চৌধুরী
পিতা স্বপন চৌধুরী
৫৪, ফিডার রোড, ৫৩ মাদার ডেয়ারি বুথ, বেলঘরিয়া
কলকাতা, পব, পিন - ৭০০০৫৬
ফোন নং : ৮২৪০৮৮১১৪৬

মহাশয়,

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

আপনাদের অনুরোধক্রমে ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণসুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে **১২,৫০,০০০.০০ টাকা**। আমরা প্রদত্ত ঋণসুবিধাদি, সময়ে সময়ে এবং বকেয়া পরিমাণ, সংশ্লিষ্ট তারিখের নোটিশ অনুযায়ী বিস্তারিত নিম্নমতে :-

সুবিধার ধরণ	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ
(ক) হাউজিং লোন	১২,৫০,০০০.০০ টাকা	৯,৭৩,৮৪৭ টাকা এবং সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ

২. ব্যাঙ্ক কর্তৃক উক্ত ঋণ সুবিধাদি মঞ্জুর করা হয় নিম্নোক্ত সম্পদ/জামিন অধীনে (ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ সম্পত্তিসমূহ/সম্পদের বিস্তারিত)
(ক) বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৪৩২ বর্গফুট, ২টি বেডরুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট এবং ১ ডাইনিং তথা ড্রয়িং স্পেস, ২ ব্যালকনি উত্তর পূর্ব কোণে (পূর্ব দিকে) ৪র্থ তল ''প্রজ্ঞা অ্যাপার্টমেন্ট'' হোল্ডিং নং ৩/৪/বি ফেরি ফান রোড সোদপুর ঘোলা এলাকায় পানিহাটি পুরসভা অধীন ওয়ার্ড নং ২০ (পুরনো), ৩১ (নতুন) থানা - খড়দা, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৭৪ এবং অবিভক্ত জমির সমানুপাতিক হারে অংশ যেখানে ভবন নির্মিত প্রেমিসেসের সাধারণ চলার পথে অধিকার এবং সুবিধাদি সহ যেমন জমির প্রেমিসেসের প্রধান নির্মাণ, প্রধান প্রবেশ পথ, স্যানিটারি প্রিভি, নিকাশি, জল সরবরাহ প্রক্রিয়া, বিদ্যুৎ, সিঁড়ি, ভবনের উপরের অংশ সহ।
৩. আপনারা ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্ট **নন পারফর্মিং অ্যাসেট শ্রেণিভুক্ত হয়েছে** ২৯.০৭.২০২৪ তারিখে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলি/পরিচালন নীতি অনুযায়ী।
৪. সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত কারণে আপনাদের নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ দায় ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ **৯,৭৩,৮৪৭.০০ টাকা (নোটিশের তারিখ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে বকেয়া) এবং পরবর্তী সুদ ৯.৪৫ শতাংশ বার্ষিক হারে পুঞ্জীভূত মাস অন্তর সুদ এবং সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক কৃত, এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে** সমুদয় বকেয়া পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আপনাদের সম্পূর্ণ ঝুঁকি, এবং ব্যয়ে এবং যাবতীয় অন্যান্য অবস্থা প্রেক্ষিতে উক্ত জামিনদত্ত সম্পদের বিনিময়ে বকেয়া আদায়ে উদ্যোগী হবে।
৫. ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া সমুদয় প্রযোজ্য সুদ, সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য আদায় দিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এবং আপনারা আপনাদের জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে সমুদয় বকেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি লিজ, বিক্রয়, হস্তান্তর ইত্যাদির মাধ্যমে হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়েছে, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং/অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বকেয়া (ব্যাঙ্কের কাছে আপনার অন্য যে কোনও পাওনা সহ, ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসাবে) সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যাওয়ার পরে, আপনাকে অর্থ প্রদান করা হবে।
৭. যদি উল্লিখিত বকেয়াগুলি সুরক্ষিত সম্পদের বিনিময়ে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তাহলে আমরা ঋণ পুনরুদ্ধারের আগে আইনি/পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপগুলি দায়ের সহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিনিময়ে এগিয়ে যাওয়ার আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করি ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল/আদালত, আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদির সাথে বকেয়া অবশিষ্ট পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য।
৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুযায়ী, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহারের মাধ্যমে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি হস্তান্তর বা কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করা থেকে বিরত থাকবেন বন্ধক বা অন্যথায়।
৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।
১০. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই আপনাকে অবগত করা হয়েছে।

স্থান : সল্টলেক
তারিখ : ০৬.০৮.২০২৪

স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বাইকে উত্তরপাড়া-সহ একাধিক জায়গার পুজোমণ্ডপ পরিদর্শনে পুলিশ কমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আর মাত্র হাতে গোনা কয়েক দিনের অপেক্ষা। তারপরেই আপামর বাঙালি মেতে উঠবে তাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর আনন্দে। সেই আনন্দের দিনেই কিভাবে নাগরিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যায় সেই দিকে নজর দিয়েছে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট। বাইকে চেপে খোদ পুলিশ কমিশনার ঘুরে দেখলেন উত্তরপাড়া, কোন্নগর সহ একাধিক জায়গার পুজোমণ্ডপ। মণ্ডপের ভিড় সামাল দিতে কতটা প্রস্তুত পুজো কমিটিগুলি তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগী। পুজোর আগেই আরজি করের ঘটনায় উত্তাল হয়েছে গোটা দেশ। নারী নিরাপত্তা নিয়ে পথে নেমেছেন শহরতলি থেকে মফঃস্বলের মহিলা পুরুষ সকলে। সেই কথা মাথায় রেখে দুর্গাপুজোয় মহিলাদের যাতে

কোনওরকম নিরাপত্তার অভাব না হয় তার জন্য তৈরি করা হয়েছে অপরাজিতা টাস্ক ফোর্স। পুজোর সময় চালু করা হবে বিভিন্ন কন্ট্রোল রুম। যেখান থেকে আপৎকালীন যে কোনও পরিস্থিতিতে তৎক্ষণাৎ যাতে কুইক রিঅ্যাকশন টিম কাজ করতে পারে সেই দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। প্রচন্ড ভিড়ের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন বা ভিড়ের মধ্যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে তার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে পিঙ্ক মোবাইল পুলিশ ফোর্স। যারা ছোট দলে ঘটনাস্থলে প্রস্তুত হয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সক্ষম। পূজা বিষয়কে মাথায় রেখে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার ঘেরাটোপে নাগরিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে চাইছেন পুলিশ কমিশনারেট। এই বিষয়ে পুলিশ কমিশনার বলেন, পুজোর সময় মহিলাদের সুরক্ষার্থে অপরাজিতা টাস্ক ফোর্স কাজ করবে। পিঙ্ক মোবাইল পুলিশ ফোর্স থাকবে শুধু মাত্র নারী নিরাপত্তায়। চুরি ছিনতাই ঠেকাতে সাদা পোশাকে পুলিশ মোতায়েন থাকবে। পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথ থাকবে। সিসি ক্যামেরার নজরদারিও থাকবে।

কেষ্ট গড়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক বৈঠক ঘিরে তৎপরতা বোলপুরে

মিলন গোস্বামী ● বীরভূম

প্রায় দু'বছর পরে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে বীরভূমে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দু'বছর ন'দিন জেলবন্দি থাকার পর অবশেষে মুক্তি পেয়েছেন অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্ট। বীরভূমের 'বাঘ' মঙ্গলবার ফিরতে পারেন তাঁর ঘরে, আর বোলপুরে সেদিনই উপস্থিত থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। বিগত দিনগুলিতে দেখা গেছে অনুব্রত মণ্ডলকে পাশে বসিয়েই প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দুই বছর ধরে তিহারে জেলবন্দি ছিলেন কেষ্ট তাই মমতাও প্রশাসনিক বৈঠকে হাজির হননি এমনটাই সূত্রের খবর। অবশেষে দিল্লির হাইকোর্টের নির্দেশে জামিনে মুক্ত হয়েছেন কেষ্ট আর মঙ্গলবারই প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেবেন মমতা, যদিও সেই বৈঠকে আদৌ অনুব্রত মণ্ডল উপস্থিত থাকবেন কিনা সেই নিয়ে রাজনৈতিক মহলে এবং দলীয় স্তরে কানাঘুষা চলছে। কেননা তৃণমূল এখনো পর্যন্ত বীরভূমের সভাপতি করে রেখেছেন অনুব্রত মণ্ডলকেই। বীরভূমের বাঘ ২০২২ সালে ১১ই অগস্ট গোরু পাচার মামলায় প্রথমে সিবিআই ও পরে ইডির হাতে গ্রেপ্তার হন। আসানসোল থেকে উড়িয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় দিল্লিতে তিহার জেলে, সেখানে প্রায় ১৮ মাস জেলবন্দি থাকাকালীন দিল্লির একাধিক নামি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন অনুব্রত। জেলযাপনের কঠোর অনুশাসন ও চিকিৎসকদের পরামর্শে প্রায় ৩০ কেজি ওজন কমিয়ে ফেলেছেন হেভিওয়েট বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল।

মঙ্গলবার তিনি বীরভূমে বোলপুরের বাড়িতে ফিরতে পারেন ধরে নিয়েই জেলা পুলিশ প্রশাসন তাঁর সিকিউরিটির জন্য বাড়তি উদ্যোগ নিচ্ছে বলে সূত্রের খবর। পূর্বে তিনি জেট ক্যাটাগরির সুবিধা পেতেন তাই একই কথা মাথায় রেখে তাকে শেষ পর্যন্ত জেট ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়া হবে কিনা তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার বীরভূমে জেলা প্রশাসনিক বৈঠকের যোগ দেওয়ার আগে বীরভূমের প্লাবিত এলাকাগুলি পরিদর্শন করতে পারেন বলে খবর। তাই বন্যা কবলিত এলাকাগুলিতে মোতায়েন করা হচ্ছে পুলিশ বাহিনী। জেলার সাতটি ব্লকের কয়েক হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী তাদের সঙ্গেও দেখা করতে পারেন। শুধু তাই নয়, এবারের জেলা সফরে জলের নিচে চলে যাওয়া সতীপীঠ কংকালীতলাও ঘুরতে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই সবদিক বিবেচনা করে সজাগ জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। এদিকে অনুব্রত মণ্ডল জামিনে মুক্তি পাওয়ার খবরে এবং মুখ্যমন্ত্রীর বীরভূম সফরকে কেন্দ্র করে মমতা ও অনুব্রতর ছবি দিয়ে বড় বড় গেট সাজানো হয়েছে। অনুব্রতহীন বীরভূমে কর্মীদের মনোবলে যে ফাটল দেখা গিয়েছিল কেষ্ট দা বীরভূমে ফেরার আশায় সেই কর্মীদের মনোবল এখন তুঙ্গে। তবে অনুব্রতর অবর্তমানে জেলায় যে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছিল কেষ্ট ফিরে আসায় সেই দ্বন্দ্ব কতটা মিটে 'বাঘে গরুতে' এক ঘাটে জল খাবে, সেই দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

জলমগ্ন মানুষের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দিল গাইঘাটা ব্লক প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: গাইঘাটায় জলমগ্ন মানুষের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দিল গাইঘাটা ব্লক প্রশাসন। উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা ব্লকের শিমুলপুর সুটিয়া ও রামনগর গ্রামপঞ্চায়েতের বিস্তিন্ন এলাকা জলমগ্ন। বহুমানুষ ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। অনেকে বাড়ি ছেড়ে ত্রাণশিবিরে আসতে চাইছেন না। বাড়িতে জলবন্দি হয়ে আছে। এদিন সুটিয়া গ্রামপঞ্চায়েতের আচাড়ি পাড়ায় যে সমস্ত মানুষের বাড়িতে জলবন্দী হয়ে আছে তাদের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দিল গাইঘাটা ব্লক প্রশাসন। গাইঘাটার বিডিও নীলাদ্রি সরকার বলেন, গাইঘাটা ব্লকে শিমুলপুর সুটিয়া এবং রামানগর এই তিনটি গ্রামপঞ্চায়েতের অবস্তা খারাপ। যে সমস্ত মানুষ ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছে তাদের সরকারে পক্ষ থেকে ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে। যারা ত্রাণশিবিরে আসেনি এদিন তাদের হাতে কিছু ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হল। আগামীতে প্রয়োজন হলে দুয়ারে রেশনের মধ্য দিয়ে ত্রাণ দেওয়া হবে।

এখনও জলমগ্ন খানাকুল, কলার ভেলায় করে ত্রাণ নিতে এল শিশুরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: শিশুগুলো অভুক্ত। সাতদিন ধরে ঘরে ভাত রান্না হয়নি। কেবল মাত্র মুড়ি আর জল খেয়েই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। এখনও জলমগ্ন এলাকা। নৌকা নেই। তাই কলার ভেলা করেই ত্রাণের মালপত্র আনতে এসেছে তারা। স্কুল ছুটি। সেখানেও জল ঢুকেছে। কেউ দ্বিতীয় শ্রেণি বা কেউ তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া। মিড ডে মিলও হয়নি। এমনই অবস্থা খানাকুলের ধরমপুর, সোনা টিকরি, মাইনান, ঘোষপুর, কুলাট সহ একাধিক গ্রামের। এমই অবস্থায় আরামবাগ পুরসভার পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারি তার কর্মীদের নিয়ে ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে গেলেন। সোমবার দুপুরে এই এলাকায় নৌকো করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল,ডাল, শুকনো খাবার দেন। শিশুদের বিস্কুট ও ক্যাডবেরী দেন তিনি। এদিকে ধরমপুর এলাকাতেই ত্রাণ সামগ্রী দেওয়ার সময়ে বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারি এলাকা থেকে চলে আসতে বাধ্য হন। ত্রাণের অপ্রতুলতার

কারণেই এই বিক্ষোভ। আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারি বলেন, বিক্ষোভ থাকবেই। আরও ত্রাণ দেওয়া হবে। খানাকুলের একাধিক এলাকায় এখনও বহু জল রয়েছে। যেখানে নৌকো আছে সেখানে ত্রাণ দেওয়া হলেও ভিতরের গ্রামগুলিতে ত্রাণ পৌঁছাচ্ছে না। অপরদিকে এদিন খানাকুলের বন্দর এলাকায় ত্রাণ বিলি করেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী। তিনি বন্দর এলাকার বানভাসিদের জন্য শুকনো খাবার, পানীয় জল, বিস্কুট, রুটি, মুড়ি পৌঁছে দেন। এই বিষয়ে তৃণমূল নেতা স্বপন নন্দী বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমরা প্লাবিত এলাকার মানুষের জন্য ত্রাণ বিলি করলাম। বন্যা কবলিত মানুষের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা কাজ করছেন। খানাকুলের প্লাবিত এলাকায় কমিউনিটি কিচেন তৈরি করে খাবার খাওয়ানো হয় পুলিশের তরফ থেকে।

উপস্থিত ছিলেন হুগলি গ্রামীণ রুরাল পুলিশের পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন, আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী সহ থানার পুলিশ আধিকারিক। এই এলাকার বন্যা বিধ্বস্ত বাসিন্দাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

আদালত অবমাননার অভিযোগ

মালদা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পুরনো একটি নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় আদালত অবমাননার অভিযোগে মালদা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান বাসন্তী বর্মনকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। পাশাপাশি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের ওই চেয়ারম্যানকে ২৬

সেপ্টেম্বরের মধ্যে আদালতে হাজির করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশ ও প্রশাসনকে। সোমবার উচ্চ আদালতের এমন নির্দেশের বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্যাপক শোড়গোল পড়ে গিয়েছে মালদা জেলার জুড়ে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষিকা মোফেজা খাতুন বকেয়া এড়িয়ার দ্রুত পাওয়ার দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা করেন। সেই মামলায় মালদা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান বাসন্তী বর্মনকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। এমনকী বকেয়া এড়িয়ার প্রদান করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল প্রথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানকে। কিন্তু সেই নির্দেশ পালন করেননি চেয়ারম্যান বলে অভিযোগ। চলতি বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর বাসন্তী বর্মনকে সশরীরে অথবা ভার্চুয়াল মাধ্যমে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেয় আদালত। কিন্তু বাসন্তী বর্মন আদালতে হাজিরা দেননি। এই ঘটনায় বাসন্তী বর্মনের বরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে আদালত। মালদা থানার আইসিকে বাসন্তী বর্মনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেন। মালদা জেলা প্রাথমিক সংসদের চেয়ারম্যান বাসন্তী বর্মন বলেন, হ্যাঁ, এইরকম নির্দেশের কথা আমি শুনেছি। কলকাতায় যাচ্ছি। আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব।

ময়ূরেশ্বরের কোট গ্রামে ৯ যুবকের নৃশংস খুনের ঘটনায় ১৩ জনের যাবজ্জীবন

সাজা ঘোষণা সিউড়ি আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: ১৯৮১ সালের ৮ অগস্ট, তৎকালীন ময়ূরেশ্বর থানার (বর্তমানে মল্লারপুর থানার অন্তর্গত) কোটগ্রামে নয় যুবককে খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত ১৩ জনকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দিল অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদালত-১। প্রত্যেককে পাঁচহাজার টাকা করে জরিমানাও করা হয়। অনাদায়ে অতিরিক্ত ১ মাস জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পাশাপাশি বাড়িতে আগুন লাগানোর ঘটনায় প্রত্যেককে ৭ বছরের কারাদণ্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক মাসের কারাদণ্ডের সাজা দেন বিচারপতি। এই সাজার বিরুদ্ধে চাইলে উচ্চ আদালতে আবেদন করা যাবে এবং প্রয়োজনে জেলা আইনি পরিষেবা সংস্থার তরফ থেকে বিনামূল্যে উকিল পাওয়া যাবে বলেও জানান বিচারপতি।

প্রসঙ্গত, মাড়গ্রামের বাসিন্দা ওই নয় যুবকের খুনের ঘটনায় কোটগ্রামের ৭২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। ৮ জন সাক্ষীর বক্তব্য শোনার পর গত শুক্রবার ১৩ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদালত-১।

কোটগ্রাম থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে মাড়গ্রাম থেকে একটি পরিবারের ৬ যুবক এবং ওই গ্রামের আরও তিন যুবক কোটগ্রামে এসে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। বিবাদ ক্রমশ বাড়তে থাকে, চলে হাতাহাতিও। এরপরই গোটা গ্রাম মিলে ঘিরে ধরে ওই নয় যুবককে। তারা একটি বাড়ির ভিতর লুকিয়ে বাঁচার চেষ্টা করলে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে ও লঙ্কার গুঁড়ো ছড়িয়ে তাদের বাড়ি থেকে বের করে এনে কুপিয়ে খুন করা হয়। এরপরই ওই যুবকদের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে কোটগ্রামের ৭২ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়। দীর্ঘ ৪৩ বছর মামলা চলার মাঝে একাধিক অভিযুক্তের মৃত্যু ঘটেছে, অনেকে সাক্ষী দিতে আসেনি। অবশেষে সব সমস্যা মিটিয়ে শুক্রবার দোষী সাব্যস্ত হন ১৩ জন। এদিন মামলার সাজা ঘোষণা করা হয়।

SBI রিটেল অ্যাসেটস সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার, হাওড়া
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন - ৯১ ৩৩ ২৬৩৭ ৩০০৫/৩০০৬/৪১৩৪, ই-মেল - sbi.10263@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া শাখার** অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৩**-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নেউল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক নিম্নোক্তদের কে আহব্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ কে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত এক্টএর সেকশন **১৩ ধারার উপধারা (৪)** অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে উক্ত অর্থ ও তদুপরি সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আরএসিপিসি হাওড়া শাখার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা খ) অ্যাকাউন্ট নং	বন্ধকদত্ত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) **শ্রী জিৎ কুমার বাল্মিকী,** পিতা টিটু বাল্মিকী এবং **শ্রীমতি শীলা দেবী,** স্বামী টিটু বাল্মিকী, সাকিন লাকি অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ১০২, ৮৮/সি, গদাধর ভট্ট রোড, হাওড়া : ৭১১২০৩। খ) **লোন এ/সি নং ৪০৭৪৩৮৮৯৮৮০ (এইচবিএল) এবং ৪০৭৪৩৮৮৯৯১৫ (সুরক্ষা)**	**জমির বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এরিয়া ০২ কাঠা, ১৪ ছটাক, ৩৮ বর্গফুট,(জি-২) তলা নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : লিলুয়া, জেএল ণং ১২, আরএস দাগ নং ৩০৩, আরএস খতিয়ান নং ১৪৬১, এলআর দাগ নং ৩০৩, এলআর খতিয়ান নং ৫৪২ এবং ৫০১০, প্রেমিসেস নং ৮৮/সি,গদাধর ভট্ট রোড, থানা : লিলুয়া, ওয়ার্ড নং ২৪, নিউ-৩০, বালি পুরসভা অধীন, সম্পত্তি এইচএমসি ওয়ার্ড নং ৬৪, জেলা : হাওড়া, অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত সাধারণ চলার পথ এভং অন্যান্য সুবিধা সহ চৌহদ্দি : উত্তরে : জমি দাগ নং ৩০৩, দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : জমি দাগ নং ৩০৩, পশ্চিমে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **ফ্ল্যাটের বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশএকটি সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ১০২ পরিমাণ এরিয়া ৬৮৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ কমবেশি, দুই বেড রুম,এক ড্রইং-তথা- ডাইনিং স্পেস, বাথ তথা টয়লেট, এক কিচেন, মার্বেল মেঝে সমন্বিত ফ্ল্যাট দোতলায় লিফট সুবিধা ব্যতীত উক্ত ভবন কমপ্লেক্স পুরসভা হোল্ডিং নং ৮৮/সি, গদাধর ভট্ট রোড, ওয়ার্ড নং ২৪, বর্তমান ৩০, সম্পত্তি এইচ এম সি ওয়ার্ড নং ৬৪ অধীন, থানা : লিলুয়া, জেলা : হাওড়া, এবং উক্ত জমির ভাগ অংশ, স্বার্থ এবং স্বত্ব সাধারণের ব্যবহারের স্থান সুবিধা, পরিষেবা এভং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ সমন্বিত। **ফ্ল্যাট এর চৌহদ্দি :** উত্তরে : খোলা স্পেস, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং ১০৩, পূর্বে : খোলা স্পেস, পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং ১০১। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী জিৎ কুমার বাল্মিকী এবং শ্রীমতি শীলা দেবী** উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০২০১৭৫৪ -২০২২ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০২-২০২২,পৃষ্ঠা ৯১২৬৩ থেকে ৯১২৯৩, অ্যাডিশনাল জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস এডিএসআর, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।	১. ২০.০৯.২০২৪ ২. ১৯.০৬.২০২৪ ৩. ১৭,১৬,০৭২.০০ টাকা (সতের লাখ ষোলো হাজার বাহাত্তর টাকা) টাকা **১৯.০৬.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, মূল্য, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ।
২.	ক) **নীলম দাস, স্বামী সুরেশ দাস,** **সাকিন** ফ্ল্যাট নং ২০১, ৩য়তল, উত্তর-পূর্ব কোনে, হাওড়া পৌর সংস্থা অধীন, হোল্ডিং নং ৩/৩, ডি এন মুখার্জি রোড, থানা : বালি, হাওড়া : ৭১১২০১। খ) **লোন এ/সি নং : ৩৮৪৬৮৪৩০৪৩০ (এইচবিএল) এবং ৪১৭৯৩২৪৩৪১২ (সুরক্ষা)।**	**জমির বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক ০৯ কাঠা ০৬ ছটাক ২৯ বর্গফুট কমবেশি পূর্বতন বালি এবং বর্তমানে হাওড়া পৌর সংস্থা অধীন হোল্ডিং নং ৩/৩, ডি এন মুখার্জি রোড, পূর্বতন বালি পুরসভার ওয়ার্ড নং ২ এবং বর্তমানে হাওড়া পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৫৩, আরএস দাগ নং ১১০৮৫, আরএস খতিয়ান নং ৬০২১, জেএল নং ১৪, মৌজা : বালি, থানা : বালি, জেলা : হাওড়া, চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে : সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : জয়ন্ত মুখার্জির সম্পত্তি, পূর্বে : অধীর চৌধুরীর জমি , পশ্চিমে : এজমালি (সাধারণ) পুকুর। ফ্ল্যাটের বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ২০১ এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ৭৫০ বর্গফুট ২৮০০ প্রতি বর্গফুট ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, অবস্থিত উত্তর পূর্ব কোনে তিনতলায় , দুই বেড রুম, এক কিচেন, এক লিভিং তথা ডাইনিং, এক বাথ তথা প্রিভি, এক ব্যালকনি ইত্যাদি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ জমি এবং ভবনের চাতালে এবং যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত , অবস্থিত পূর্বতন বালি এবং বর্তমানে হাওড়া পৌর সংস্থার হোল্ডিং নং ৩/৩, ডি এন মুখার্জি রোড, পূর্বতন বালি পুরসভার ওয়ার্ড নং ২ এবং বর্তমানে হাওড়া পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৫৩, আরএস দাগ নং ১১০৮৫, আরএস খতিয়ান ৬০২১ জেএল নং ১৪, মৌজা : বালি, থানা : বালি, জেলা : হাওড়া। ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে : সিঁড়ি, দক্ষিণে : শ্যামলী বিশ্বাসের ফ্ল্যাট, পূর্বে : সাধারণ চলার পথ,পশ্চিমে : সিনহার ফ্ল্যাট। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রীমতি নীলম দাস উল্লেখ্য দলিল নং ০৫১৩০৪০২৭-২০১৯ সালের,** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫১৩/২০১৯, পৃষ্ঠা ১৩৩৯৩৪ থেকে ১৩৩৯৬২, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস ডিএসআর ২, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।	১. ২০.০৯.২০২৪ ২. ৩০.০১.২০২৪ ৩. ১৯,০২,২৩৮.০০ টাকা (উনিশ লাখ দুই হাজার দুশো আটত্রিশ টাকা) টাকা **৩০.০১.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, মূল্য, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২০.০৯.২০২৪
স্থান - হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, আরএসিপিসি হাওড়া

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর,
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট -IV-A (দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৮(৬)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৫.১০.২০২৪ তারিখ** ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নে উল্লিখিত।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক. নির্ধারিত ঋণ/বকেয়া পরিমাণ (টাকা) খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি) ৩. ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
১	**জামুরিয়া শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **সদর আলম** **ঋণগ্রহীতার নাম : ১. সদর আলম** আম্বেদকার রোড,মুসলিমপাড়া,দিলদার নগর, আসানসোল : ৭১৩৩০৩।	সমপরিমাণ বন্ধকদাত্ত বসবাসের জমি এবং তদস্থিত ভবন, সদর আলম এর নামে, জেএল নং ২০, খতিয়ান নং ৪০৯৩, দাগ নং ৩০১৩২, থানা : আসানসোল সাউথ, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান।	ক. ২৮.৭৪ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ০৮.০৮.২০২৩ গ. ০৬.১২.২০২৩	১. ২১,৫১,০০০.০০ টাকা ২. ২,১৫,১০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
২	**উখড়া শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **শিখা তেওয়ারি** **ঋণগ্রহীতার নাম :** **শ্রীমতি শিখা তেওয়ারি,** স্বামী শ্রী উত্তম তেওয়ারি, উখড়া, থানা : উখড়া, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত চনচনি, মাঝিপাড়া , উখড়া শাখা ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার নিকট, বিক্রয় দলিল নং ৭৯১ তারিখ ১৮.০২.২০১৯, এরিয়া ২.১১ কাঠা, মৌজা উখড়া, খতিয়ান নং ৫৯৮১, প্লট নং ১৬৪৬, পো : উখড়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩৬৩। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রীমতি শিখা তেওয়ারি। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : হরবচন সিং এর ভবন, দক্ষিণে : শ্রী মিলনের ভবন, পশ্চিমে : সিন্ধু বার্ণওয়ালের ভবন।	ক. ১৩.৭৭ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ০৯.০৯.২০২৩ গ. ১৩.০২.২০২৪	১. ১৬,৭৫,০০০.০০ টাকা ২. ১,৬৭,৫০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৩	**বার্নপুর শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **মহ রশিদ,** **ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী মহ রশিদ,** পিতা শ্রী মহ ওয়াসিম, মৌজা : আসানসোল পুরসভা, থানা : আসানসোল (দক্ষিণ), জেলা : পশ্চিম বর্ধমান।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : আসানসোল পুরসভা, থানা : আসানসোল (দক্ষিণ) জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, বিক্রয় দলিল নং ১-৫৫০৪ তাং ২৯.০৯.২০২০,জেএল নং ২০, আরএস প্লট নং ৭৬২১, ৭৬২৩ এবং ৭৬২৫, আরএস খতিয়ান নং ৯২৭৯। **এরিয়া ১২০০ বর্গফুট। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী মহ রশিদ। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : এমএন সাহা রোড, উত্তরে : মহ ইবরার এবং অন্যান্যর ভবন, দক্ষিণে : অন্যান্যর ভবন।	ক. ২৯.৩৭ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ২৯.০৮.২০২২ গ. ২১.১২.২০২২	১. ২৬,৮৭,০০০.০০ টাকা ২. ২,৬৮,৭০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৪	**রানিগঞ্জ শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **মহ জাবেদ আলম** **ঋণগ্রহীতার নাম :** **মহ জাবেদ আলম**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : ইসমাইল, থানা : হীরাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, জেএল নং ২২, আরএস প্লট নং ৭১৫২, এলআর প্লট নং ৩৭৮০, ৭০০১, আরএস খতিয়ান নং ৪১৫, এলআর খতিয়ান নং ৬০৫৩, ফ্ল্যাট নং এ২, নবীল অ্যাপার্টমেন্ট, আজাদ নগর রোড, মল্লিক হার্ডওয়ারের নিকট, বার্নপুর পরিমাণ এরিয়া ১৩৭৫ বর্গফুট এবং **রেজিস্ট্রিকৃত স্বত্বাধিকারীর নাম মহ জাবেদ আলম। সম্পত্তির চৌহদ্দি : (ভবনের চৌহদ্দি) :** পূর্বে : অন্যান্যর জমি, পশ্চিমে : ২৪ ফুট চওড়া সড়ক, উত্তরে : অন্যান্যর জমি, দক্ষিণে : ১১ ফুট চওড়া সড়ক। **সম্পত্তির চৌহদ্দি (ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি) :** পূর্বে : ফ্ল্যাট নং এ-১, পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং এ-৩, উত্তরে : সিঁড়ি, দক্ষিণে : খোলা জায়গা।	ক. ৩৫.৬১ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ০৫.১২.২০২৩ গ. ২৩.০২.২০২৪	১. ৩৬,৪৮,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৬৪,৮০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৫	**সাতগাছিয়া শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **শ্রাবস্তি কৃষি ভান্ডার** **ঋণগ্রহীতার নাম :** **মেসার্স শ্রীবস্তি কৃষি ভান্ডার** **(স্বত্বা : শ্রী অমরনাথ সিংহ রায়,** পিতা শ্রী অসিতাভ সিংহ রায়, গ্রাম : বোহার, পো : বোহার, মৌজা : বোহার, থানা : মেমারি, জেলা : পূর্ব বর্ধমান।	**সম্পত্তি ১ :** অবস্থিত গ্রাম : বোহার, পো : বোহার, থানা : মেমারি, মৌজা : বোহার, জেএল নং ৯৩, আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৩৪০৭, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫৬১৮, বোহার ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পিন : ৭১৩৪৩০। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী অমরনাথ সিংহ রায়। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : অন্যান্যর ভবন, পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া পিসিসি রোড, উত্তরে : অন্যান্যর খালি জমি, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া পিসিসি রোড। -- **সম্পত্তি ২ :** অবস্থিত গ্রাম : বোহার, পো : বোহার, থানা : মেমারি, মৌজা : বোহার, জেএল নং ৯৩, আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৩৪০৭, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫২৩৮, বোহার ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পিন : ৭১৩৪৩০। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : সুকুর আলি এর ভবন, উত্তরে: অশোক কুমার সিংহ রায়ের জমি, দক্ষিণে : দোকান।	ক. ৩১.২০ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ৩১.১০.২০২৩ গ. ০৯.০২.২০২৪	**সম্পত্তি ১ :** ১. ২৯,০৩,০০০.০০ টাকা ২. ২,৯০,৩০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা **সম্পত্তি ২ :** ১. ১৯,৫০,০০০.০০ টাকা ২. ১,৯৫,০০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৬	**সাতগাছি শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **কাজি সাবিবুর রহমান,** **ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী কাজি সাবিবুর রহমান** (পিতা শ্রী কাজি মোফিজার রহমান), গ্রাম : জাবুই, পো : জাবুই, মৌজা : জাবুই, থানা : মেমারি, জেলা : পূর্ব বর্ধমান।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : জাবুই, থানা : মেমারি, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, বিক্রয় দলিল নং ৭০৪ তারিখ ২৪.০২.২০০৯, জেএল নং ৬৬, এলআর খতিয়ান ১১৮৭৫, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৭৯৩, এরিয়া ১৮ ডেসিমেল। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী কাজি সবিবুর রহমান। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : কাজি আবদুল গনির সম্পত্তি, পশ্চিমে : কাজি মাদাশ্বর রহমানের সম্পত্তি, উত্তরে : বর্ধমান-কালনা রোড, দক্ষিণে : গঙ্গাধর হাজরার সম্পত্তি।	ক. ৪০.৭৩ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ১১.১২.২০২৩ গ. ১২.০৩.২০২৪	১. ২৫,৩৬,০০০.০০ টাকা ২. ২,৫৩,৬০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://ebkray.in** -এর মাধ্যমে হবে।
(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ২৫.১০.২০২৪ সকাল ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত,** যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১৮০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি **২৫.১০.২০২৪ (বিকেল ৪টে পর্যন্ত)**দেখতে পারেন।
(৩) **আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://ebkray.in -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য, এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি উপরে উল্লিখিত লিংক অনুসারে হবে। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) অথবা অভিষেক পরাশর (+৯১ ৮২০৮১ ৯০৩৬৭) -এর সঙ্গে।**
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ "যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে", "যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে" বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময়। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া ক্ষেত্রে।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.** দ্বারা ই-বিক্রয় পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে **২৫.১০.২০২৪** তারিখে বা তার পূর্বে।
(৮) সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে যার মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধ করা ইএমডি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দর মূল্য গ্রহণের পরের দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে, এতে ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল দরদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে যদি তিনি সর্বদা বিড করার জন্য বৈধভাবে যোগ্য হন।
(৯) দর /ক্রয়ের অর্থের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ বিক্রয়ের **১৫তম দিনে** বা তার আগে প্রদেয় হবে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের (ব্যাংকিং চলাকালীন সময়ে) অথবা শুধুমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের জন্য। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থপ্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দরদাতার ইতিমধ্যে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন নিলাম পরিচালনা করতে পারেন।
(১০) সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।
(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার/বন্ধকদাতাদের জন্য ত্রিশ দিনের নোটিশ।

তারিখ: ২৩.০৯.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আঙুলে চোট, দ্বিতীয় টেস্টে অনিশ্চিত শাকিব

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথম টেস্টে সফল হননি তিনি। হারতে হয়েছে দলকেও। কানপুরে দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশের হয়ে শাকিব আল হাসানের খেলা অনিশ্চিত। তাঁর আঙুলে চোট লেগেছে। চিকিৎসকেরা অনুমতি দিলে তবেই তাঁকে খেলানো হবে। সোমবার এই খবর জানিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচক কমিটির সদস্য হান্নান সরকার।

ব্যাটিংয়ের সময় যশপ্রীত বুমরার একটি বল শাকিবের আঙুলে লাগে। শুশ্রূষার দরকার হয়। তার পরে ব্যাটিং চালিয়ে গেলেও বোলিংয়ের সময় তিনি ব্যথা অনুভব করেন। তার পরেই শাকিবকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

এ দিন সাংবাদিকদের হান্নান বলেছেন, আমরা কাল (মঙ্গলবার) কানপুরে যাচ্ছি। আজ ছুটি। কানপুরে দুটো সেশন পাব। তার পরেই বোঝা যাবে শাকিবকে দ্বিতীয় টেস্টে পাওয়া যাবে কি না। এখনই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গায় নেই।

হান্নান আরও বলেছেন, এই দু'দিন শাকিব ফিজিয়োর পর্যবেক্ষণে থাকবে। মাঠে নামলে ফিজিয়োর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাবে। পরের ম্যাচের আগে সময় রয়েছে। তাই শাকিবকে দলে নেওয়ার আগে ভাবনাচিন্তার সময় হাতে থাকছে।

বাংলাদেশের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত আগেই জানিয়েছিলেন যে বাকিরা ভাল করছিলেন বলে শাকিবকে দিয়ে সে ভাবে বল করাননি। দু'ইনিংসেই শাকিব কোনও উইকেট পাননি। বল করেছেন মাত্র ২১ ওভার।

হান্নান বলেছেন, জানি শাকিবের চোট নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ম্যাচের আগে ওর কোনও চোট ছিল না। তবু অনেকে অনেক রকম জল্পনা তৈরি করছে। ম্যাচের আগে ও খেলার জন্য ১০০ শতাংশ তৈরি ছিল। তাই এটাকে বড় চোট বলা যাবে না।

জন্মদিনেও নিজের কাজে অবিচল সিএবির মেডিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান বাপি দে

নিজস্ব প্রতিনিধি: জগমোহন ডালমিয়ার আমল থেকেই পরিচিত হয়ে ওঠা। সৌরভের আমল থেকে পাকাপাকিভাবে সিএবিতে। আর এখন! গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলান। তিনি এখন সিএবির মেডিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বদলে গেছে মেডিক্যাল ইউনিটের পরিবেশ। অভাব-অভিযোগ এক্কেবারে হাওয়া। যে কারণে তাঁকে যেমন পছন্দ করেন বিরাট কোহলি থেকে রাহুল দ্রাবিড়, তেমনই তিনি কাছের লোক বাংলা দলের ক্রিকেটার থেকে বয়সভিত্তিক দলের জুনিয়রদের কাছেও। ময়দানে ঘুরে ঘুরে তদারকিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। মেডিক্যালের জন্য কোন প্লেয়ারের কী প্রয়োজন তা সবসময় খেয়াল রাখেন। তাই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের যেমন নয়নের মনি বাপীদা, তেমনই বাকি কর্তা , প্রশাসক, বর্তমান ও প্রাক্তন ক্রিকেটার সকলেরই প্রিয় পাত্র। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের ঠিক কতটা কাছের মানুষ, তা বাপীদার জন্মদিনের অনুষ্ঠান দেখলেই বোঝা যায়।

সিএবিতে কেক কেটেই ঘটা করে পালন করা হল বাপীদার জন্মদিন। সেখানে স্বয়ং হাজির স্নেহাশিস গাঙ্গুলী। নিজের জন্মদিনেও সামাজিক দায়বদ্ধতায় অটুট অবশ্য বাপীদা। অস্বীকার করার উপায় নেই, তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে ইন্টারন্যাশনাল তারকা থেকে ময়দানে লড়াই করে যাওয়া তরুণ তুর্কির পাশে থাকতে হয়। ক্রিকেটে এমন বিরল দৃষ্টান্ত যে অল্প কয়েকজনের আছে, তারমধ্যে তিনি অন্যতম। ময়দানের ২২ গজ যাঁকে বাপীদা নামেই চেনে। ভাল নাম প্রদীপ কুমার দে। সে নামের চেয়ে বাপী দে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন তাঁর কাজে। তাঁর হাত ধরেই ক্রিকেটের নন্দন কাননে মেডিক্যাল ইউনিটে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। আইপিএল থেকে বিশ্বকাপ ক্রিকেট, একা হাতেই সামলেছেন মেডিক্যাল বিভাগ। শাহরুখ খানও তাঁর প্রশংসা করে গেছেন। করোনার সময়কালেও তাঁর অবদান ভোলার নয়। সবাই যখন সেসময় ভীত, তখন অকুতোভয় ছিলেন তিনি। সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন ময়দানের মালিদের জন্য। খাবারের ব্যবস্থা যেমন করেন, তেমনই ব্যবস্থা করে দেন জরুরি চিকিৎসার। ক্রিকেটই তার ধ্যান জ্ঞান। ক্রিকেটে তাঁর অবদান ভোলার নয়। এই ক্রিকেটের উন্নতির প্রার্থনা করতেই বারবার ছুটে যান পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে। বাপীদার তাই আর এক পরিচিতই হচ্ছে, জয় জগন্নাথ বাপী নামে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত স্নেহভাজন তিনি। সুব্রত বক্সিরও কাছের লোক। বর্তমানে চরম অস্থিরতার মাঝেও মুখ্যমন্ত্রীর পাশে সমর্থনের শক্ত হাত ধরে রেখেছেন তিনি। থাকেন ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির কাছে। কিন্তু তাঁর ঘরবাড়িই যেন সিএবিকে কেন্দ্র করে। আরও একটা বিশেষ পরিচয় তাঁর আছে। কলকাতার বিখ্যাত পুজোগুলোর অন্যতম চোরবাগান দুর্গোৎসবের অন্যতম কর্মকর্তা তিনি। সবকিছুর পরও তিনি মাটির মানুষ। মানুষের জন্যই করে যেতে চান।

জয়াসুরিয়ার ঘূর্ণিতে ১৬ মিনিটেই শেষ নিউজিল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেষ দিনের খেলা শুরুর আগে সিরিজের সম্প্রচারকারী চ্যানেলের সঞ্চালকের সঙ্গে কথা হয়েছে প্রবাত জয়াসুরিয়ার। লঙ্কান এই বাঁহাতি স্পিনার বলেন, 'আমরা যদি ১০০ ভাগ দিতে পারি, আমার মনে হয় কাজটা দ্রুতই সেরে ফেলতে পারব।'

জয়াসুরিয়া কোন কাজের কথা বলেছেন, বুঝতেই পারছেন। উপমহাদেশে কোনো টেস্টের শেষ দিনে একজন স্পিনারের সবচেয়ে বড় কাজ তো টপাটপ উইকেট এনে দেওয়া। স্পিনাররা যে এ সময় পিচ থেকে বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকেন। কিন্তু গতকাল চতুর্থ দিনে শ্রীলঙ্কা ও জয়ের মধ্যে ব্যবধান হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন রাচিন রবীন্দ্র। তবে নিউজিল্যান্ডের এই অলরাউন্ডার জয়াসুরিয়ার সামনে আজ আর দেয়াল তুলে দাঁড়াতে পারলেন না।

রবীন্দ্র এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলার পর উইলিয়াম ও'রুর্ককে বোল্ড করলেন জয়াসুরিয়া। তাঁর ঘূর্ণিতে শেষ দিনে কিউইরা টিকতে পারল মাত্র ১৬ মিনিট ও ২২ বল। তাতে ৬৩ রানের জয়ে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল শ্রীলঙ্কা। জয়ের জন্য আজ আরও ৬৮ রান দরকার ছিল নিউজিল্যান্ডের; হাতে ছিল ২ উইকেট। কিন্তু কিউইরা আজ আর মাত্র ৪ রান তুলতে পেরেছে।

গলে বুধবার টস জিতে ব্যাটিংয়ে নামে শ্রীলঙ্কা। কামিন্দু মেন্ডিসের সেঞ্চুরিতে প্রথম ইনিংসে তারা করে ৩০৫ রান। জবাবে তিন ফিফটিতে প্রথম ইনিংসে ৩৫ রানের লিড নেয় নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয় ইনিংসে এজাজ প্যাটেলের ৬ উইকেটে লঙ্কানরা ৩০৯ রানে অলআউট হলে কিউইদের লক্ষ্য দাঁড়ায় ২৭৫ রান।

নিউজিল্যান্ড এই রান তুলতে পারলে তা হতো গল টেস্টে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড। কিন্তু তা হতে দিলেন না জয়াসুরিয়া।

সফরকারীদের আশা-ভরসার প্রতীক হয়ে থাকা রবীন্দ্র আউট হয়েছেন ৯২ রানে। ও'রুর্ক মেরেছেন 'ডাক'। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৯ উইকেট নেওয়া জয়াসুরিয়ার হাতেই উঠেছে ম্যাচসেরার পুরস্কার। দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন ৩২ বছর বয়সী এই বাঁহাতি স্পিনার, যা টেস্ট ক্যারিয়ারে তাঁর অষ্টম 'ফাইফার'। এর সাতটিই নিয়েছেন গলে।

মজার ব্যাপার হলো লঙ্কানরা এই টেস্ট খেলল দুজন প্রেসিডেন্টের সময়ে। যখন এই টেস্ট খেলতে নামে, তখন দেশটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন রনিল বিক্রমাসিংহে।

টেস্টের মধ্যে গত শনিবার ১ দিনের বিরতি ছিল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কারণে। সেই নির্বাচনে বিক্রমাসিংহেকে হারিয়ে শ্রীলঙ্কার নতুন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন অনূঢ়া কুমারা দিশানায়েকে। স্বাভাবিকভাবেই নতুন প্রেসিডেন্টের সময়ে এটাই লঙ্কান ক্রিকেট দলের প্রথম জয়।

দুই দলের সিরিজ নির্ধারণী টেস্টও হবে গলে। ম্যাচ শুরু আগামী বৃহস্পতিবার।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

শ্রীলঙ্কা ১ম ইনিংস ৯১.৫ ওভারে ৩০৫
(কামিন্দু ১১৪, কুশল ৫০, ও'রুর্ক ৫/৫৫, ফিলিপস ২/৫২)।
নিউজিল্যান্ড ১ম ইনিংস ৯০.৫ ওভারে ৩৪০
(ল্যাথাম ৭০, মিচেল ৫৭, উইলিয়ামসন ৫৫; জয়াসুরিয়া ৪/১৩৬, রমেশ ৩/১০১)।
শ্রীলঙ্কা ২য় ইনিংস ৯৪.২ ওভারে ৩০৯
(করুণারত্নে ৮৩, চান্ডিমাল ৬১, ম্যাথুস ৫০; এজাজ ৬/৯০, ও'রুর্ক ৩/৪৯)।
নিউজিল্যান্ড ২য় ইনিংস ৭১.৪ ওভারে ২১১
(রবীন্দ্র ৯২, ব্লান্ডেল ৩০, উইলিয়ামসন ৩০, ল্যাথাম ২৮; জয়াসুরিয়া ৫/৬৮, রমেশ ৩/৮৩)।
ফল শ্রীলঙ্কা ৬৩ রানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ প্রবাত জয়াসুরিয়া।
সিরিজ ২ ম্যাচের সিরিজে শ্রীলঙ্কা ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

এমপক্সের নতুন উপরূপের সংক্রমণ এবার ভারতেও

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর: এমপক্স (মাঙ্কি পক্স)-এর নতুন উপরূপ ক্লেড ১বি-এর সংক্রমণ এ বার ভারতেও। সংবাদ সংস্থা এএনআই সরকারি সূত্রকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, কেরলের মলপ্পুরমে এক রোগীর শরীরে এমপক্সের ক্লেড ১বি-র সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এমপক্সের এই উপরূপে প্রথম কেউ আক্রান্ত হলেন ভারতে। বছর আটত্রিশের ওই রোগী সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে ফিরেছিলেন। দেশে ফেরার পর থেকেই তাঁর বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিয়েছিল।

গত মাসেই এমপক্সের নতুন উপরূপ ক্লেড ১ প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

(হু)। দেশে ফেরার পর থেকে জ্বরে ভুগছিলেন ওই রোগী। ত্বকে র‍্যাশ বেরিয়েছিল। চিকেনপক্সে যেমন হয়, অনেকটা সেই রকমই। পরে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে যান তিনি। সেই সময়ে উপসর্গ দেখে সন্দেহ হয় চিকিৎসকের। নমুনা পরীক্ষা করা হলে শরীরে এমপক্সের সংক্রমণ ধরা পড়ে। দেশে এমপক্সের সংক্রমণের হিসাবে অবশ্য কেরলের এই রোগী দ্বিতীয় আক্রান্ত। এর আগে দিল্লিতে এক রোগীর শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছিল। তবে সেটি ছিল ক্লেড ২ উপরূপের সংক্রমণ। কেরলের এই রোগীর শরীরে ধরা পড়েছে এমপক্সের ক্লেড ১ উপরূপ, যা নিয়ে সম্প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে হু।

এমপক্সের নতুন উপরূপ বিশ্বের একাধিক দেশে মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। আফ্রিকায় যে গতিতে সংক্রমণ ছড়িয়েছে, তার জেরে অগস্টে এমপক্স নিয়ে গোটা বিশ্বের জন্য জরুরি অবস্থার সতর্কতা ঘোষণা করেছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। ২০২২ সালের পর এই নিয়ে দ্বিতীয় বার এমপক্স নিয়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

এমপক্স নিয়ে বিশ্বের একাধিক প্রান্তে উদ্বেগের মধ্যেই সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে রাজ্যগুলিকে সতর্ক করে একটি নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্র। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, এমপক্স সংক্রমণের বিষয়টি চিহ্নিত করে নজরদারি চালাতে হবে। কেউ সংক্রামিত হলে বা সংক্রামিত হয়েছেন বলে সন্দেহ হলে তাঁকে আইসোলেশনে রাখার ব্যবস্থাও করতে বলা হয়েছে। সে জন্য হাসপাতালে বিশেষ ব্যবস্থা রাখার কথাও বলা হয়েছে নির্দেশিকায়। দেশবাসীকে অকারণে আতঙ্কিত না হওয়ারও পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্র।

ছত্তিশগড়ে বাজ পড়ে মৃত্যু ছয় পড়ুয়ার

রায়পুর, ২৩ সেপ্টেম্বর: পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বাজ পড়ে মৃত্যু হল ছ'জন ছাত্রের। তারা সকলেই একাদশ শ্রেণির ছাত্র। বাড়ি ফেরার পথে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেতে গাছের তলায় আশ্রয় নেয় সকলে। সে সময়ই বাজ পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের রাজনন্দগাঁও এলাকায়। পড়ুয়া ছাড়াও আরও দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয় বাজ পড়ে। অর্থাৎ ছত্তিশগড়ে বাজ পড়ে এক দিনে মৃত্যু হল আট জনের।

জেলাশাসক সঞ্জয় আগরওয়াল মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, পরীক্ষা দিয়ে স্কুল থেকে ফেরার পথে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে পড়ে ছয় কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছিল তারা। সেখানেই বিপদ ঘটে। রাজনন্দগাঁওয়ের পুলিশ সুপার মোহিত গর্গ জানিয়েছেন, আরও এক জন বাজ পড়ে আহত হয়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাঁর অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

রাজ্য সরকার মৃতদের পরিবারের জন্য চার লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছে। এ ছাড়াও আহতদের জন্য নিয়ম মেনে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে সরকার। পাশাপাশি, আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী সকলকে সতর্ক থাকার কথাও বলা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে রাজ্যবাসীদের বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গায় না থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মাঠ, ফাঁকা রাস্তায় কিংবা গাছের নীচে থাকতে নিষেধ করা হয়েছে।

যুদ্ধ আবহের মাঝেই আমেরিকা পৌঁছলেন জেলেনস্কি, পরিদর্শন করলেন অস্ত্র কারখানা

কিভ, ২৩ সেপ্টেম্বর: আড়াই বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এখনও থামেনি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। হানাহানি, মৃত্যুমিছিল সব কিছুই জারি রয়েছে। এই রক্তক্ষয়ী সংঘাত থামানো নিয়ে একাধিকবার শান্তি বৈঠক হলেও, কোনও রফাসূত্র মেলেনি। এবার রুশবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ের মাঝেই আমেরিকায় গেলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ওয়াশিংটনে পা রাখার আগে তিনি জানান, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে নাকি যুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারণ হবে। তাই কি 'পথ' খুঁজতে বন্ধু দেশে গেলেন জেলেনস্কি?

গত আড়াই বছর ধরে মাটি কামড়ে রণক্ষেত্রে লড়াই করছে ইউক্রেনীয় সেনা। রাশিয়াকে একচুল জমি ছাড়তে নারাজ তারা। এই যুদ্ধের শুরু থেকে ইউক্রেনের পাশে রয়েছে আমেরিকা। মার্কিন অস্ত্রবলে রুশ ফৌজকে পালটা মার দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি বদলে জেলেনস্কির 'লিলিপুট' বাহিনী। কিন্তু নিজেদের দাবি বজায় রেখেই এবার শান্তির পথে হাঁটতে চান ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। খবর, রবিবার আমেরিকায় পৌঁছন জেলেনস্কি। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার বৈঠকে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। সাক্ষাৎ হতে পারে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সঙ্গেও। সকলের সঙ্গেই জেলেনস্কি চলমান যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করবেন বলে খবর।

এদিন আমেরিকার বিমান ধরার আগে এক্স হ্যান্ডেলে জেলেনস্কি লেখেন, 'কয়েকমাসের মধ্যেই যুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারণ হবে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়।' এর পর বন্ধু দেশে পৌঁছে তিনি পেনসিলভেনিয়ায় অস্ত্র তৈরির কারখানা পরিদর্শন করেন। জানা গিয়েছে, ইউক্রেনকে আরও বেশি সংখ্যায় সমরাস্ত্র দেওয়া নিয়ে বাইডেনের সঙ্গে কথা বলতে পারেন জেলেনস্কি। ওই কারখানাগুলো ঘুরে দেখার পর তিনি বলেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের যা যা করণীয় ছিল তা সব করেছি। অস্ত্রও ব্যবহার করেছি। কূটনৈতিক বৈঠক করেও দেখেছি। আমাদের সহযোগীরা রাশিয়াকে শান্তির পথে ফেরাতে নানা পদক্ষেপ করেছে। সূত্রের খবর, জেলেনস্কির এই সফরের পর ফের ইউক্রেনের জন্য বড় অঙ্কের সামরিক সাহায্য ঘোষণা করবে হোয়াইট হাউস।

৪৫ দিনের মধ্যে আল জাজিরার দপ্তর বন্ধের নোটিস দিল ইজরায়েলের সেনা

জেরুজালেম, ২৩ সেপ্টেম্বর: এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা আল জাজিরার দপ্তর বন্ধের নোটিস দিয়েছে ইজরায়েলের সেনা! ওয়েস্ট ব্যাংকের রামাল্লা শহরে অবস্থিত কাতারভিত্তিক আল জাজিরার অফিসে ইজরায়েলি সেনা হানা দিয়েছে বলে জানানো হয়েছে সংস্থার তরফেই। ৪৫ দিনের মধ্যে অফিস বন্ধের নোটিস দেওয়া হয়েছে তাদের। কিন্তু কেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইজরায়েল?

আল জাজিরার রিপোর্টে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, 'মুখোশধারী ইজরায়েলি সেনা সংস্থার ভবনে ঢুকে পড়ে। এই নেটওয়ার্কের ওয়েস্ট ব্যাংক ব্যুরো চিফ ওয়ালিদ আল-ওমারির হাতে অফিস বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ তুলে দেয়। যদিও এর জন্য কোনও কারণ দেখানো

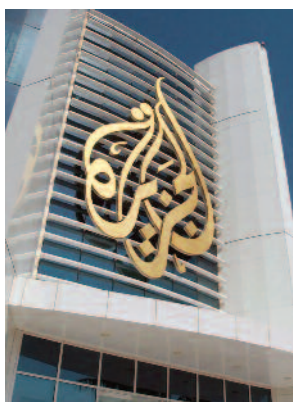

হয়নি। ৪৫ দিনের মধ্যে আল জাজিরা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আদালতের নির্দেশ রয়েছে।' এই ঘটনার পরই মানবাধিকার এবং তথ্যের অধিকারের ন্যূনতম অধিকার ইজরায়েল লঙ্ঘন করেছে বলে সুর চড়িয়েছে আল জাজিরা। এই সংবাদ সংস্থার দাবি, গাজায় ইজরায়েল যা যা করছে সেগুলো ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই এই পদক্ষেপ।

এদিকে, নতুন করে দুপক্ষের সংঘর্ষের জেরে ইজরায়েল-লেবানন সীমান্ত এলাকা থেকে প্রায় ১০ হাজার বাসিন্দা ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। ইজরায়েলের দাবি, গত কয়েকদিনে তাদের বিমানহানায় হেজবোল্লার কয়েকজন কমান্ডার নিহত হয়েছে। পালটা হেজবোল্লা হুঁশিয়ারি, ইজরায়েল যত দিন না গাজায় হামলা বন্ধ করবে, তত দিন তারা হামলা জারি রাখবে। যেভাবে ইজরায়েল তাদের উপর হামলা চালাচ্ছে, তার পরিণতি ভুগতে হবে। রবিবার সকাল থেকে লেবাননে হামলা আরও জোরদার করেছে ইজরায়েল।

Office of the
KATABARI GRAM PANCHAYAT
P.O. Natial, Murshidabad, West Bengal
Tender Notice
Percentage rate e - Tender invited vide **NIT No.-05/KGP/2024-25 of 05th S.FC Memo No.:-269/1 (12)/KGP, Date:- 23-09-2024. by the Prodhan, KATABARI GRAM PANCHAYAT.** Date & time of publication of **e-NIT 24/09/2024 AT 10:00 A.M.** Last date of submission of bid (online) **30/09/2024 UP TO 05:00 P.M.** Intending bidders may download tender documents from **htpp://wbtenders.gov.in** or Notice board of the Katabari Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.
Sd/- PRODHAN
KATABARI GRAM PANCHAYAT
Katabari,Jalangi, Murshidabad

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.- Panihati, P.S.-Khardah, Dist.- North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No.- 033 2553-2909 ; Fax: 033 2553 1487
Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work **Tender Nit No.: PM/PWD/NIT-5/2024-25 dated 23.09.2024** under Panihati Municipality for details log on **www.wbtenders.gov.in**.Contact concern authority P.W.Department. Panihati Municipality at the above address. **Last Date of submission 22.10.2024.**
Sd/-
Executive Officer
Panihati Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
Notice Inviting e-Tender No.: UKM/041(e)/2023-24(2nd Call), Dt: 11-09-2024. Tender ID: **2024_MAD_750041_1 (SL-01),** Tender ID: **2024_MAD_750066_1(SL-02),** Tender ID: **2024_MAD_ 750095_1(SL-03),** Tender ID: **2024_MAD_750122_1(SL-04),** Tender ID: **2024_MAD_ 750141_1(SL-05).** Date Corrigendum published. For Details: **wbtenders.gov.in**
e-Tender No. : UKM/PWD/016(e)/2024-25 dt-23.09.2024
1. Connection of Branch distribution line with the ESR pipe line including supplying and laying DI pipe installation of valve and construction of valve chamber as required complete in all respect at Makhlasasthitala in ward no-20 under Uttarpara-Kotrung Municipality. Bid Submission Closing Date: **03/10/2024.** For Details: **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
U.K. Municipality

Basantapur Gram Panchayat
Under Amta-1 Panchayat Samity
Manikura, Amta, Howrah
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of 4 nos. development work(s) vide **Memo No.: WB/HWH/AMTA-1/BGP/24-25/NIT/453/(1-4), Date: 23.09.2024.** Documents Download & Bid Submission Start Date (Online): **23.09.2024 at 06:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **30.09.2024 up to 04:00 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online): **03.10.2024 at 11:00 AM.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Basantapur Gram Panchayat

PWD TENDERSHORT NOTICE
Tenders from bonafide bidders as per GO are invited by the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division No.II.
SHORTe-N.I.T. No. 09 of 2024-25
Tender for the work(i) "Up-Gradation toilet blocks of VVIP Room, CT Scan, Dialysis. Male Surgical Emergency, Female, OT Complex, Padietrics Surgery Emergency, Female Medicine Ward of MMC & H, Murshidabad (RattiererSaathi)"; Estimate put to tender **Rs.6617502.04;** Tender ID : **2024_ PWD_755986_1;** (ii) "Up-Gradation toilet block of Blood Bank, ICU, Radiology, Female Surgical, SNCU, Male Medicine Ward of MMC&H, Murshidabad. (RattiererSaathi).; Estimate put to tender **Rs.6703808.75;** Tender ID : **2024_ PWD_755986_2 &** (iii) "Up-Gradation toilet blocks of Male Surgical Emergency, OT Complex, Padietrics Surgery Emergency, Female Medicine Ward of MMC&H, Murshidabad. (RattiererSaathi)"; Estimate put to tender **Rs.5862597.62;** Tender ID : **2024_ PWD_755986_3**
Details may be obtained from office during working hours and also from **http://www.wbpwd.gov.in & http://wbtenders.gov.in**
Bid submission start date and time **:24.09.2024 from 6:00 PM** (IST). End date and time of submission bid proposal **:28.09.2024 upto 2:00 PM** (IST). N.B.-Any corrigendum/ and addendum, if issued for this eNIQ will be published in Online mode only.
Sd/-
Executive Engineer, P.W.D.
Berhampore Division No.II

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/297/24-25 Dated 11.09.2024	Construction of Proposed concrete slab over existing surface drain from Kalitala Sarat Smriti Bhaban to Hitaishi Sangha under Ward No.-29 of Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,39,555.00
WBMAD/ULB/RSM/298/24-25 Dated 11.09.2024	Construction of Bituminous road fron EM Bypass to Kaizen apartment at Majumderpara of Ward No.-28 & 29 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 9,97,994.00
WBMAD/ULB/RSM/299/24-25 Dated 11.09.2024	Repairing Of Pot - Holes From Hindusthan More To Fartabad More (hindusthan Road) & Fartabad Road From Karmamandir Club To Beltala In Ward No.- 28 & 29 Under Rajpur-sonarpur Municipality.	Rs. 8,27,393.00

Bid Submission end date: **21.09.2024 at 11-00 hrs to 25.09.2024 at 17-00 hrs.**
For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Executive Officer, Rajpur-Sonarpur Municipality

NOTICE
e- tender are invited for execution of different soil conservation works of vide **NIT reference No 01(e) /RAD CC 2024-25/DDASC-KRVP 2ND CALL** for more details visit **https:// wbtenders.gov.in** and **https://purulia.gov.in.** Last Date of Bid Submission **30-Sep- 2024 06:00 PM**
Sd/-
Deputy Director of Agriculture
(SC), KRVP Purulia

Office at ADHATA GP
Vill + Post- Adhata, P.S.- Amdanga, North 24 Parganas
NIT NO - 44/ ADH_GP/2024-25_Date-20/09/2024 and Published date: 21/09/2024
NOS Scheme - 04
Document download start date From **21.09.2024, 9.00A.M** (or as per Tender site). Bid submission start day on **21/09/2024 at 9.00 A.M** (or as per e-Tender site). Bid submission closing day on **27/09/2024 upto 1.00 P.M** (or as per e-Tender site). Bid opening date & time on **30/09/2024 (After 10.30 A.M)** or any other day and time as desired and fixed by the tender authority. Place at Adhata GP.
NIT NO- Re Call 45/ ADH_GP/2024-25_Date-20/09/2024 and Published date-23/09/2024
NOS Scheme - 04
Document download start date From **23.09.2024, 9.00A.M** (or as per Tender site). Bid submission start day on **23/09/2024 at 9.00 A.M** (or as per e-Tender site). Bid submission closing day on **27/09/2024 upto 2.00 P.M** (or as per e-Tender site). Bid opening date & time on **30/09/2024 (After 11.30 A.M)** or any other day and time as desired and fixed by the tender authority. Place at Adhata GP.
Soma Das, Prodhan
Adhata Gram panchayat

টেন্ডার
কেএমসিপি স্কুল অবস্থিত ১৫ গোবিন্দ চাঁদ কার্তিক রোড, কলকাতা : ৭০০০৪৬ এবং বৈজনাথ রাজকেয়া বালিকা বিদ্যালয় অবস্থিত পিপলপাতি রোড, মুঙ্গের,বিহার ৮১১২০১ এর জন্য মেরামতি এবং নির্মাণ কাজ , উল্লিখিত বিওকিউ অনুযায়ী কাজের জন্য দফা ওয়ারি দর টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার ফর্ম নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ বেলা ১০.৩০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অফেতরযোগ্য ২০০০ টাকা আদায় দিয়ে সংগ্রহ করা যাবে।
সিল করা টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ১ অক্টোবর ২০২৪ বেলা ৩টা পর্যন্ত।
ক্যালকাটা সেন্ট্রাল রাউন্ড টেবল ৩৮ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।
যোগাযোগ :
সিসিআরটি-৩৮, ২৩/২২০এ নিউ আলিপুর, সাউথ ব্লক, ফ্ল্যাট -জে
একতলা, কলকাতা : ৭০০০৫৩
ই-মেল : info@vioray.in

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

কবিতা

পূজা আসছে

গোপাল দাস

পূজা আসছে;
তোমার সঙ্গে দেখা হবে
আগমনীর সুরে
ভোরের শিউলি তলায়।

পূজা আসছে ;
তোমার সঙ্গে দেখা হবে
নদীর পাড়ে ,
কাশের বনের মেলায়।

পূজা আসছে ;
তোমার সঙ্গে দেখা হবে
নীল আকাশের
সাদা মেঘের ভেলায়।

পূজা আসছে;
তোমার সঙ্গে দেখা হবে
ঢাকের বোলে
দুর্গা ঠাকুর তলায়।

আগমনী

পর্ণা ঘাঁটী

নীল আকাশের পেঁজা তুলোর মেঘেদের মেলা
শরৎ এর স্নিগ্ধ হাওয়ায়, কাশফুলেরই দোলা ।
শিউলি ফুলের মিষ্টি সুবাসে মজেছে আজ ধরা
পুজোর সাজে সমারোহে উৎসবে মাতোয়ারা ।।
পদ্ম কুড়ি পাঁপড়ি মেলে শিশির ভেজা ভোরে
আগমনের বাদ্যি বাজে; মনের অন্তঃপুরে ।
নতুন জামা নতুন ফিতে আলতা পেড়ে শাড়ি ।।
আনন্দেরই বান ভাসিয়ে দিচ্ছে সবাই পাড়ি
দুষ্টের দমন করো মাগো;এই কামনা করি।
অসুর দমন করবে তুমি এই আশাতেই মন ভরি ।।
ঢাকের বোলে উঠুক আজ, রাক্ষস বধের প্রতিধ্বনি
মনে আঁধার সরিয়ে মাগো;জাগ্রত করো আলোর খনি।
হিমের পরশ মোড়ানো কত কাশবনের শুভ্রতায়
উচ্ছসিত মর্ত্যবাসী মায়ের আগমন বার্তায়।।

সোমা মুখার্জি

'এ ....মা ... মা ... পূজা যে চলে আইলেক। ই বচ্চরকার পূজার জামা কাপড় কিনবিক লাই নাকি রে ?'

'না রে সোহাগী, মুন লাই।'

'ক্যানে কি হুলু কি তুর ?'

'তুরে আর কি বুলবক, ছুটু ছ্যালা তু। তবু তো তুকে জানতে হবেক। উই যে কোলকেতাকের ডাক্তর দিদিমনি রে কি হারে মারলেক শুনিস লাই টিভিতে? উর লেগ্যেই মুন টো মুর খারাপ হয়্যে আছেক ই কদিন। বিচার টো চাই রে ... আমরা সক্কলে এর বিচার টো চাই।' বছর দশেকের সোহাগী কতই বা কি বোঝে। সে তার মাকে জিজ্ঞেস করে 'আর বিচার লিয়্যে কি হুবে? ডাক্তর দিদিমনি টো তো মরে গেছেক। আর তো সে বাঁচবেক লাই।'

সোহাগীর মা কমলা কপাল চাপড়ে হা হুতাশ করে। বলে, 'বাঁচবেক লাই সে তো সক্কলেই জানি। তবে উকে যে তড়পে তড়পে মারলেক উর বিচার টো কি হবেক লাই নাকি? আমরা সব লোকগুলান একজুট হুলে আসামীরা পিছু হটবেই। চ চ মেলা বকিস না। যা বুজিস লাই তা আর তুকে বুজতে হবেক লাই। তু উই দাওয়া টোয় বুসে থাক।'

'তুর হঠাৎ কি হল ক তো মা? কদিন থেকেই তু কেমন মনমরা হয়্যে রয়েছিস।'

'হঁ রে ... মুন টো ভালো লাই। তু খিলা কর মা, মুই থ এট্টু বাইর হই।'

'কুথাকে যাবি মা?'

'যাবো ওই হোথাকে। কুপিলাদের ঘরকে। মানকে এলে বুলিস উখানকে যেতে। আজ কমিটি হুবো। লোকমত গোড়বো। আর মাস্টর দিদিমণিটুর বাড়ি থ্যেক্যে কেউ ডাকতে এলে বুলিস মু আজ কামে যাবো লাই। মিছিল হুব আজ রাত্তেরে।'

'ইবার সত্যিই লতুন জামা কিনবিক লাই মা? গেল বার তু কত্ত আগে থ্যেকে আমার লেগে, বুনটোর লেগে লতুন জামা কিনলি...!'

কমলা ভাবে অনেক কথা... অনেক দূর ভাবে ও। দুটো মেয়ে বিইয়েছে সে। সোহাগী আর আদুরী। বড় আদরের ওরা। মেয়ে হওয়ার জন্য কোনো আক্ষেপ নেই ওর বা ওর সোয়ামী বসন্তর। কিন্তু এবার ওরা চিন্তিত, ত্রস্ত। পেটে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে যাকে সে যদি আবার মেয়ে রক্ষা করবে কেমন করে তারা তাদের আদরের ধনরে! উদ্বিগ্ন মনে সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলে কমলা। এগিয়ে চলে, এগিয়ে চলে... এ চলার যেন শেষ নেই কোনো।

মল্লিকা আজ সকাল থেকেই প্রচন্ড ব্যস্ত । পুজো এসে গেল অথচ এখনো তার তিন কামরার ফ্ল্যাটটা রং করানো হল না। প্রতি বছর চেঞ্জ করে করে ঘর রং করায় সে। সেই সঙ্গে ফার্নিচার বদলও হয় কালে কস্মিনে। পবিত্র কখনও সখনও বারণ করে। কিন্তু এই বছর মল্লিকার এহেন আচরণ দেখে মনে মনে ক্ষমা করতে পারলো না সে। কিন্তু মল্লিকার এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করলো তাদের বছর পনেরোর মেয়ে তুলি। নিজেকে যতটা সম্ভব সংযত রেখেই সে মার্কেটিং এ যাওয়াটা এড়িয়ে যেতে চাইল। এবার আর তার পুজোর মার্কেটিং ভালো লাগছে না। প্রতি বছর সে তার স্টাডিরুমটা নতুন করে সাজায় পুজোর আগে। এবার এসব কিছুতেই তার মন নেই। আজ সে বের হবে আবার নতুন এক প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে। বাড়িতেও তো চুপ থাকবে ভেবেও থাকতে পারে না সে। অনবরত বকুনি শুনতে পাচ্ছে মায়ের,

'কেন যাবি না তুই?'

'এই বছরটা ছেড়ে দাও না মা...' অনুনয় করে বলে ওঠে তুলি।

'কেন এবছর নতুন করে কি এমন হল যে পুজোর বাজার করবি না!'

বড় অচেনা লাগে তুলির ওর মাকে মাঝে মাঝে। যে স্কুল টিচার মা মেয়েদের স্বাধীনতার কথা বলে, মেয়েদের উচ্চপ্রতিষ্ঠিত হতে বলে, পরিবারে, প্রতিবেশে অন্যায় অবিচারের সঙ্গে আপোষ করতে বারণ করে, সেই দৃপ্তময়ী মায়ের দীপ্তি তার কাছে এখন যেন ক্ষীণ, ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ছে। দুদিন আগে যে মা মোমবাতি মিছিলে সামিল হল, সেই মা আজ বলে কী! কেমন করে একটা চেনা মানুষ অচেনা হয়ে গেল! বন্ধুদের কাছে একদিন কত্ত গর্ব ছিল তার। মায়ের আদর্শ, মায়ের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সব এক ঝটকায় মিলিয়ে গেল কেন!

চিন্তায় ছেদ পড়ল মায়ের ডাকে;

'কি রে, কথার উত্তর দিচ্ছিস না কেন? পুজোর কেনাকাটার জন্য তো তোরই আগ্রহ থাকে বেশি। নাকি মা আগ বাড়িয়ে বলছে বলে গরজ দেখাচ্ছ?'

মায়ের এই স্বরটা তুলির বড় চেনা। মা যেন এখন স্কুলের সেই রাগী ম্যাম। এই স্বর শোনার পর এতদিন কিছুই বলতে পারেনি তুলি। আজ মুখ খুললো। বড় অসহায় হয়েই মুখ খুললো সে;

'মা, তোমাকে বড় অচেনা লাগছে জানো।'

'কেন!'

'আচ্ছা মা, কাল যদি হঠাৎ দেখো স্কুল থেকে আমি ফিরলাম না...'

'থাম তো। যত্ত সব ইমম্যাচিওর কথাবার্তা! আগে তো এমন ছিলে না তুমি! বেফালতু কথাগুলো বলো কেন?'

'আগে তো তুমিও এমনি ছিলে না মা। সব মেয়েদের প্রতি তুমি কনসার্ন ছিলে কত্ত। আমার জেলাস ফিল হত। মনে হত আমার থেকে ওদের তুমি বেশি ভালোবাসো। এই তো সেদিন টিচার্স ডের দিনই তো। তুমি আমার স্কুলের গল্প না শুনে একের পর এক ফোন ধরে গেছ তোমার ছাত্রীদের। তুমিই তো বললে ওদের, এবার পুজোর মার্কেটিং এর কোনো ইচ্ছেই নেই তোমার। এই দুদিনে তুমি সব ভুলে গেলে মা? মা তুমি চেঞ্জ হয়ে যেও না মা, তুমি সেই আগের মাম্মাম ই থাকো। যাকে দেখে আমি প্রাউড ফিল করবো, যাকে দেখিয়ে বন্ধুদের বলব, ঐ দেখ আমার মায়ের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরে কেমন কুঁকড়ে যাচ্ছে অপরাধীরা। আমি এবার পুজোর ড্রেস চাই না মা। শুধু তোমার কোলের আঁচল চাই। আসবে মা আমার কাছে? খুব অসহায় লাগছে, ভয় হচ্ছে এই ভেবে যে কাল স্কুল গেলে ফিরে এসে তোমার হাতে খেতে পাবো তো?'

মেয়ের শিউরে ওঠা কথায় হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে মল্লিকা। ছুট্টে গিয়ে জড়িয়ে ধরে তুলিকে। মা-মেয়ে কাঁদতে থাকে।

অনেকগুলো দিন পর কাঁদতে পেরে হালকা হয় তারা। একটা মাস ধরে বুকের ভিতর যে জগদ্দল পাথরটা বসে ছিল, সেটার ভার সাময়িক লাঘব হল।

চোখ মুছে উঠে বসলো মল্লিকা। মেয়েকে বলল,

'চল রেডি হয়ে নে।'

মেয়ে তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়!

এই যে এইমাত্র মা কান্নাকাটি করলো ওকে জড়িয়ে ধরে, এরপরই আবার মার্কেটিং এ যেতে চাইছে?

কিছুটা অবাক হয়ে জানতে চাইল সে, 'কোথায় মা?'

'কমলাদের বাড়ি।'

বিস্ময় আরো বেড়ে গেল তুলির। ভাঙা ভাঙা স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কেন মা?'

'চলই না।'

'উঁহু, বলো তো আগে তুমি কি করতে চাও?'

'বিশ্বাস নেই তোর মাম্মামকে?'

'আছে ... কিন্তু কমলা মাসির বাড়ি কেন!'

বিস্ময় আর ভাঙে না তুলির।

'আচ্ছা রেডি হ তুই, আমি বলছি তোকে কেন নিয়ে যেতে চাইছি, কমলা কাল বলে গেল মনে আছে? যে, আজ কাজে আসবে না সে।'

'হুম।'

'বললাম কাউকে তো দিয়ে যাও যে আমার বাড়ির কাজগুলো করে দেবে।'

'হুম। বললে তো...'

'কিন্তু ও কি উত্তর করল মনে আছে? বলল, কেউ আসবে না গো বৌদি... কাল আমরা জোর প্রতিরোধের লড়াই এ নামবো।

আমি তো অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেই ফেলেছিলাম, 'পারবি তোরা কিছু করতে! তোদের বস্তিতে তো ওই দশ-পনেরোটি ঘর! ও এর উত্তরে কি বলেছিল জানিস?'

'কী?'

'বলেছিল, বৌদি তুমার কথা ধার করেই বলি, সদিচ্ছা থাকলে সব কিছুই সম্ভব। বৌদি... তুমি বুলেছিল, তুমার কাছ থেকেই শেখা এই কথাগুলো।

বলেছিল, চলো না বৌদি একবার জোর প্রতিরোধ গড়ে তুলি ! আমি উত্তর করিনি কিছু । আমিও তো ভেবেছিলাম এত্ত সব করে কী হবে? প্রতিবারের মতো তাই ওই একদিন মোমবাতি মিছিল করে দায়সারা প্রতিবাদের সামিল হয়েছিলাম'

'চল, যাবি তুলি কমলাদের বস্তিতে?'

'তুমি বস্তিতে যাবে মা?'

'হ্যাঁ রে , আজ যদি না যাই, তাহলে আমার শিক্ষক জীবন বৃথা হয়ে যাবে। আমার এডুকেশনাল সার্টিফিকেটগুলোর আর কোনো মূল্য থাকবে না...'

উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তুলি। সে যেন তার চেনা মাম্মামকে ফিরে পেল, জীবনের চেনা ছন্দে ফিরে এলো যেন সেও। তাই আবেগ বিহ্বল হয়ে বলে উঠলো;

'বেশ তো মা, চলো। আমরা দুজনে মিলে যাই। নতুন ইতিহাস গড়ে তুলি।'

মৃদু হাসলো মল্লিকা। বুঝলো তাকেই অনুসরণ করে তুলি। কথায়, কাজে, ব্যবহারিক ছন্দে। তাই সে প্রতিবাদে সামিল হতে চাইতেই তুলির মুখে হাসি ফুটল।

মা, মেয়ে পা মেলালো বস্তির অগণিত মানুষের পায়ে পায়ে।

মল্লিকা বিস্ময়াভূত হয়ে দেখতে থাকলো, এত্ত মানুষ! কোথা থেকে এলো এতো মানুষ!

এতো আলো!

উফফ্! চোখ ঝলসে উঠছে মল্লিকার। না আলোর রোশনাই এ নয়, তীব্র ক্ষোভে, প্রচন্ড ঘৃণায়। বিবমিষা জেগে উঠছে নিজকৃত আচরণের কথা কল্পনা করে।

তবু পা মেলায় সে। পথ চলতে থাকে... চলতেই থাকে। কোন এক অজানা মেয়ের জন্য তার বুক কেঁপে ওঠে এই প্রথমবার। এই প্রথম সে যেন মাতৃত্বকে অনুভব করতে পারে যথাযথভাবে। ভিড়ের মধ্যে ইতিউতি খুঁজতে থাকে তুলিকে। এই প্রথম ভয় অনুভূত হয় চারিপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা ভেবে।

মানসিক উত্তরণ ঘটে মল্লিকার। এই অন্যায়ের শেষ বিচার চায় সেও। মল্লিকা হাঁটতে হাঁটতে শেষে ছুটতে শুরু করে। ছুটছে ... ছুটছে ... ছুটছে ....

সেই ছোটার যেন কোনো বিরাম নেই। ছুটতে থাকে সে বিভোর আবেশে, বিবেকের তাড়নায়, কালের নিয়মের অপ্রতিরোধ্য গতিতে।

থিম নয়, পুজোয় সাবেকিয়ানা ধরে রাখতে চায় কুমিল্লাপাড়া পল্লীমঙ্গল সমিতি

শুভাশিস বিশ্বাস

দুর্গাপুজোর চমক বা জমক দেখতে হলে কলকাতাতে আসতেই হবে এমন একটা মিথ তৈরি হয়ে গেছে বহুকাল ধরে। যে কারণে দুর্গাপুজোতে দর্শনার্থীদের ভিড় থাকে কলকাতাকে কেন্দ্র করেই। তবে এই মিথে এবার ফাটল ধরাতে চলেছে কলকাতার উপকণ্ঠ, শহরতলি বা জেলার বেশ কিছু পুজো। হাতে গোনা কয়েকটি পুজো বাদ দিলে জেলা বা শহরতলির পুজোর বাজেট কলকাতার পুজোর বাজেটের মতো আকাশ ছোঁয়া না হলেও তাঁরা তাঁদের সীমিত সাধ্যের মধ্যে থেকে নজর কাড়া পুজো করে আসছেন বিগত কয়েক বছর ধরেই। শহরতলির পুজো বা জেলার পুজোর আরও একটা বড় প্রতিবন্ধকতা হল প্রচারের আলো না পাওয়া। ফলে চোখ ধাঁধানো পুজো মণ্ডপ বানানো বা নজর কাড়া প্রতিমা গড়েও এই সব পুজো সম্পর্কে জানতে পারেন না অনেকেই। এই রকম পুজোর তালিকা মোটেই ছোট নয়। আর এই তালিকার একদম প্রথম দিকেই রাখতে হবে বেলুড়ের কুমিল্লা পাড়া পল্লীমঙ্গল সমিতির সর্বজনীন পুজোকে।

কুমিল্লা পাড়া পল্লীমঙ্গল সমিতির পুজো না দেখলে যে পুজোর আনন্দে অনেকটাই খামতি থেকে যাবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ, বহুবিধ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, এই পুজো হালফিলের পুজো নয়। ২০২৪-এ এই পুজো পা রাখছে ৭৪ বছরে। এখানে পুজো উদ্যোক্তারা তাঁদের পরিকল্পনায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তুলে ধরছেন বাঙালির সাবেকিয়ানাকেই। থিম পুজো নিয়ে মাতামাতি হলেও সেই পথে হাঁটতে একেবারেই নারাজ এই পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা। থিম পুজোকে কোন অংশে ছোট না করেই পুজো কমিটির সদস্য পার্থ সেনগুপ্ত জানান, 'সাবেকিয়ানার মধ্যে রয়েছে বাঙালির ঐতিহ্য। শুধু তাই নয়, এই সাবেকিয়ানা পুজো প্রাঙ্গনে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ তৈরি করে। যা একান্ত কাম্য দুর্গাপুজোয়। আর সেই কারণেই থিম পুজো করার মতো জায়গা থাকলেও সে পথে হাঁটতে রাজি নয় কুমিল্লা পাড়া পল্লীমঙ্গল। বরং পুজোর প্রতিমা থেকে মণ্ডপ সবেতেই এবারও থাকছে সাবেকিয়ানার ছোঁয়া।'

কুমিল্লা পাড়া পল্লীমঙ্গল সমিতির পুজো হয় একটা ছোট মাঠে। এবারের পুজো মণ্ডপে এলে দেখা যাবে শোলার ওপর পুঁতি আর জরির কাজ। সঙ্গে থাকছে পুয়াঁকাটির কাজও। সাবেকি হলেও নানা ধরনের হাতের কাজে এই মণ্ডপ যে দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে সে ব্যাপারে নিশ্চিত পুজো কর্তারা। এই পুজো মণ্ডপ তৈরির ভার দেওয়া হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের মাইতি ডেকরেটর্সকে। মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে থাকছে আলোক সজ্জাও। এই আলোক সজ্জাতেও থাকছে সাবেকি ছোঁয়া। তবে সামগ্রিক আলোক সজ্জা তৈরি হয়েছে একটা থিমকে কেন্দ্র করেই। অর্থাৎ,আলোক সজ্জা সজ্জিত হচ্ছে যেন অদৃশ্য এক সুতোয় গেঁথে। কুমিল্লা পাড়া পল্লীমঙ্গলের এই আলোক সজ্জা নস্ট্যালজিয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে দর্শনার্থীদের। কারণ, চন্দননগরের আলোক সজ্জা হিসেবে খ্যাত সেই পুরনো দিনের গেট, কল্কা, আলোর খেলা পৌঁছে দেবে বিংশ শতাব্দীর দুর্গাপুজোর আলোকজ্জ্বল পরিবেশে। সময়ের সঙ্গে দুর্গাপুজোতে

চন্দননগরের এই আলোক সজ্জায় কোথাও যেন এক ভাটার টান। আলোক সজ্জাও যে দুর্গাপুজোর একটা বড় অঙ্গ তা ভুলতে বসেছেন দর্শনার্থীরা। আর সেই কারণেই এবারের কুমিল্লাপড়ার পল্লীমঙ্গল সমিতির এই আলোকসজ্জা এক বড় আকর্ষণ দর্শনার্থীদের কাছে। এর দায়িত্বে রয়েছেন স্থানীয় শুড়ো ইলেকট্রিক।

এরই পাশাপাশি সব কিছুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে তৈরি হচ্ছে প্রতিমাও। যার রূপদান করছেন কুমোরটুলির প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী মোহন বাঁশি রুদ্র পাল। সাবেকি প্রতিমা। প্রতিমায় সর্বমঙ্গলদায়িনী দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধের মধ্য দিয়ে বরাভয় দান করছেন, সেটাই ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। ছোট্ট আলাপচারিতায় পুজো উদ্যোক্তারা এও জানান, মণ্ডপে মাতৃপ্রতিমা দর্শনের পর মন ভরে যাবে আধ্যাত্মিক এক অনুভূতিতে। যে অনুভূতি থিমের প্রতিমায় আনা বেশ কষ্টসাধ্য।

৭৪ বছরে পা দেওয়া এই পুজো কলকাতার পুজোকে যে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে তা বোঝা গেল কুমিল্লা পাড়া পল্লীমঙ্গল সমিতির কর্তাদের সঙ্গে আলাপচারিতায়। তবে সেখানে কোথাও একটু হলেও ধরা পড়ে হতাশা। এই প্রসঙ্গে পুজোর কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে প্রদী নন্দী জানান, 'কলকাতার পুজোর বেশির ভাগ-ই বিগ বাজেটের পুজো। যে সব পুজো কলকাতায় ছোট পুজো বলে পরিচিত তাদের বাজেটের সমান এবার ৭৪ বছরে পা রাখা বেলুড়ের এই পুজো। বাজেট সর্বসাকুল্যে ১০ লাখ টাকা। আর এই টাকা ওঠে কর্মকর্তাদের হাত ধরেই। সে অর্থে বড় স্পনসর নেই। তবে এখানকার পুজোয় যেটা আছে তা হল মন ছুঁয়ে যাওয়া পরিবেশ। পুজোর ক'টা দিন এই পুজোকে ঘিরে এলাকাবাসী যেন আবদ্ধ হন এক পারিবারিক বন্ধনে। এই কয়েকটা দিন স্থানীয়রা 'কুমিল্লা পাড়া পল্লীমঙ্গল সমিতি' নামে পরিবারেরই সদস্য। পুজো মণ্ডপে সবার জন্য পুজোর ভোগের রাখা হয় ব্যবস্থা। ফলে কারও বাড়িতে রান্না হয় না বললেই চলে।'

আসছে মা সাজছে বাংলা

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, পল্লীমঙ্গল সমিতির এই পুজোর উদ্বোধন হবে চতুর্থীর দিন। এবারের পুজো উদ্বোধনে অংশ নেবেন এলাকারই প্রবীণেরা। তাঁদের আশীর্বাদ নিয়েই শুরু হবে পল্লীমঙ্গল সমিতির পথচলা।

এরই রেশ ধরে আরও এক পুজো কর্মকর্তা কেশব রায় জানান, 'চতুর্থী থেকে ষষ্ঠী পর্যন্ত পুজো প্রাঙ্গন ভরিয়ে রাখেন এলাকার কচিকাঁচারা। শুধু তাই নয়, পুজোর ক'টা দিনেও নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন এলাকার মহিলারাও। এরই মধ্যে নজর কাড়া অনুষ্ঠান হল পুরুষ এবং নারীদের ধুনুচি নাচ।'

এর পাশাপাশি পুজো প্রাঙ্গন প্রশস্ত হওয়ায় এই গুটিকয়েক দিন বেশ একটা মেলার পরিবেশ গড়ে ওঠে পুজোকে ঘিরে। পকেট ফ্রেন্ডলি নানা ধরনের খাবার দাবারের সঙ্গে মেলে হরেক রকম জিনিসও। একটু খাবার দাবার হাতে নিয়ে পুজো প্রাঙ্গনে বসে পড়লেই হল জমাটি আড্ডা দেওয়ার জন্য। এরপর দশমীতে আসে মাকে বিদায় জানানোর পালা। নিরঞ্জন সে অর্থে বিরাট ধুমধাম করে না হলেও একাদশীর দিন মাকে বিদায় জানাতে অংশ নেন কুমিল্লা পাড়ার পল্লীবাসীরাই। মূলত ঢাকের তালে ধুনুচি নাচের মধ্যে দিয়ে মাকে নিরঞ্জন দেওয়া হয় গঙ্গায়। সঙ্গে জানানো হয় আগামী বছরের আসার জন্য আকুল আহ্বান- 'আবার এসো মা'।